

# আর্য্যাবিনয়



স্বামী দয়ানন্দ সরস্বতী



কৃষ্ণভো বিশ্বমার্ম্

মহার্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী

4/10/90



ওম্

# আর্য্যভিবিন্য

[ বঙ্গানুবাদ ]

মহর্ষি দয়ানন্দ সরস্বতী  
প্রণীত

অনুবাদক  
আচার্য্য প্রিয়দর্শন



আর্য্যসমাজ কলিকাতা  
স্থাপনা বর্ষ  
১৮৮৫

আর্য্যসমাজ কলিকাতা  
শতবর্ষ উদ্‌যাপন বর্ষ  
১৯৮৫

সমারোহ স্থল কলিকাতা ময়দান  
স্থিতি কাল নয় দিবস  
২১. ১২. ১৯৮৫ হইতে ২৯. ১২. ১৯৮৫

উদযোক্তা

আর্য্যসমাজ কলিকাতার সদস্যবৃন্দ  
মুখ্যকর্মকর্তা

পুনমচন্দ্র আর্য্য  
মন্ত্রী

সীতারাম আর্য্য  
প্রধান

সংযোজক  
ত্রীরাম আর্য্য

১৯৮৫

॥ ওম্ ॥

অর্থাভিবিনয়

দযাযা আনন্দো বিলসতি পরঃ স্বাভাবিকিতঃ  
সরসত্যাগ্রে নিবসতি মুদা সত্যবিমলা ।  
ইযং খ্যাতির্যস্য প্রলসিতগুণা ব্রহ্মশরণাহ  
স্ত্যেনোষং গ্রহো রচিত ইতি বোদ্ধব্যমনঘাঃ ॥

অর্থার্থভিবিনয়োপক্রমণিকা বিচারঃ ।

সর্বায়া সচ্চিদানন্দোহনন্তো যো ল্যামকুচ্ছুচিঃ ।  
ভূবাস্তমাং সহায়ো নো দযালুঃ সর্বশক্তিমান্ ॥ ১ ॥  
চক্ষুরামাক্ষচক্রেণৈ চৈত্রে আসি সিত্তে দলে ।  
দশম্যাং গুরুবারেহুযং গ্রন্থারম্ভঃ কৃতো মযা ॥ ২ ॥

বহুভিঃ প্রার্থিতঃ সম্যগ্ গ্রন্থারম্ভঃ কৃতোহধুনা ।  
হিতায় সর্বলোকানাং জ্ঞানায় পরমাত্মনঃ ॥ ৩ ॥

বেদস্ত মূলমন্ত্রাণাং ব্যাখ্যানং লোকভাষয়া ।  
ক্রিয়তে সুখবোধায় ব্রহ্মজ্ঞানায় সম্প্রতি ॥ ৪ ॥

স্তুত্যাশ্রয়োঃ সম্যক্ প্রার্থনামানুচ বর্ণিতঃ ।  
বিষয়ো বেদমন্ত্রৈশ্চ সর্বেষাং সুবর্জনঃ ॥ ৫ ॥



বিমলং সুখদং সততং সুহিতং

জগতি প্রততং তদ্ব বেদগন্তম্ ।

মনসি প্রকটং যদি যস্য সুখী

স নরোহস্তি লদেবরভাগধিকঃ ॥ ৬ ॥

বিশেষভাগীহ বৃণোতি যো হিতং

নরঃ পরত্মানমভীব মানতঃ

অশেষ দুঃখাত্ত্ব বিমুচ্য বিজয়া

স মোক্ষমাপ্নোতি ন কামকামুকঃ । ৭ ॥

ব্যাখ্যা—পরমাত্মা, যিনি সর্বাঙ্গী সৎ চিৎ আনন্দস্বরূপ, অনন্ত, অজ, জ্ঞায়কারী, নির্মল, সদা দয়ালু সর্বসামর্থ্যযুক্ত ইষ্ট দেবতা তিনি আমাদের নিত্য সাহায্য দান করুন, আমরা যেন মহা কঠিন কর্মও অনায়াসে করিতে পারি। হে কুপানিধে! আমাদের এ কাজ আপনিই সিদ্ধ করিতে সক্ষম, আমরা আশা করি আপনি আমাদের কামনা অবগতই সিদ্ধ করিবেন ॥ ১ ॥

( সম্বৎ ১৯৩২ মিত্তি চৈত্র ) সম্বৎ ১৯৫২, চৈত্র মাসের শুক্ল পক্ষের, দশমী তিথিতে, শুক্রবারে এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইল ॥ ২ ॥

বহু সজ্জন ও ধর্মানুরাগী সর্বহিতকারী বিচারশীল ব্যক্তিদের প্রীতিপূর্ণ অনুরোধে, সর্বজনহিতার্থে এবং পরমেশ্বরের যথার্থ জ্ঞান ও প্রেম ভক্তি সঞ্চারার্থে এই গ্রন্থ আরম্ভ করা হইল ॥ ৩ ॥



এই গ্রন্থে কেবলমাত্র দুইটি বেদের মূলমন্তব্য প্রাকৃত লোকভাষায় ব্যাখ্যা করা হইয়াছে যাহাতে সকলে অনায়াসে হৃদয়ঙ্গম করিতে এবং ব্রহ্মজ্ঞান লাভে সমর্থ হয় ॥ ৪ ॥

এই গ্রন্থে বেদমন্ত্র দ্বারা সর্বজনসুখ বুদ্ধিকারী পরমেশ্বরের স্তুতি প্রার্থনা ও উপাসনা তথা ধর্ম প্রভৃতি বিষয়ে বর্ণনা করা হইয়াছে ॥ ৫ ॥

যে ব্রহ্ম বিমল সুখদায়ক পূর্ণকাম, তৃপ্ত, জগতে ব্যাপ্ত তিনিই বেদজ্ঞান দ্বারা লভ্য। যাহার অন্তঃকরণে এই ব্রহ্মের প্রকাশ (যথার্থ বিজ্ঞান) বিদ্যমান, সেই মনুষ্যই ভগবদ্ আনন্দের অধিকারী এবং সর্বাপেক্ষা সदैব অধিক সুখী এবং ধন্য ॥ ৬ ॥

যাহারা ইহ সংসারে অতি প্রেম, ধর্মভাবে, বিজ্ঞা, সংসঙ্গ, সুবিচারতা, নির্বৈরতা, জিতেন্দ্রিয়তা ও প্রত্যক্ষ প্রভৃতি প্রমাণ দ্বারা পরমাত্মাকে স্বীকার (আশ্রয়) করে, তাহারাই অতীব ভাগ্যবান। কেননা, তাহার যথার্থ বিদ্যালাভ করিয়া বিবিধ দুঃখের হাত হইতে সম্পূর্ণভাবে নিষ্কৃতি পায় এবং দুঃখ সাগর অতিক্রম করিয়া পরমাত্মার পরমানন্দরূপ মোক্ষসুখ লাভ করে। কিন্তু যাহারা বিষয়াসক্ত, লম্পট, বিচার-বুদ্ধি রহিত, বিদ্যা, ধর্ম, জিতেন্দ্রিয়তা, সংসঙ্গ বর্জিত, ছল, কপট, অভিমান, ছুরাগ্রহ প্রভৃতি দুষ্টতায়ুক্ত, তাহার কদাপি মোক্ষসুখ লাভ করিতে পারে না। কেননা, তাহার যো ঈশ্বর বিমুখ ॥ ৭ ॥



সেই জন্ম যাহারা ঈশ্বর বিমুখ, তাহারা জন্ম-মরণ ভ্রম প্রভৃতি পীড়া দ্বারা পীড়িত হইয়া সদা দুঃখ সাগরে নিমগ্ন হয়। সুতরাং পরমেশ্বর ও তাহার আজ্ঞার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া সদা ঈশ্বর পরায়ণ ও তাহার আজ্ঞা পালনে তৎপর হইয়া ইহলোকে (সাংসারিক ব্যবহার) এবং পরলোকে (পূর্বোক্ত মোক্ষ) সিদ্ধিলাভে যথার্থ যত্নশীল থাকা সকলেরই কর্তব্য, ইহাই মানুষের কৃত্তব্যতা।

এই আর্থাভিব্যক্তি গ্রন্থে প্রধানতঃ পরমেশ্বর সঙ্কল্পীয় একই প্রকার অর্থ সংক্ষেপে করা হইয়াছে। দুই প্রকার অর্থ করিলে গ্রন্থের কলেবর বৃদ্ধি পায় সেইজন্য লোক প্রচলিত অর্থ করা হয় নাই। কিন্তু বেদভাষ্যে যথাবৎ বিস্তৃত পরমার্থ এবং ব্যবহারার্থ এই উভয়বিধ অর্থ প্রমাণ সহিত করা যাইবে। যথা “তদেবাহুগ্নিস্তদাদিত্যস্তদ্ বায়ুঃ” ইত্যাদি (যজুর্বেদ সংহিতা প্রঃ) “ইন্দ্র মিত্রং বরুণং” ইত্যাদি (ঋগ্বেদ সংহিতা প্রঃ) বৃহস্পতিবৈ ব্রহ্ম, গণপতিবৈ ব্রহ্ম, প্রাণো বৈ ব্রহ্ম, আপো বৈ ব্রহ্ম, ব্রহ্মহুগ্নিম্ ইত্যাদি (শতপথ, ঐতরেয় ব্রাহ্মণাদি প্রঃ) এবং “মহান্তুমেবাত্মনম্” ইত্যাদি নিরুক্ত গ্রন্থ সমূহের প্রমাণ দ্বারাই পরব্রহ্ম অর্থই গৃহীত হয়। কেবল ইহাই নহে “মুখাদগ্নিরজাযত” ইত্যাদি, যজুর্বেদ সংহিতা প্রঃ) এবং “অগ্নিরগ্নীর্ভবতীতি” ইত্যাদি নিরুক্ত প্রমাণ দ্বারা ইহা সিদ্ধ হয় যে, যাহা রূপগুণ, দাহ, প্রকাশ যুক্ত তাহা ভৌতিক অগ্নি। এইরূপ দৃঢ় প্রমাণ, যুক্তি, এবং প্রত্যক্ষ ব্যবহার যুক্ত উভয়বিধ



অর্থ বেদভাষ্যে উল্লিখিত হইবে। উহা দ্বারা সায়ণাদি কৃত ভাষ্যদোষ এবং তদনুসার ইংরাজী কৃত অর্থদোষ-রূপ বেদশাস্ত্রের কলঙ্ক দূর হইবে। ইহা ব্যতীত বেদের সত্য অর্থ প্রকাশিত হইলে উহার মহত্ত্ব এবং বেদশাস্ত্রে নিহিত অনন্ত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিলে মানব সমাজের মহান্ কল্যাণ সাধিত হইবে। অধিকন্তু বেদশাস্ত্রের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা ভক্তি ও উৎপন্ন হইবে।

এই গ্রন্থে লিখিত মন্ত্রার্থ হইতে ঈশ্বরের স্বরূপ, জ্ঞান ভক্তি, ধর্ম-নিষ্ঠা, ব্যবহার গুণি প্রভৃতি জানিতে পারা যাইবে। মানুষ নাস্তিক ও কুসংস্কারময় অধর্মাচরণে আবদ্ধ না হইয়া সর্বতোভাবে উত্তম হউক, জগদীশ্বরের কৃপালাভ করুক, দুষ্টিতা পরিহার করিয়া শ্রেষ্ঠতা গ্রহণ করুক, ঈশ্বরের নিকট ইহাই আমার প্রার্থনা। পরমেশ্বর আমার এই কামনা অবশ্যই পূর্ণ করিবেন।

ইত্যুপক্রমণিকা সংক্ষেপভঃ সম্পূর্ণা।

—০—

মন্ত্রপাঠ বিধি :—সংস্কৃত লিপিতে “য়” অক্ষর নাই। ইহা কেবল বঙ্গাক্ষরেই প্রচলিত। সে কারণ সংস্কৃত শ্লোক অথবা বেদমন্ত্রের যে স্থলে “য” লিখিত হইয়াছে সে স্থলে ‘য’ বর্ণকে ‘য়’ ( ই-অ ) উচ্চারণ করিয়া পড়িতে হইবে। ইহা কেবল দেবভাষার মৌলিকতা রক্ষার্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

অনুবাদক : আচার্য্য শ্রিয়দর্শন



ওম্

তৎসৎপরব্রহ্মণে নমঃ

অথার্য্যভিবিনয় প্রারম্ভঃ

প্রার্থনা বিষয়

গৃহিঃ—গোতমো ব্রাহ্মণঃ । দেবতা—বিধবেদাঃ । ছন্দঃ—নিচন্দ গায়ত্রী ।

স্বরঃ—গান্ধারঃ ।

ওম্ শং নো মিত্রঃ শং বরুণঃ শং নো ভবত্বর্ষমা ।

শং ন ইন্দ্রো বৃহস্পতিঃ শং নো বিশ্বকরক্রমঃ ॥১॥

ঋ० অ० ১।৬।১৮।৯ ॥

খ্যাখ্যা—হে সচ্চিদানন্দানন্তস্বরূপ, হে নিত্যশুদ্ধবুদ্ধমুক্ত  
স্বভাব, হে অদ্বিতীয়ানুপমজগদাদি কারণ, হে অজ, নিরাকার,  
সর্বশক্তিমন্, স্রায়কারিন্, হে জগদীশ্বর, সর্বজগদুৎপাদকাধার,  
হে সনাতন, সর্বমঙ্গলময়, সর্বস্বামিন্, হে করুণাকরাস্বয়  
পিতঃ, পরম সহায়ক, হে সর্বানন্দপ্রদ, সকল দুঃখবিনাশক,  
হে অবিচ্ছিন্নকারনির্মূলক, বিচার্য্যপ্রকাশক, হে পরমৈশ্বর্য-  
দায়ক, সাম্রাজ্যপ্রসারক, হে অধমোদ্ধারক, পতিতপাবন,  
মাণ্ডপ্রদ, হে বিশ্ববিনোদক, বিনয়বিধিপ্রদ, হে বিশ্বাস-  
বিলাসক, হে নিরঞ্জন, নাযক, শর্মদ নরেশ, হে সর্বাস্তুধামিন্,



সৰূপদেশক, মোক্ষপ্রদ, হে সন্তোষপাকর, নিমল, নিবীহ  
 নিরাময়, নিকপত্র দৌন্দর্য্যকর, পরমসুখদায়ক, হে দারিদ্র্য-  
 বিনাশক, নিবৈরবৈরক, সুনীতিবর্ধক, হে শ্রীতিসাধক,  
 রাজ্যবিধায়ক, \* কবিনাশক, হে সববনদায়ক, নিবলপালক,  
 হে সুধর্ম্মপ্রাপক, হে অশ্রুসম্বন্ধক, সুকামবর্ধক, জ্ঞানপ্রদ,  
 হে সন্তুষ্টিপালক, ধনসুশিক্ষক, রোগ বিনাশক, পুরুষার্থ-  
 প্রাপক, দুঃখনাশক, সিংহপ্রদ, হে সজ্জনসুখদ, দুঃখনাশক,  
 গণকুলকোপক, হে পরমেশ, পরেশ পরমাত্মন,  
 পরব্রহ্ম। হে সন্তানন্দক, পরমেশ্বর, বাপক, সৃষ্টাচ্ছত্র,  
 হে অজরক, অমরক, হে অপ্রতিমপ্রভাব, নিষ্ঠুর্ণাত্মন,  
 বর্ষাক, বর্ষাক, বিদ্বৎসলক, হে সন্তানসুশিক্ষক বাচা,  
 হে মঙ্গলপ্রদেব। আপনি সবচেহাৰে সকলের নিশ্চিন্ত  
 মিত্র ও সন্তান। আপনি সব সুদান করেন। হে সন্তোষপাক  
 স্বাকাশো, বর্ষাক! আপনি বর্ষাক, অর্থাৎ সবাপেক্ষা  
 পরমোত্তম, হে সন্তান আপনি আমাদের পরম সুখদায়ক।  
 হে পক্ষী-বর্ষাক, ধনদায়ক! আপনি ওয়মা বর্ষাক),  
 জ্ঞানকো ও সুখকো, হে পরমেশ্বর! হে প্রদেব!  
 আপনি হে সন্তান আমাদের পরম প্রিয়বৃত্ত সন্তান সুখ  
 প্রদান করেন। হে মহাবিহ্বাচোবিশপে, বৃহস্পতি,  
 পরমাত্মন। আপনি আমাদের (বৃহৎ) সুমহান সুখদাতা।  
 হে সর্বব্যাপক! অনন্ত পরাক্রমেশ্বর বিষ্ণু! আপনি  
 আমাদের অনন্ত সুখ দান করেন। যাহা কিছু চাহিব,  
 আপনার নিকটই চাহিব। আপনি ব্যতীত সর্বপ্রকার





আমাদিগকে কৃপা করিয়া সবপ্রকার ব্যবহার এবং বিজ্ঞা প্রভৃতি পদার্থ সমূহের উপদেশ দিয়াছেন যাহাতে আমরা ব্যবহারিক এবং পরমার্থজ্ঞান লাভ করিয়া অশান্ত মুখলাভ করি। ঈশ্বর যেকণ সকলের জ্ঞানি কারণ, বেদে সেইকণ পরমবিদ্যার আদি কারণ।

হে সর্বহিনোপকারী! আপনি 'পুরোহিতম্' সমস্ত জগতের শিখসামক হে যজ্ঞদাতা। সর্বদাম্বের আপনি পূজ্যতম এবং জ্ঞান যজ্ঞানি, যজ্ঞ কল্যাণকর, 'যজ্ঞিকম্' বস্তু প্রভৃতি সকল কতুর রচয়িতা, যজ্ঞ যে সময় যে মুখ প্রয়োজন সেই সময় সেইকণ যজ্ঞের দাতা সেই সম্ভ্রান্তক। 'হোতারম্' আপনি সমস্ত জগৎ সর্বদা যজ্ঞ প্রদান করেন এবং প্রলয়কালে সমস্ত যজ্ঞ প্রদান করেন, শুধু তাহাই নহে আপনি সেবকদের জ্যেষ্ঠ আশ্রিত বক্তৃতা দ্বারা ধারণ করেন। হে সর্বকৃষ্টিমন্ পুরুষোত্তম, যজ্ঞে আপনি বারবার আপনার স্তুতি করি। হে সর্বদাতা যজ্ঞ স্তুতি গ্রহণ করেন, আমরা যেন আপনার কৃপা লাভ করি, সর্বদা সর্বদা আনন্দে থাকি ॥২॥

## প্রার্থনা বিষয়

স্মৃতিঃ—মহাশুদ্ধা পেশ্য নমঃ । বসনং—সুবর্ণম্ । অঙ্গ—সুবর্ণম্ ।

অগ্নিনা৷ রদিনম্ভবৎ পোষমেব৷ দিবদ্বিবে ।

বশসং বীরবত্তমম্ ॥৩॥ স্বঃ ১১১৩।

ব্যাখ্যা—হে মহাদেৱ, ঈশ্বরাগ্নে! আপনার কৃপায় স্তুতিকারী (উপাসক) 'বশস' দিত্যাদি দেৱতা সুবর্ণাদি ধন, যাহা প্রতিদিন 'পোষমেব' মহাপুষ্টিকর, সংকীৰ্ত্তি-বধক এবং শৌৰ্য, বৈৰ্য, চাতুৰ্য বলপদাংকন ও দৃঢ় অঙ্গ প্রভৃতি, যাহা ধৰ্মপরায়ণ, ত্রায়যুক্ত এবং যাহা বীরপুরুষগণ লাভ করিয়া থাকেন তদ্রূপ সুবর্ণ রত্নাদি তথা চন্দ্রবর্ণ রাজ্য ও বিজ্ঞানরূপ ধন আমরা যেন লাভ করিতে সমর্থ হই এবং আপনার কৃপায় উহা লাভ করিয়া সুখী হই ॥৩॥

## স্তুতি বিষয়

স্মৃতিঃ—মহাশুদ্ধা পেশ্যমিত্তঃ । বসনং—সুবর্ণম্ । অঙ্গ—সুবর্ণম্ । পাপীষিকামবা নিমিত্ত গাযতী । স্বরঃ—সুবর্ণম্ ।

অগ্নিঃ পূৰ্বেভিষ্মা৷ বিভিরাডো৷ তপৈন্যু৷ কৃত ।

স দেৱা এহ বক্ষতি ॥৪॥ স্বঃ ১১১২।

ব্যাখ্যা—হে সৰ্বমানব স্তুতিযোগ্য ঈশ্বরাগ্নে! 'পূৰ্বোভঃ' অধিগতবিদ্য প্রাচীন 'ঋষিভিঃ' মহামুখ্য বিদ্বজ্জনের এবং 'নৃত্যৈনঃ'



বেদপাঠী নবীন ব্রহ্মচারীদের 'ঈশ্বাঃ' আপনি স্তুতি-যোগ্য 'ঈত'  
এবং আমরা যে মনুষ্য বিদ্বান্ অথবা মূৰ্খ, উহাদেরও স্তুতিযোগ্য,  
অতএব স্তুতি স্বীকার করিয়া আমাদের এবং সমগ্র সমসারের  
সুখার্থে দিব্যগুণ অর্থাৎ চিত্তা প্রভৃতি দান করুন কেনন  
আপনিই আমাদের ঈশ দেব । ৪

### স্তুতি বিষয়

১০ " ব্রহ্মসংহিতা " ২০ " ১০১ - " ১০২ " ১০৩ - " ১০৪ "

অগ্নিহোতা কবিত্বতুঃ সত্যশ্রিতপ্রবৃত্ততঃ ।

দেবো দেবেভির্গতঃ ১০৫ ১০৬ ১০৭ ১০৮ ১০৯

ব্যখ্যা—হে সবারক্ , সবারহা 'কবুঃ' আপনি সমস্ত  
জগতের জনক 'সত্য' চরিত্রের , অর্থাৎ আপনার কোনও কালেও  
বিনাশ নাহি তাপনি 'চরিত্রপ্রবৃত্ততঃ' অশ্রুতা প্রবণাদি, অশ্রুত  
শক্তি ও আশ্রয় দপ গুণ সম্পন্ন এবং অতি উত্তম আপনার  
ভুলার বা বড় ক্ষেত্র নাহি হে জগদীশ ! 'দেবেভিঃ' আপনি  
দেবগুণ সম্পন্ন হইয়া আমাদের হৃদয়ে এবং বিশ্বজগতে  
প্রকাশিত হউন , আমরা যেন দিব্যগুণ সম্পন্ন হই আমাদের  
রাডা যেন দিব্যগুণার্হিত হয় কেননা আমরা যে আপনার  
সেবক ও সন্তান ।

## প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মণ্ডুচ্ছন্দ বৈশ্বামিত্রঃ । দেবতা—সূর্যঃ । ছন্দঃ—মিচ্ছত গ বর্জ্যঃ । স্বরঃ—ষট্ছন্দঃ ।

যদঙ্গ দাশুযে ত্বমগ্নে ভদ্রং করিষ্যসি ।

তবেতৎ সত্যমঙ্গিরঃ ॥ ৬ ॥

ঋ. ১. ১. ২. ৬।

ব্যাখ্যা—হে ‘অঙ্গ’ বন্ধু ! আপনার যে আত্মসমর্পণ করে আপনি তাহাকে ‘ত্বম্’ এহি ও আশুস্বিক সুখ অবগুই দিয়া থাকেন হে ‘অঙ্গিরঃ’ পূণ্যপুত্র, আপনার ভক্তদের পরমানন্দ দান করা আপনার সমারম্ভ । আপনার এইরূপ সত্য, আপনি আমাদের জ্ঞান সুবুদ্ধি আপনি আমাদের সকলকে এহিক ও অশুস্বিক উভয়বিধ সুখ শীঘ্রই প্রদান করুন । আমাদের যেন দুঃখ দূর হয় এবং আমরা যেন সদাসবদা সুখে থাকি । ৬ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মণ্ডুচ্ছন্দ বৈশ্বামিত্রঃ । দেবতা—সূর্যঃ । ছন্দঃ—পদ্যলিঙ্গানব গদ্য গায়ত্রী ।

স্বরঃ—ষট্ছন্দঃ ।

বায়বা বাহি দর্শতেমে সেহা অরংকৃণাঃ

তেষাং পাহি শ্রুত্বী হবম্ ॥ ৭ ॥

ঋ. ১. ১. ২. ৭।

ব্যাখ্যা—হে অনন্ত বল পরেশ ! ‘বায়ো’ দর্শনায়, আপনি স্বীয় অনুগ্রহে আমাদের স্বীকার করুন । আমরা আমাদের



স্বল্প সামর্থ্যানুসারে সোম ( সোমবল্ল্যাদি ) ওষধির উত্তম রস  
এবং আমাদের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ পদার্থ আছে আপনার  
জন্ত ‘অবংকৃত্য’ অলংকৃত অর্থাৎ উত্তম রীতিতে প্রস্তুত করিয়াছি,  
সে সমস্তই আপনাকে সমর্পণ করিলাম আপনি উহা  
স্বীকার করুন ( সর্বাঙ্গনা রক্ষা করুন ) পিতা বেক্রপ পুত্রের  
দীন অবস্থা জানিয়া বা শুনিয়া দীন পুত্র কর্তৃক অতি তুচ্ছ  
নিবেদিত বস্তু প্রাপ্ত হইলেও অগ্রাহ্য প্রসন্ন হন, পুত্রের দীনতা  
শুনিয়া ( জানিয়া ) আপনিও আমাদের প্রতি সেইরূপ  
প্রসন্ন হউন ॥ ৭ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

১ যঃ—মহাভক্ত বৈষ্ণবমিত্র, ২ যঃ—স্বামী ৩ যঃ—স্বামী ৪ যঃ—স্বামী ৫ যঃ—স্বামী ৬ যঃ—স্বামী ৭ যঃ—স্বামী ৮ যঃ—স্বামী ৯ যঃ—স্বামী ১০ যঃ—স্বামী

পাৱকা নঃ সরস্বতী বাজ্জেভির্বাজিনীবতী ।

বজ্রং বহু ধিমা বসুঃ ॥৮॥

১।১ ৬।১০॥

ব্যাখ্যা—হে বাক্পতে, সর্ববিজ্ঞানময়! আপনার কৃপায়  
আমরা যেন ‘সরস্বতা’ সর্বশাস্ত্রবিজ্ঞানময়ী বানী লাভ  
করি, ‘বাজ্জেভিঃ’ এবং আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন উৎকৃষ্ট  
অন্নাদির সহিত ‘বাজিনাবতী’ সর্বোত্তম কর্ম, বিজ্ঞান সম্মত  
‘পাৱকা’ পবিত্রস্বরূপ এবং পবিত্রকারী সত্যভাষণ-পূর্ণ

মঙ্গলকাকৰ বাণী লাভ কৰিতে পাৰি। সৰ্বোত্তম বুদ্ধিযুক্ত  
‘বসু’ নিধিস্বৰূপ বাণী এবং ‘যজ্ঞং বহু’ সৰ্বশাস্ত্ৰবোধক  
পূজনীয়তম আপনাৰ বিজ্ঞান আমাৰা কামনা কৰি। আমাদেৱ  
সৰ্বপ্ৰকাৰ মূৰ্খতা বিনষ্ট হউক, আমাদেৱ হৃদয় যেন মহা  
পাণ্ডিত্যে পূৰ্ণ হয় ॥ ৮ ॥

## স্তুতি বিষয়

শাস্ত্ৰি—মহাজ্ঞান বৈশামিধ । কব—ইন্দু । তন্দঃ—অতু িক্ । স্বৰ—৩৪০

পুৰাতমং পুৰণামাশানং বাৰ্ধাণাম্ ।

ইন্দ্রং সোমে সচা সূতে ॥৯॥ ঋ. ১।১।৫।২॥

ব্যাখ্যা—হে পৰাৎপৰ পৰমাত্মন! আপনি ‘পুৰাতমম্’  
অত্যন্ত উত্তম সৰ্বশক্ৰবিনাশক এবং জগত্ৰেৰ বহুবিধ পদাৰ্থেৰ  
‘ঈশানম্’ স্বামী তথা উৎপাদক ( স্ৰষ্টা )। আপনি ‘বাৰ্ধাণাম্’  
বৰ, বৰণীয় পৰমানন্দ মোক্ষ প্ৰভৃতি পদাৰ্থেৰ ও ঈশান।  
‘সোমে’ বিশ্ব সংসাৰেৰ উৎস আপনাৰ দ্বাৰা উৎপন্ন হওয়ায়  
‘ইন্দ্রম্’ আপনি পৰম ঐশ্বৰ্যবান্, আমাৰা আপনাকে ভক্তি  
সহকাৰে হৃদয়ে ধাৰণ কৰিয়া আপনাৰ গুণগান ও যথাবৎ  
স্তুতি কৰি ॥ ৯ ॥



## প্রার্থনা বিষয়

অর্থ—গে হাম বহুগণ । ১০২ সিন্ধু নদী । উদ্ভিদে মন সন্তোষে

তমোশানং জগতস্তত্ত্বমুপাতিং ধিবংজিন্মগবাসে

হুমহে বদম্ । পূনো নো যথা বেদসামসদ্বন্ধে

রক্ষিতা পাণুবদকঃ স্তব্ধে ॥১০॥ ক. ১৬১৫৫ ।

ব্যাখ্যা.—হে সবারক্ষামিন্ ! আপনিই চরাচর জগৎকে  
‘উশান’ অষ্টা, ‘ধিবং জিন্ম’ আপনি সববিজ্ঞানময় বিজ্ঞান  
বুদ্ধি প্রকাশক ও প্রণয়নস্বকপ, অর্থাৎ প্রসন্নদানকারী  
এবং ‘পূনো’ সবপোষক, আমরা ‘নো’ ‘অবসে’ স্বায় রক্ষার্থে  
‘হুমহে’ আপনাকে আশ্রয়ান করি ‘যথা’ আপনি যেমন  
আমাদের বিজ্ঞাদি ধন বুদ্ধি ও রক্ষার্থে ‘অদকঃ রক্ষিতা’ নিরলস  
ভাবে রূপের থাকেন, সেইরূপ আপনি কৃপা করিয়া ‘স্তব্ধে’  
আমাদের স্তব্ধতার জন্ত ‘পাণুঃ’ সদা সবদা রক্ষকরূপে বিজ্ঞমান  
থাকুন । আপনার দ্বারা প্রতিপালিত আমরা যেন সবদা উত্তম  
কর্মে উন্নতি লাভ করি, এবং আনন্দে থাকি । ১০ ॥

## স্তুতি বিষয়

১১ মনোভক্তিঃ কং দেবঃ — বিষ্ণুঃ । হৃদঃ — গাংদহী ।

অতো দেবা অবন্ত নো যতো বিমূর্বিচক্রমে ।

পৃথিব্যাঃ সপ্ত ধামভিঃ ॥ ১১ ॥ ঋ. ১।১।৭।১৬ ।

ব্যাখ্যা—হে ‘দেবঃ’ সিদ্ধান ব্যক্তিগণ ! ‘বিমূঃ’ সর্বব্যাপক পরমেশ্বর সকল দ্রাবের পাপ এবং পুণ্য ফল ভোগ করাহবার তথা পদার্থ সমূহকে স্রষ্টি করিবার জন্য পৃথিবী হইতে আরম্ভ করিয়া সপ্তবিধ লোক পর্যন্ত ‘ধামভিঃ’ অর্থাৎ অসমস্ত রূপে নির্মাণ করিয়াছেন, শুধু তাহাই নহে তিনি গায়ত্রী প্রভৃতি সাত হৃদ সঙ্গলিত মন্ত্রকে বিদ্যায়ুক্ত বেদ ও রচনা করিয়াছেন । সেই সমস্ত লোক লোকান্তরে ব্যাপক পশুর ‘যঃ’ যে সামর্থ্য বলে এই সমস্ত রচনা করিয়াছেন ‘অঃ’ ( সামর্থ্য ) সেই সামর্থ্য বলেই তিনি আমাদের রক্ষা করেন হে বিদ্বজ্জন ! তোমরাও সেই বিমূর্ব উপদেশ অনুসারে আমাদের রক্ষা করো । কিরূপে সে বিমূঃ ? যে বিমূঃ এই সমস্ত জগৎকে ‘বিচক্রমে’ বিবিধ প্রকারে স্রষ্টি করিয়াছেন, তোমরা তাহারই নিত্য উপাসনা কর ॥ ১১ ॥



## প্রার্থনা বিষয়

মামি কপে, ঘোর দেবত, অ'ং, ভক্ত বিদ্র'ত সন্যাসুহতী। গুর মধ'ম

পা<sup>হি</sup> নো<sup>১</sup> অগ্নে<sup>২</sup> রক্ষসঃ<sup>৩</sup> পা<sup>হি</sup> ধূ<sup>৪</sup>র্তের<sup>৫</sup>রাব্ংঃ<sup>৬</sup>।

পা<sup>হি</sup> রা<sup>১</sup>ষত<sup>২</sup> উ<sup>৩</sup>ত বা<sup>৪</sup> জিগাংসতো<sup>৫</sup> বৃহ<sup>৬</sup>ভানো<sup>৭</sup>।

যবিষ্ঠ্য ॥১২॥

সং ১৩ ১০১৫০

ব্যাখ্যা—হে সর্বশক্তদাহকাগ্নে পরমেশ্বর! রাক্ষস হিংসক  
দুষ্ট স্বভাবযুক্ত দেহধারীদের কবল হইতে ‘নঃ’ আমাদের রক্ষা  
করুন। ‘ধূর্তেররাব্ংঃ’ কৃপণ অর্থাৎ যাহারা ধূর্ত তাহাদের কবল  
হইতেও আমাদের রক্ষা করুন যে আমাদের পীড়ন করে  
অথবা পীড়নের ইচ্ছা করে, হে মহাত্ত্ব বলবন্তন। উহাদের  
সকলের কবল হইতে আমাদের রক্ষা করুন।

## স্ততি বিষয়

ঋষিঃ সৰ্বা ঋত্বিজসঃ দিবসঃ ইন্দ্রঃ । হৃদঃ—নিভৃৎ ত্রুট্বেণ্

ভ্ৰমশ্চ পাৱে ৰজসো বোমনঃ স্বভূত্যোজা অবসে

ধ্ববগ্ননঃ । চক্ৰবে ভূনিং প্ৰতিমানমোভসোহপঃ

স্বঃ পাৱিভূৱেয্যা দিবম্ ॥১৩॥ স্ব.০ ১১৪ ১৪ ১২॥

ব্যাখ্যা—১.৫ পরমেশ্বরম্, পরম ইন্দ্র ! আপনি অনন্ত আকাশ পাৱে কথ্য স্বায় ঐশ্বৰ্য্য ৰূপে শক্তিবলে বিৰাজমান থাকিয়া ছুটি জন-মন মৰণ,—বিবস্বার কৰিছে। সমগ্র ৬.৫৫ কথ্য বিশেষ কৰিয়া আমাদেৱ ‘অবসে’ সমাক্ষ ৰক্ষাৰ জন্ত ‘ভম্’ আপনি সদাষ্ট সৰ্বক আছেন, সেটাজন্ত আমরা নিভয়ে আনন্দে মাতিয়া থাকি অৰোহ, ‘দিব’ পরমাকাশ, ‘ভূমিম্’ ভূমি এবং ‘স্বঃ’ স্তব বিশেষ, মৰণ লোক এ সমস্তই আপনি আপন সামৰ্থ্যবলে রচনা কৰিয়া যথাবৎ ধারণ কৰিয়া আছেন। “পাৱিভূঃ ঐষি” সৰ্বত্র বিহমান থাকিয়া সকলকে নিজের মণ্ডো রাখিয়াছেন। ‘আদিবম্’ ছোৱনাত্মক সূৰ্য্যাদি লোক, ‘আপঃ’ অগ্নিৰিক্ত লোক এবং জল, এই সমস্ত পদাৰ্থেৰ আপনিই প্ৰতিমান (পৰিমাণ) কৰ্তা। আপনি অপৰিমেয়। কৃপা কৰিয়া আমাদিগকে স্বায় জ্ঞান তথা সৃষ্টিৰ বিজ্ঞান অৰ্থাৎ বিশেষ জ্ঞান প্ৰদান কৰুন। ॥১৩॥

## প্রার্থনা বিষয়

কৃষ্ণি নমো জ্যৈষ্ঠদেবঃ দেবতা-উল্লিখ্যে দেবতা-নিবৃত্তি-অপাতা ।

বি জানোহ্যার্হ্যন্তো চ দত্তবো বহিঃশ্রুতে বন্ধবা

শাসদব্রতান্। শাকী ভব যজ্ঞমানন্ত চোদতা

বিশ্বেভ্যো তে সমুদৈব চাকন ॥১৪॥ স্বঃ ১৪১০৮।

ব্যাখ্যা—হে যথাযথ সবলিদ্ ঈশ্বর! আপনি ‘আযান্’  
বিগা ধন প্রভৃতি উৎকৃষ্ট স্বভাব-আচরণযুক্ত আর্ষদের  
জানেন, ‘যে চ দস্যবঃ’ যাহারা নাস্তিক দস্যু, অপহরণকারী  
বিশ্বাসঘাতক, মূখ, বিষয় লম্পট, হিসা প্রভৃতি দোষযুক্ত  
উত্তম কর্মে বিনয় উৎপন্নকারী, স্বার্থপর, স্বার্থসাপনে তৎপর,  
বিদবিহীনা বিরোধী অন্যায় (অনাচার) প্রকৃতিরলোক  
‘বহিঃশ্রুতে’ তাহাদের ‘বন্ধবা’ (সমূলান্, বিনাশক) সমূলে  
বিনাশ করুন, তাহারা সব উপকারী যজ্ঞবিনাশক দুষ্টি  
প্রকৃতির লোক (‘শাসদব্রতান্’) তাহারা ব্রহ্মচর্য, গৃহস্থ,  
বানপ্রস্থ ও সন্ন্যাস প্রভৃতি ব্রহ্মাণ্ডস্থান ব্রত রহিত, বেদমার্গ  
উচ্ছেদকারী, অনাচারী তাহাদের শাসন করুন। তাহাদের  
প্রতি অবিলম্বে দণ্ড নিপত্তিত হোক যাহাতে তাহারাও  
উচিত শিক্ষা লাভ করিয়া শিষ্ট হয়, অথবা তাহাদের  
প্রাণান্ত ঘটে। অন্যথা তাহারা আমাদের বশে থাকুক।



‘শাকা’ আপনি জীবের পরমশক্তিপ্রদাতা, উত্তম কমেব প্রেরক, দুই কৰ্ম বিরোধক, আমিও যেন ‘সধমাদেবু’ উৎকৃষ্ট স্থানে নিবাস করিয়া “বিশ্বেভা” আপনার আত্মানুকূল সমোত্তম কৰ্ম ‘চাকন’ কামনা করি। আমাদের এই কামনা পূর্ণ করুন ॥১৪॥

### স্তুতি বিষয়

গা. য. -১. ১৪. ১৫. ১৬. ১৭. ১৮. ১৯. ২০. ২১. ২২. ২৩. ২৪. ২৫. ২৬. ২৭. ২৮. ২৯. ৩০.

অ বশু ত্বাবাপৃথিবী অনুবাচো ন সিক্বে রজসো

অনুমানশুঃ। নোত স্বষ্টিং মদে তশু যুধ্যত একো

অন্যচ্চক্বে বিশ্বমানুষক ॥১৫॥ স্ব. ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০

ব্যাখ্যা—হে পরম ঐশ্বর্যবৃত্তেশ্বর। আপনি ইন্দ্র। হে মানব, যে পরমাত্মার অন্ত নাহি, তাহার ব্যাপ্তির পরিচ্ছেদ ‘উবদা’ পরিমাণ কি কেহ করিতে পারে? ‘দেব’ অর্থাৎ বৃহাদিলোক, সর্বর উপরে আকাশ এবং পৃথিবী মধ্যস্থ নিরপ্ত লোক এবং যে ঈশ্বরের কেহ আদি ও অন্ত পায় না, কেননা ‘অনুবাচঃ’ তিনি সকলের মধ্যে অনুষ্যত (পরিপূর্ণ) হইয়া রহিয়াছেন। ‘ন সিক্বে’ অন্তরিক্ষে যে দিব্যজন এবং সমস্ত লোক লোকান্তর বিচ্যমান তাহারাও ঈশ্বরের অন্ত পায় না, ‘নোত

স্বষ্টিং মদে' বৃষ্টি প্রহার দ্বারা যুদ্ধরত বৃত্ত 'মেঘ' এবং ঘন-গর্জন ও আপনার অন্ত পায় না।

হে পরমাত্মন! আপনার অন্ত কে বা পাইয়াছে? কেন না, 'একঃ' এক (আত্মসহায় ব্যক্তি) অন্ত কেহ যাহার সাহায্যকারী নাই) মাত্ৰ স্বসামর্থ্য দ্বারা ই 'বিশ্বম্' সমস্ত জগতে "আনুষক" আনুষক অর্থৎ ব্যাপ্ত হইয়া 'চকুবৈ' (কুবান্) নিজেই সৃষ্টি করিয়াছেন। এমন নাহয় জগৎ নিক্রমে আপনার অন্ত পাইতে পারে? আর (অতঃ, আপনি কখনও জগৎ রূপ হন না। জগৎও আপন। আপনি সৃষ্টি হয় নাই, কিন্তু আপনি যথা সময় আপন অনন্ত সামর্থ্যবলে সৃষ্টি স্থিতি এবং প্রলয় করিয়া থাকেন। এই কারণ আমরা আপনার সংহায়া সদাষ্ট কামনা করি।

### প্রার্থনা বিষয়

১৬৩ — অংক ১৬৩ — অংক ১৬৩ — অংক ১৬৩

উৎকর্ষা নঃ পাত্ৰং হসো নি কেতুনা বিশ্বং সগতিং  
দহ। ক্রোধা ন উৎকর্ষা ক্রোধা জীবসে বিদা দেবেষু

নো দুঃখঃ ॥১৬॥

খং ১৬, ১০ ১৪॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বোপরি বিরাজমান পরব্রহ্ম। আপনি (উৎকর্ষঃ) সৰ্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট, কৃপা করিয়া আমাকে উৎকৃষ্ট

শুণবান্ করুন, এবং উর্ধ্বদেশে আমাকে আপদমুক্ত করিয়া রক্ষা করুন।

হে সর্বপাপ প্রণাশকেশ্বর! আমাদের সকলকে 'কেতুনা' বিজ্ঞান অর্থাৎ বিবিধ প্রকার বিদ্যাদান দিয়া 'অঃসঃ' অবিত্য প্রভৃতি মহাপাপ হইতে 'নিপাহি' (নিঃরাং পাহি) সদাসর্বদা পৃথক্ রাখুন এবং 'বিশ্বম্' এই বিশ্বসংসারের ও নিত্যপালন করুন।

হে সত্যমিত্র ঋত্বিকারিন্! যদি কোন প্রাণী 'অত্রিণম্' আমাদের সহিত শত্রুতা করে, তাহা হইতে তাহাকে এবং কাম ক্রোধাদি শত্রুদলকে দমন করিয়া আপনি 'সন্দহ' তাহাদের দমন করুন। 'কৃধ' ন উর্ধ্বান্' হে কৃপা নিধে! আমাদের সকলকে দিয়া, ধোঁয়া, বস, পদাঙ্কন, চাতুর্ধ্য, বিবিধ প্রকার ধন, ঐশ্বর্য, বিনয়, সাত্ত্বাচ্চ, সম্ভ্রতি, সম্প্রতি, স্বদেশসুখ সম্পাদন প্রভৃতি তুংগ বিভূষিত করিয়া সমস্ত মরদেহধারীদের মধ্যে উত্তম করুন 'চরথায় জীবসে' সর্বাপেক্ষা অধিক আনন্দ, ভোগ, সমস্ত দেশে অবাহিত গমন ( ইচ্ছানুসারে গমনাগমন ) আরোগ্যময় দেহ, শুদ্ধ মনোবল, এবং বিজ্ঞান ইত্যাদি লাভ করিবার জন্য শ্রেষ্ঠতা, ও আপন আশ্রয় প্রদান করুন। 'বিদ্যা' বিদ্যা প্রভৃতি উত্তমোত্তম ধন দিয়া 'দেবেষু' বিদ্বদ্ সমাজে আমাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন, অর্থাৎ বিদ্বজ্জন মাঝে সদা উত্তম প্রতিষ্ঠাবান্ ব্যক্তি করিয়া রাখুন। ॥ ১৬ ॥



## স্তুতি বিষয়

স্বৰূপঃ—গোত্ৰমো বাহুবলঃ দেবতা—বিশ্বেদেবতাঃ চন্দ্রঃ—বিষ্ণুঃ পূৰ্বঃ—দৈবতাঃ ॥

অদিতি<sup>১</sup>দৌ<sup>২</sup>রদিতি<sup>৩</sup>রন্ত<sup>৪</sup>রিক্ক্ষ<sup>৫</sup>মদিতি<sup>৬</sup>র্মা<sup>৭</sup>তা<sup>৮</sup> স পিতা<sup>৯</sup>

স পুত্রঃ<sup>১০</sup> । বিশ্বে<sup>১১</sup> দেবা<sup>১২</sup> অদিতিঃ<sup>১৩</sup> পঞ্চজনা<sup>১৪</sup>

অদিতি<sup>১৫</sup>র্জাত<sup>১৬</sup>মদিতি<sup>১৭</sup>র্জনিভম্ ॥১৭॥

ঋক ১৩৬১৬১০ ॥

ব্যাখ্যা—হে ত্ৰিকাল্যাবাধেশ্বর ! ‘অদিতিঃ চৌঃ’ আপনি সনৈব বিনাশ রহিত এবং স্বপ্রকাশ স্বরূপ ‘অদিতির-  
ক্কুরিক্কম্’ আপনি অবিকৃত ( বাহার বিকার নাই ) এবং সকলের  
অধিষ্ঠাতা । ‘অদিতির্মাতা’ আপনি মোক্ষপ্রাপ্ত জীবকে  
অবিনশ্বর সুখ দান, এবং অতিশয় সম্মান দিয়া থাকেন ।  
‘স পিতা’ তিনি আমাদের অবিনশ্বর পিতা ( জনক ) ও  
পালন কর্তা, ‘স পুত্র’ তিনি ধর্মাত্মা বিদ্বজ্জনের নরকাদি  
দুঃখত্রাতা এবং পবিত্রতা সম্পাদনকর্তা, ‘বিশ্বে দেবা  
অদিতিঃ’ আপনি সবপ্রকার দিব্যগুণযুক্ত ( বিশ্বের ধারণ,  
রচন, মারণ, পালন প্রভৃতি কর্মের কর্তা ) অবিনাশী  
পরমাত্মা । ‘পঞ্চজনা অদিতিঃ’ আপনি জগতের জীবন  
হেতু, পঞ্চ প্রাণের রচয়িতা, এবং নিজেও পঞ্চপ্রাণ নামে

প্রসিদ্ধ। ‘জাতমদিত্তিঃ’ আপনি সেই এক চেতন ব্রহ্ম সদা প্রাহুভূত, শেষ অন্ত সবই কখনও প্রাহুভূত কখনও বা অপ্রাহুভূত হইয়া থাকে ‘অদিহির্জনিহন্’ আপনিই অবিনাশী ঈশ্বর, আপনিই সমস্ত জগতের ‘জনিহন্’ জন্মের হেতু অত্বে কেহ নহে ॥ ১৭ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

মুখ্যঃ—গোবিন্দো রাহগণ , দেবতা—বন্দ্যেদেবী হৃদয়—‘পাণ্ডুলকাশ্ব’।

নিচ.দু গায়ত্রী। স্বরঃ—বড্.জঃ ॥

প্ৰাজুনাতি নো বরুণো মিত্রো নযতু বিদ্বান্

অৰ্য্যমা দৈবৈঃ সজোবাঃ ॥১৮॥

ঋ. ১।৬।১৭।১ ॥

ব্যাখ্যা—হে মহারাজাধিরাজ পরমেশ্বর! অনুগ্রহ করিয়া আপনি আমাদের ‘বজ্র’ সরল ( শুদ্ধ ) কোমলতা প্রভৃতি গুণ বিশিষ্ট, চক্রবর্তী রাজ্যবর্গের ন্যায় নীতি ‘নযতু’ প্রদান করুন। আপনি আমাদের সকলকে শত্রুতা রহিত করিয়া সকলের মিত্র এবং মিত্রতাগুণযুক্ত ন্যায়াদীশ করুন। আপনি সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্বান্, আমাদের সকলকেও সত্যবিজ্ঞানময় পুনীতি প্রদান করিয়া সত্য সাম্রাজ্যাধিকারী করুন। আপনি ‘অৰ্য্যমা’ ( যমরাজ ) প্রিয় ও অপ্রিয় ভাবযুক্ত হইয়া ন্যায়ে অধিষ্ঠিত। আপনি সংসারস্থিত সমস্ত জীবের পাপ-পুণ্যের

যথাযথ ব্যবস্থাকারী। আমাদেরও সেইরূপ করিয়া গড়িয়া তুলুন; যাহাতে আমরা 'দেবৈঃ সজোষা' আপনার কৃপায় বিজ্ঞা ও উত্তম গুণ, উত্তম প্রীতিসম্পন্ন হইয়া আপনাতে রত থাকি এবং আপনার মেধায় নিযুক্ত থাকি।

হে কৃপাসিন্ধু! ভগবন! আমাদের সাহায্য করুন আমরা যেন সুনীতি সম্পন্ন হই, এবং আমাদের স্ববাজের অভাব বৃদ্ধি হয় ॥ ১৮ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

১৮০ সোমসি সৎস্কৃতিস্থঃ রাজে ৩ বৃহদ্রা ১৯

পরঃ—বড়ুঃ।

১৮০ সোমসি সৎস্কৃতিস্থঃ রাজে ৩ বৃহদ্রা ১৯

১৮০ ভদ্রো অসি ক্রতুঃ ১৯। কং ১৮১৯

ব্যাখ্যা—হে সোমরাজ, সৎস্কৃতে পরমেশ্বর আপনি 'সোম', শান্তাশ্রা এবং সজ্জন-প্রতিপালক আপনি সকলের রাজা 'উত্ত' এবং 'বৃহদ্রা' মেঘ-সৃষ্টিকারী ও মেঘহীন ভিন্নকারী, আপনি ভদ্র-স্বরূপ মঙ্গলকারী, এবং 'ক্রতুঃ' সমস্ত জগতের অধিপতি,—কর্তা ॥ ১৯ ॥



## প্রার্থনা বিষয়

ৱিঃ—গোহমোহাৎগা, দেবতাঃ—স্বামী, ম—পদম্ নৃপায়তৌ । স্বরঃ—ধর্ম্মঃ

ভ্রং নঃ সোম বিশ্বতো রক্ষা রাজন্নঘাতঃ ।

ন রিঘো ভাবতঃ সখা ২০। স্বাঃ ১৬, ২০। ৮॥

ব্যাখ্যা—হে সোমরাজনন্দন ! আপনি ‘অঘাতঃ’  
আমাদের মধ্যে যে সকল প্রাণী পাপ কর্ম করিতে ইচ্ছুক  
‘বিশ্বতঃ’ সেই সমস্ত প্রাণীর কবল হইতে আমাদের রক্ষা  
করুন, আপনি যাহাদের মিত্র ‘ন রিঘো’ তাহারা কখনও  
বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, কিন্তু আপনার সাহায্য পাইলে  
তাহাদের শিল মাত্রও দুঃখ থাকে না, ভয়ই বা কিসের ?  
আপনি যাহাদের বন্ধু এবং যাহারা আপনার বন্ধু, তাহাদের  
আবার দুঃখ কোথায় ? ॥ ২০ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

কবিঃ—মেধাতিথি কথঃ দেবঃ—বিঃ—ভন্দঃ—গুণদ্রোঃ সতঃ—ষট্ভঃ ।

তদ্বিষোঃ পরমং পদং সদা পশ্যন্তি সুরযঃ ।

দিবীষ চক্ষুরাততম্ ॥২১॥

কঃ ১।২।৭।২০।

ব্যাখ্যা—হে যুমুক্ষু জীবগণ ! বিকুর যাহা পরম উৎকৃষ্ট, সবজ্ঞান জ্ঞাতব্য পদ, যাহাকে লাভ করিয়া পূর্ণানন্দে থাকা যায়, এবং পুনরায় যেখান হইতে অনতিকালের মধ্যে দুঃখে নিপতিত হওয়া যায় না, পরমেশ্বরের সেই পদকে ‘সুরযঃ’ ধর্মাত্মা, জ্ঞেতুর্জিয়, সবহিতকারী বিপশ্চিদগণ যথাযথভাবে বিবেচনা করিয়া দর্শন করেন। অনন্ত আকাশে ‘চক্ষু’ নেত্রের ব্যাপ্তি, অথবা সূর্যের প্রকাশ যেকপ সবত্র পরিব্যাপ্ত, সেইরূপ ‘দিবীষ চক্ষুরাততম্’ পরব্রহ্ম সবত্র একরস হইয়া পরিপূর্ণ। সেই পরমপদ-স্বরূপ পরমাত্মাই পরমপদ ইহাকে লাভ করিতে পারিলে জীব সবপ্রকার দুঃখের হাত হইতে নিষ্কৃতি লাভ করে, অসুখা জীব কখনও পরম সুখ লাভ করিতে পারে না। সেই পরমেশ্বরকে লাভ করিবার জন্য সবপ্রকার প্রযত্ন করা উচিত ॥ ২১ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

মাসিঃ - কং ঘোবঃ দেবতা - মরুতঃ ক্রুৎ - বিবাতঃ মনঃ পংকঃ স্বরঃ - পঞ্চমঃ ।

স্থিরা বঃ সঙ্ঘায়ুধা পরাণুদে বীলু উত

প্রতিক্ৰভে । যুদ্ধাকমন্তু তবিষী পনীয়সী মা

মর্ত্যস্য মাধিনঃ ॥২২॥

খাঃ ১।৩ ১৮।২।

ব্যাখ্যা—( পরমেশ্বরো হি সবজাবেভ্য আশীর্দদাতি )  
 ঈশ্বর সবজীবকে আশীর্বাদ দান করিতেছেন। হে জীব !  
 ‘বঃ’ ( যুদ্ধাকম ) তোমাদের ‘আয়ুধ’ অর্থাৎ শস্ত্রাদি ( কামান )  
 ভূশুণী ( বন্দুক ) ধনুক, বাণ, করবাল ( তরবারি ) শক্তি  
 ( বধা ) প্রভৃতি শস্ত্র স্থির হ্রব এবং ‘বীলু’ দৃঢ় হোক।  
 কোন্ প্রয়োজনে ? ‘পরমাণুদে’ তোমাদের শত্রুকে পরাজিত  
 করিবার জন্য। ছুটে শত্রুরা যেন তোমাদের কখনও দুঃখ  
 দিতে না পারে। ‘উত প্রতিক্ৰভে’ শত্রুদের বেগ প্রতিহত  
 করিবার জন্য “যুদ্ধাকমন্তু, তবিষী পনীয়সী” তোমাদের  
 বলবান্ ও পরাক্রমশালী উত্তম সেনানী সমস্ত বিশ্বে প্রশংসিত  
 হোক তোমাদের সহিত সংগ্রাম ক্ষেত্রে সমরে প্রবৃত্ত হওয়ার  
 কোন সংকল্পও যেন তাহারা না করিতে পারে। পরন্তু  
 “মা মর্ত্যস্য মাধিনঃ” যে অন্তায়কারী ব্যক্তি, আমি তাহাদের



আশীৰ্বাদ প্রদান করি না। দুই, পাপী, ও ঈশ্বর ভক্তিশীন  
মানুষের বল এবং রাজ্য ঐশ্বর্যাদি যেন কখনও বৃদ্ধি না পায়,  
সকল সময় যেন তাহাদের পরাজয় হয়।

৩ বন্ধুগণ! এস, আমরা সকলে মিলিয়া সবপ্রকার দুঃখকে  
সংহার করি এবং বিদ্বাদের জ্ঞান ঈশ্বরের স্তুতি করি। ঈশ্বর  
আমাদের আশীৰ্বাদ প্রদান করুন, আমাদের শত্রুরা যেন কখনও  
মাথা তুলিতে না পারে। ॥ ২২ ॥

## প্রার্থনা বিবর

১. ১ম অধ্যায় ১০০-১০১ ২য় অধ্যায় ১০২-১০৩ ৩য় অধ্যায় ১০৪-১০৫ ৪র্থ অধ্যায় ১০৬-১০৭

বিশ্বেঃ কৰ্মাণি পশ্যত বভৌ ব্রতানি পম্পশে

ইন্দ্রশ্য যুক্ত্যঃ সখা ॥২৩॥

কং ১২।৭।১৯

ব্যাখ্যা—হে জীব। ‘বিশ্বেঃ’ সর্ব ব্যাপক ঈশ্বরের সৃষ্ট  
জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও প্রলয় প্রভৃতি কর্ম দর্শন কর।

(প্রশ্ন) আমরা কি ভাবে জানিব যে, এ সমস্ত ব্যাপক  
ঈশ্বরের কর্ম? (উত্তর) “বভৌ ব্রতানি পম্পশে” কেননা  
আমরা ব্রহ্মচর্য আদি তথা সত্য ভাষণ আদি ব্রত এবং  
ঈশ্বরের নিয়ম সমূহের অনুষ্ঠান করিবার যোগ্য জীব  
সুন্দর শরীর ধারণে সক্ষম হইয়াছি। যেহেতু “ইন্দ্রশ্য,



শংসিঃ—সংসিঃ । দেবানাং—বিশেষ দেবঃ । ভগ্নঃ—ভট্টপ । শ্বব—বৈবতঃ ।

### প্রার্থনা বিষয়

শং নো ভগ্নঃ শমু নঃ শংসো অন্ত্র

শং নঃ পুরক্ষিঃ শমু সন্ত রাযঃ । শং নঃ

সত্যশ্চ সুযমশ্চ শংসঃ শং নো অর্ঘ্যমা

পুরুজাতো অন্ত্র ॥২৫॥

স্বাঃ ৫।৩২৮২॥

ব্যাখ্যা—হে ঈশ্বর! “ভগ্নঃ” আপনি এবং আপনার প্রদত্ত ঐশ্বর্য্য “শং নঃ” আমাদের সুখকারক হোক্ । “শং নঃ শংসো অন্ত্র” আপনার কৃপায় আমাদের সুখকারক প্রশংসা সবদা বর্ত্তমান থাকুক । “পুরক্ষিঃ, শমু, সন্ত, রাযঃ” বিশ্ব বিধস্তা আপনি এবং বায়ু, প্রাণ ও সমস্ত ধন আনন্দ দায়ক হোক্ । “শমুঃ, সত্যশ্চ”, [ সুযমশ্চ শংসঃ ] সত্য, ষথার্থ-ধর্ম, সুসংঘম এবং জিতেন্দ্রিয়তাদি লক্ষণযুক্ত প্রশংসা ( পুণ্যশ্রুতি ) যাহা অখিল বিশ্বে পরিব্যাপ্ত,—প্রচারিত, উহা আমাদের জন্ত পরমানন্দময় ও শান্তিদায়ক হোক্ । “শং নো অর্ঘ্যমা” আপনি ক্রায়কারী “পুরুজাতঃ” অনন্ত সামর্থ্যময় আমাদের কল্যাণ করুন । ২৫ ।



## স্তুতি বিষয়

কৃষ্ণিঃ—বৎসঃ কণ্ঠঃ । দেবতা—ঈশ্বরি । হৃদ—বর্তমান গায়ত্রী । স্বরঃ—বড়ুজঃ ।

ভ্রমসি প্রশস্তো বিদথেনু সহন্ত্য । অগ্নে

রথীরধ্বরাণাম্ ॥২৬॥

স্বাঃ ৫।৮।৩৫।২॥

ব্যাখ্যা—হে “অগ্নে।” সর্বজ্ঞ ! আপনিই সর্বত্র “প্রশস্তঃ” স্তুতি করিবার যোগ্য, অন্য কেহ নহে । “বিদথেষু” যজ্ঞ এবং সমরে আপনিই স্তোতব্য । যে আপনার স্তুতি না করিয়া অন্য জড়াদি পদার্থের স্তুতি করে তাহার যজ্ঞে ও যুদ্ধে কখনও বিজয় হয় না । “সহন্ত্য” আপনিই শত্রু সংহারক । “রথীঃ” অধ্বর অর্থাৎ যজ্ঞে ও যুদ্ধে আপনিই রথী । আপনি আমাদের শত্রু সেনাদের বিজেতা । এই জন্ত আমাদের কখনও পরাজয় হইতে পারে না ॥ ২৬ ॥



## স্তুতি বিষয়

কামঃ—বৎস কামঃ । স্তবকঃ—২৮ । বৃন্দ—অমলী । স্তবঃ—২৮ ।

আনিহি পূৰ্বজা আশুক ঈশান ওভসা । ইন্দ্র

চোদ্ধাসে বসু ॥২৮।

২০ ৫৮ ১৭৪১॥

ব্যাখ্যা—হে ঈশ্বৰ । আপন “কামিঃ” সবস্ত “পূৰ্বজাঃ” সকলের পূৰ্বপুৰুষদের এক অধিনায় “ঈশানঃ” ঈশান কৰ্ত্তা অৰ্থাৎ ঈশৱানাকামা, ঈশ্বৰ ৷৷ সব বৃহৎ প্রলয়োত্তৰকালে আপনিই ‘ওভসা’ অনন্ত পূৰ্বকলশাল হইয়া বিচক্ষান থাকেন । হে ইন্দ্র ! মহাৰাঅবিদ্যাক “চোদ্ধাসে বসু” সবপ্রাকার ধনদানকাৰ আপনি নিরন্তৰ দ্বায় ভকতস্বৰূপৰি কৰণাবান প্রবাহিত কৰিৱাটেন । আপনি অনন্ত কৰণাত্ম পৰায়ণ ॥ ২৮ ॥



## প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—ঐতিহ্যাপ্যং দেবনাং—আদিভা ছন্দঃ—নিচ জগন্তী। স্বরঃ—নিষাদঃ।

নেহ ভদ্রং রক্ষস্বিনে নাবযৈ নোপযা উত।

গবে চ ভদ্রং ধেনবে বীরায চ শ্রবস্ততে২

নেহসো ব উতযঃ সুউতযো ব উতযঃ ॥২৯॥

ঋঃ ৬।৪।৯।১২॥

ব্যাখ্যা—হে ভগবন্! “রক্ষস্বিনে ভদ্রং নেহ” এই সংসারে পাপী হিংসক এবং দুষ্টদের সুখ দিবেন না। “নাবযৈ” ধর্মের প্রতিকূল আচরণকারীদের কখনও সুখ দিবেন না। “নোপযা উত” অধর্মাচারীদের নিকট যাহারা থাকে এবং যাহারা তাহাদের সাহায্য করে তাহারাও যেন কখনও সুখী না হয়। দুষ্টদের যেন কখনও সুখ না হয়, এই আমাদের প্রার্থনা। একপ না হইলে কাহারও মধ্যে ধর্মের প্রতি আস্থা বা আস্থা থাকিবেনা। এই সংসারে ধর্মাত্মাদেরই সুখ দিবেন। আমাদের শমদমাদিযুক্ত ইন্দ্রিয় সমূহ, দুষ্কবতী গাভী, বীরপুত্র, শূরবীর ভৃত্য “শ্রবস্ততে” বিদ্যা বিজ্ঞান এবং অগ্নিাদি, আমাদের দেশের ঐশ্বর্যশালী রাজা এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিদের জন্য “অনেহসঃ” নিষ্পাপ নিরুপদ্রব স্থির সুখ হোক। “ব উতযো

ব উভয়ঃ” ( বঃ যুগ্মাকং বহুবচনমাদরার্থে ) হে সৰ্বরক্ষক ইশ্বৰ ।  
আপনি সকলের রক্ষাকৰ্তা অর্থাৎ পূর্বোক্ত সমস্ত ধৰ্মাঙ্গাগণের  
রক্ষক আপনি যাহাদের রক্ষক তাহারা যেন সদা সবদা পরম  
সুখে থাকে, ধৰ্মাঙ্গা ব্যতীত অন্তর যেন সুখ না হয় ॥ ২৯ ॥

## ভূতি বিষয়

ভূতি — বসুপতি ভগবান ১০৪০ঃ—২০ ৥ ভূতিঃ—১৫ নং পদে ২০ —২০২

বসু<sup>১</sup>বসুপতি<sup>২</sup>হি কমস্তু<sup>৩</sup>গ্নে বিভাবসুঃ<sup>৪</sup> স্তাগ<sup>৫</sup> তে

সুম<sup>৬</sup>তাবপি ॥৩০॥

২০ ৬ ৫.৪০ ২৯॥

ব্যাখ্যা—হে পরমাত্মন! আপনি “বসু” অর্থাৎ সকলকে  
নিজের মধ্যে নিবাস করান এবং সকলের মধ্যে নিজে নিবাস  
করেন । “বসুপতিঃ” পৃথিবীতে নিবাস করেন বলিয়া আপনি  
ভূতপতি “কমসি” হে অগ্নে, বিজ্ঞানানন্দ স্বপ্রকাশ স্বরূপ ।  
আপনি সর্ব সুখকারী এবং সুখস্বরূপ, “বিভাবসুঃ” সত্যপ্রকাশক  
একমাত্র ধনময় । হে ভগবন্ । ‘তে’ আমরা যেন আপনার  
সেই “সুমতো” অত্যন্ত উৎকৃষ্ট জ্ঞান এবং পরম্পর প্রীতির  
উপর প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারি ॥ ৩০ ॥



১০—এবারে মহাপ্রাকৃত পুত্র হইয়া আসিয়াছে। অতীত নরেন্দ্র ভদ্রমহাশয়  
 বংশের পুত্র, অতীত অতীত নরেন্দ্র ভদ্রমহাশয় বংশের (দেবী - ৩৩)

ন যশ্চ দে॒বা দে॒বতা॒ ন ম॒র্তা অ॒পিস্ত॑ন শবসো॒  
অন্ত॑মা॒পুঃ । স॒ প্রৱি॒ক্কা ভৃক্ষসা কো দিবস্তম॒রুহা॑নো  
ভব॒ত্বিন্দ্র উ॒তী ॥ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—হে অনন্তবলশালী ! “ন যন্তু” যে পরমেশ্বরের  
এবং তাঁহার শক্তিসামর্থ্যের “দেবাঃ” ইন্দ্রিয় “দেবতাঃ” বিদ্বান্  
সুখ বুদ্ধি “নরতাঃ” ও সাধারণ মানুষ, “আপশচন” জল, প্রাণ,  
বায়ু, সমুদ্র প্রভৃতি অস্ত্র পায় না, কিন্তু “প্ররিক” সেই  
পরমেশ্বর প্রকৃষ্টরূপে এ সকলের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া ব্যাপক  
ভাবে বিদ্যমান থাকিয়াও পরিপূর্ণভাবে বিরাজমান ; সেই  
“মরুদ্বান্” অত্যন্ত বলবান ইন্দ্র—ঈশ্বর “ইক্ষসা” শত্রুদলনকারী  
শক্তি দ্বারা “ক্ষ্যঃ” পৃথিবী “দিবশচ” এবং স্বর্গকে ধারণ করিয়া  
আছেন। সেই ইন্দ্র পরমেশ্বর ‘উত্তী’ আমাদের রক্ষার জন্য  
“ভবতু” তৎপর হউন ॥ ৩২ ॥





অনিক্রম করিতে ইহেনে যেমন নৌকা প্রয়োজন, সেইরূপ  
‘হৃৎকান্দাগ্নিঃ’ আমাদের সবপ্রকার পাপজনিত দুঃখ এবং পীড়া  
ইহেনে পৃথক করিয়া ইহনেকে একে মূর্তিতে অবিলম্বে সুখ  
প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥

### স্তুতি বিষয়

১। হৃৎকান্দাগ্নিঃ পাপজনিত দুঃখ এবং পীড়া ইহনেকে একে মূর্তিতে অবিলম্বে সুখ প্রদান করুন ॥ ৩৩ ॥

দেবতাঃ—ইন্দ্রঃ । চন্দ্রঃ—নিচ, ৭ ত্রিষ্ট, প্। স্বরঃ—ধৈবতঃ ।

স বহুব্রহ্মসাহা ভীম উগ্রঃ সহস্রচেতাঃ

শতমোখাশাভ্রা । চক্ষোমো ন শবসা পাকজন্তো

মহত্বান্নো ভবদ্বিত্ব উতা ॥ ৩৪ ॥ স্বং ১। ৭। ১০। ১২ ॥

ব্যাখ্যা— ১। ৩ ব্রহ্মসাহা বিনাশক পরমায়ান্। আপনি  
‘বহুব্রহ্ম’ বহুব্রহ্ম হিংস্রকারক ব্রহ্ম ব্রহ্মসাহা বিনাশক। আপনি,  
চক্ষুঃ । চক্ষুঃ হিংস্রকারক । শবসা দ্বারা জায়কে ধারণ করিয়া  
যতন। (‘প্রাণো ব’ ব্রহ্ম শব্দ পথ ব্রাহ্মণ) অতএব  
‘দগ্ধাহা’ দুই পাপীজনের হননকারী—বিনাশকারী। আপনি  
‘শাম’ আপনার জায়-জাজ্জ’ উন্নয়নকারীর হৃদয়ে বিভীষিকার  
মূর্তি করিয়া থাকেন। “সহস্র চেতাঃ” আপনি সহস্র সহস্র  
বিজ্ঞান প্রভৃতি গুণের ধারণ কতা। “শতমোখঃ” আপনি

শত সহস্র অর্থাৎ অসংখ্য প্রকার পদার্থ লাভ করাইয়া থাকেন।  
 আপনি “বভ্রা” অনন্ত বিজ্ঞান প্রভৃতির প্রকাশক কেবল  
 তাহাই নহে আপনি সর্বপ্রকাশক, ও মহাবলশালী  
 “ন চম্রীষঃ” আপনি কাহারও সেনার বর্শা হুত্ব হন না “শবসা”  
 “পাক্‌ভূতঃ” আপনি যবলে পাকভূত—পক প্রাণের জনক,  
 “মরুত্বান্” আপনি সর্বপ্রকার, বায়ুর অধার, ও পরিচালক।  
 তাই, ‘ইন্দ্র’ হৈ ইন্দ্র, আপনি আমাদের রক্ষা করুন, আমাদের  
 কোনও ক্রম যেন ক্ষতিগ্রস্ত না হয় ৩৫ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

সেংগং নঃ কামমা পূর্ণ গোভিরশৈঃ শতক্রতো

সেংগং নঃ কামমা পূর্ণ গোভিরশৈঃ শতক্রতো

সুবাম হা স্বাধ্যঃ ॥ ৩৫ ॥

খ ১১ ৩১৯

হে শতক্রতো, অনন্তব্রহ্মেশ্বর! আপনি অসংখ্য বিজ্ঞান  
 প্রভৃতি যজ্ঞের দ্বারা,—শুভ কর্মের দ্বারা লাভ্য; আপনি অনন্ত  
 ক্রিয়াময় আপনি “গোভিরশৈঃ” গাভী, উত্তম ইন্দ্রিয়, শ্রেষ্ঠ  
 পশু, সর্বোত্তম অশ্ববিহা (বিজ্ঞান প্রভৃতি) তথা অশ্ব অর্থাৎ  
 শ্রেষ্ঠ ঘোড়া, পশু এবং চক্রবর্তী রাজ্যেশ্বর দ্বারা “সেংগং  
 কামমা পূর্ণ” আমাদের কামনা পূর্ণ করুন, “সুবাম হা স্বাধ্যঃ”

আমরাও শুভ বুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া উত্তম, রীতিতে আপনার  
স্বীকৃতি করিব। আমাদের ইহা দৃঢ় বিশ্বাস যে আপনি, ব্যতীত  
আর কেহ অন্যের কাননা পূর্ণ করিতে পারে না। যে ব্যক্তি  
আপনি ব্যতীত অন্যের ধান অরাধনা বা অন্য কাহারও নিকট  
প্রার্থনা করে, কাহার সমস্ত কর্ম দিনষ্ট হয়।

### স্তুতি বিষয়

সোম গীতিদ্বৈ বৎ বধ্বামো বচোবিদঃ।

সোম গীতিদ্বৈ বৎ বধ্বামো বচোবিদঃ।

সুমুডাকো ন আ বিশ ॥ ৩৬ ॥ স্বা ১ ৬ ২১ ১১॥

ব্যাখ্যা—“সোম” সর্বজগৎ উৎপাদক ঈশ্বর। “বচোবিদঃ”  
শাস্ত্রবিদ, আমরা বহুবিধ স্তুতি দ্বারা “বধ্বাম” আপনাকে  
সংবোপরি বিরাজমান জানিয়া স্বীকার করি। “সুমুডাকঃ,” “নঃ  
আ বিশ” কেননা আপনিই আমাদের সুন্দর সুখ দান করেন।  
অতএব কৃপা করিয়া আপনি আমাদের হৃদয়ে নিবাস করুন।  
আমরা যেন অবিচ্যাক্তকার হইতে মুক্ত হইয়া বিচ্যাক্তপী মুখকে  
লাভ করি এবং আনন্দে থাকি ॥ ৩৬



## প্রার্থনা বিষয়

সোমং বারুজি নে হৃদি গাবো ন বদসেধা ।

গর্গ ইব দ্ব গুরুকো ॥ ৫৭ ॥

কঃ ১৬২১১১

ব্যাখ্যা—হে “সোম” দেব! তুমি আমার হৃদয়-প্রদেশে। আপনি  
কৃপা করুন নৃপতি! আমার হৃদয়-প্রদেশে বাস করুন এবং  
গাভী ও পশুকুল প্রকণ্ডে আমার হৃদয়-প্রদেশে—হৃদয়-প্রদেশে  
বিচরণ করে ভাবন করুন “মহা”, “দেব”, “স্ব গুরুকো”  
নরনারী আপনার হৃদয়-প্রদেশে করুন, করুন আপনার সদাসর্বদা  
স্বপ্রকাশযুক্ত হইয়া আমার হৃদয়ে বিরাজ করুন হৃদয়ে  
আমরা যথার্থ সবাক্ষণ করুন আপনার হৃদয় হইতে ৫৭

## স্তুতি বিষয়

গযক্ষানো অগাবহা বসুবিৎ পুষ্টি বধনঃ ।

সুমিত্রঃ সোম নো ভব ॥ ৫৮ ॥

কঃ ১৬২১১২

সুমিত্রঃ সোম নো ভব ॥ ৫৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে পরমাক্ষতক জীব! যে ইষ্টদেব তোমার  
পরমেশ্বর তিনি “গযক্ষানঃ” প্রভু, ধন, জনপদ এবং সুরাজ।

বন্ধক, “অমৌবহা” শরীর ইন্দ্রিয় জন্তু ব্যাধি এবং মানস রোগ  
হনন ও বিনাশকারী, “বসুবিং” সমস্ত পৃথিবী প্রভৃতি বসুর  
জ্ঞাতা অর্থাৎ সর্বজ্ঞ ও বিহীন ধন প্রদাতা। “পুষ্টিবন্ধনঃ”  
তিনি আমাদের শরীর, ইন্দ্রিয় মন ও আত্মার তুষ্টি বন্ধক।  
“সুমিত্রঃ, সোম, নঃ ভব” তিনিই সুন্দর যথাবৎ মন্ডলের বন্ধু।  
সেই কারণ আমরা তাঁহার নিকট এই প্রার্থনা করি যে, হে  
সোম সর্বজগৎপাদক! কৃপা করিয়া আপনিত আমাদের বন্ধু  
হোন, আর আমরাও যেন সর্বজীবের মিত্র হইতে পারি এবং  
আপনার স্থায় অত্যন্ত মিত্রভাবে তাহাদের রাখি ॥ ৩৮ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—কুৎস অঙ্গিরস দেবতা—সূর্য। চন্দ্র মিত্র, ২ গায়ত্রী মন্ত্র ৪৮৮।

ত্বং হি বিশ্বতোমুখ বিশ্বতঃ পারিভুরসি অপ।

নঃ শোভুচদ্যম্ ॥ ৩৯ ॥ ঋ. ১।৭.৫।৬॥

ব্যাখ্যা—হে অগ্নে পরমাত্মন! “ত্বং হি” আপনিই “বিশ্বতঃ  
পরিভুরসি” বিশ্বজগতের সর্বত্র ব্যাপ্ত। অতএব আপনি  
বিশ্বতোমুখ নামে প্রসিদ্ধ।

হে সর্বতোমুখ অগ্নে! আপনি স্বশক্তি প্রভাবে সর্বজীবের  
হৃদয়ে বিরাজমান থাকিয়া নিত্য সত্য উপদেশ দিতেছেন।

ইহাচি তো আপনার মুখ হে কৃপাময় ! “অপ নঃ শোভেদমম্”  
আপনার কৃপায় সমস্ত প্রকার পাপ বিনষ্ট হোক, যাহাতে আমরা  
সকলে নিষ্পাপ হইয়া আপনার ভক্তি ও আচ্ছা পালনে নিত্য  
তৎপর থাকিতে পারি ॥ ৩৯ ॥

### স্তুতি বিষয়

গা'ব কুংস অ প্রথম দ্বিত্য ত্রয়োদশ অ'ত্মা হ'ত ৩৩তঃ হ'ত — ১০০  
স্বরঃ—বৈদ্যতঃ ।

তমীডত প্রথমং যজ্ঞসামবং বিশ আরৌরাহুত

মুগ্ধসানম্ । উর্জঃ পুং ভরতং স্প্রদানুং

দেবা অগ্নিং ধারবন্দ্রবিণোদাম্ ॥ ৪০ ॥

স্বাঃ ১।৭।৩।৩।

ব্যাখ্যা — হে মানব ! “তমীডত” সেই অগ্নির স্তুতি কর,  
তিনি “প্রথমম্” সমস্ত কর্মের পূর্বে বর্তমান এবং সর্ব কর্মের  
মুখ্য কারণ “যজ্ঞ সামবং” বিশ্ব সংসার এবং বিজ্ঞান প্রভৃতির  
জনক হে “বিশঃ” মানব ! তাঁহাকেই স্বামী জানিয়া  
“আরৌঃ” তাঁহাকে লাভ কর যাঁহাকে আমরা দীন হইয়া  
ডাকি, বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ তাঁহাকেই বিজ্ঞান বলে প্রমাণ করেন  
ও জানেন, “উর্জঃ পুং ভরতম্” পৃথিবী আদি জগৎরূপ

জন্মের পুত্র অর্থাৎ পালনকারী, এবং ভরত অর্থাৎ সেই অগ্নির  
পোষণ ও ধারণকারী “মুপ্রদানু” তিনিই বিশ্বজগৎকে চলার  
শক্তি দান করেন, জ্ঞান দান করেন। তাঁহাকেই “দেবা অগ্নিঃ  
ধারযজ্ঞবিণোদাম্” দেবগণ ( বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ ) অগ্নি জানিয়া,  
তাঁহাকেই ধারণ করেন তিনি সমস্ত জগৎকে, দ্রবণ অর্থাৎ  
জীবন নিবাহের জন্য অগ্নি জলাদি পদার্থ ও বিজ্ঞাদি পদার্থ সমূহ  
দান করেন। সেই অগ্নি পবনাত্মা বাতাত অপর কাহারও  
উদ্দেশ্যে ভক্তি প্রদর্শন ও প্রার্থনা করা কখনও উচিত  
নহে ॥ ৪০ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

অর্থ—বাসাণিরো মূষগণের মত রাজ্যে পুত্ররূপে বহু অগ্নির স্বাধীনতা নষ্ট হইয়া আসিল  
সুতরাং দেবতা—তত্ত্ব, ইন্দ্র—নিচুৎ বিদ্যুৎ।

তমূতযো রণযজ্ঞুরসাতৌ তং ক্লেমন্ত

ক্ষিতযঃ ক্লমত ত্রাম্। স বিশ্বন্ত করুণন্তে

এ কো মরুতানো ভবত্বিত্ত উতী ॥ ৪১ ॥

খণ্ড ১।৭।৯।৭।

ব্যাখ্যা—হে মানব! “তমূতযঃ” সেই ইন্দ্র পরমেশ্বরের  
প্রার্থনা এবং শরণাগতি দ্বারা নিজেকে “উতযঃ” পরম রক্ষণ ও  
বল প্রভৃতি গুণে ভূষিত করিতে পারিলে; “শুরসাতৌ” যুদ্ধে



নিজেকে যথাযথভাবে “রায়ন্” লিখি এবং রণভূমিতে শূরবীর-  
গণের মধ্যে পরস্পর গুণ পরিচয় ও সীমি উৎপন্ন করিতে  
পারিবে “তঃ ক্ষেমন্তু, দিহ্যৎ” হৈ শূরবীর মানব । তাহাকেই  
ক্ষেম ও কুশলতার “হ্রাম্” রক্ষক “কুশল” করে, তেমনি কখনও  
পরাজয় হইবে না কেননা, “সঃ, বিদ্বন্তু” সেই করুণাময়,  
সমস্ত জগতের প্রাণী রক্ষণকারী “একঃ” একজনই আছেন,  
অপর কেহ নাই সেই পরমাত্মা “উনঃ” (উনয়ে) আমাদের  
সমাক রক্ষাকর্ত্তা, তাহার সংরক্ষণে আমরা রক্ষিত, আমরা  
কখনও পরাজিত হইব না ৫১।

### স্তুতি বিষয়

বা. স্তঃ—কৃত্যন আস্থিরসঃ । দিবন্ত —সঃ গুণ বর্জিত হইয়াঃ ৩. দি. ১. ১৭ ইত্যং এষ্টঃ

স্বরঃ—বৈবতঃ ।

স পূর্বযা নিবিদা কব্যতাযোরিমাঃ প্রজা

অজনঘন্য নূনাম্ । বিবস্বতা চক্ষসা দ্রামপশ্চ

দেবা অগ্নিঃ ধারয়ন্দ্রবিণোদাম্ ॥ ৪২ ॥

অং ১৭৭.৩২ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব ! সেই “পূর্বযা, নিবিদা” আদি  
সমাতন, সততা প্রভৃতি গুণযুক্ত ঈশ্বরই ( প্রলয়কালে )  
ছিলেন, অথু কিছুই ( কার্য্যজগৎ ) ছিল না, তাহার

পব সৃষ্টির আদিতে স্ব-প্রকাশ স্বরূপ এক ঈশ্বর, প্রজা উৎপত্তির  
 ইক্ষণ দ্বারা (সংকল্প) কব্যঃপ্রাণোঃ” সর্বজ্ঞহাদি সামর্থ্য বলেই  
 সত্যবিজ্ঞানময় বেদ এবং “মনুনাম্” মননশীল মানব ও অন্যান্য  
 পশু বৃক্ষ প্রভৃতি, মানব ও পশু প্রভৃতির পরস্পর ব্যবহার  
 অঙ্গুন্ন রাখিবার জন্য ‘প্রজা’ এই প্রজাবৃন্দ “অজনযৎ” উৎপন্ন  
 করিলেন সেই কারণে যিনি মননশীল মানবের পক্ষে অবশ্যই  
 স্তুতিযোগ্য “বদন্তা চক্ষসা” সূর্যাদি সমস্ত তেজস্বী  
 পদার্থের প্রকাশক শক্তিতে স্বর্গ (স্থল বিশেষ) লোক “অপঃ”  
 অস্তুরিক্ষে পৃথিবী প্রভৃতি মধ্যম লোক এবং নিকৃষ্ট দৃশ্যমান  
 তারকা প্রভৃতি লোক-লোকাহর রচনা করিয়াছেন। যিনি  
 এইরূপ সচ্চিদানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর তাঁহাকে ‘ত্রিণোদাম্’  
 বিজ্ঞান প্রভৃতি ধনদাতাকে “দেবাঃ” বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ অগ্নি  
 বলিয়া জানেন। আমরা তাঁহারই উপাসনা করি ॥ ৪২ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

অর্থঃ—কুন্ত অস্ত্রবনঃ, দেবত ইন্দ্রঃ। উদ্ভঃ—উদ্ভাতিঃ। স্বগঃ—ঐশ্বর্য্যঃ।

বযং জযেম ত্বয়া যুজ্য বৃতমস্মাকমংশযুদবা

ভরে ভরে। অস্মভ্যগিন্দ্র বরিবঃ সুগং কৃধি

প্র শক্রণাং মঘবন্ বুধ্যা রুজ । ৪৩ ।

ঋং ১।৭।১৪।৪।

ব্যাখ্যা—হে ইন্দ্র পবমান্! “ত্বয়া যুজ্য বযং জযেম” আপনার সহিত বর্তমান আমরা যেন আপনার সাহায্যে দুই শক্রদের বিজয় করি কিরূপে শত্রু? “অবৃত্তম্” আমাদের বলদ্বারা সমাবৃত।

হে মহারাজাধিরাজেশ্বর! “ভরে ভরে অস্মাকমংশযুদবা” কৃপা করিয়া প্রত্যেক যুদ্ধে আমাদের ‘অংশ’ (বল) সৈন্য সকলকে “উদব” উত্তমরূপে রক্ষা করুন আমরা যেন কোনও যুদ্ধে ক্ষণ হইয়া পরাজিত না হই। যেখানে আপনার সাহায্য বিদ্যমান, সকল সময় সেই স্থানে বিজয়ই হয়।

হে “ইন্দ্র মঘবন্!” মহা ধনেশ্বর! “শক্রণাং বুধ্যা” আমাদের শত্রুর বীৰ্য ও পরাক্রম প্রভৃতিকে “প্ররুজ” প্রভগ্ন করিয়া নষ্ট ভ্রষ্ট করিয়া দিন “অস্মভ্যং বরিবঃ সুগং কৃধি” আমাদের জন্য চক্রবর্তী রাজ্য ও সাম্রাজ্য ধন “সুগম্”

অনায়াসে লাভ অৰ্থাৎ আপনাত কৰুণায় আমাদেৱে ৰাজ্য এবং  
ধন সদা প্ৰবৃদ্ধ হোক ॥ ৪৩ ॥

## স্তুতি বিষয়

কবিঃ কুংল অ'প্ৰবন । দেবতা—চন্দ্ৰ । চন্দঃ—বিৰাড্, জগদী ।

যো বিশ্বস্য জগতঃ প্ৰাণতস্পতিৰ্যো ব্ৰহ্মণে

প্ৰথমো গা অবিন্দৎ । ইন্দ্রো যো দস্যুৰধৰা

অবতিৰম্মকৃত্ত্বং সখ্যায় হবামহে ॥ ৪৪ ॥

খণ্ড ১।৭।১০।৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! যিনি সমস্ত জগৎ (স্থাবর) জড়  
অপ্ৰাণী এবং “প্ৰাণতঃ” সচেতন জগতের “পতিঃ” অধিষ্ঠাতা ও  
পালক—পালনকৰ্ত্তা, যিনি সমস্ত জগতে প্ৰথম হইতে সদা  
বৰ্তমান, এবং “ব্ৰহ্মণে গাঃ অবিন্দৎ” যিনি এই নিয়ম  
কৰিয়াছেন যে ব্ৰহ্ম অৰ্থাৎ বিদ্বান্, ব্যক্তিদের জন্তই পৃথিবীৰ  
কল্যাণ তথা তাহাদেৱেই ৰাজত্ব। যে “ইন্দ্রঃ” পৰম ঐশ্বৰ্য্যবান্,  
পৰমাত্মা দস্যুদের “অধৰান্, নীচে ফেলিয়া তাহাদেৱে দলন  
কৰেন, “মক্ৰত্বন্তং সখ্যায় হবামহে” এস বন্ধুগণ, এস ভাই,  
আমরা সকলে সম্প্ৰীতিভাবে মিলিয়া “মক্ৰত্বান্,” অৰ্থাৎ



পরমানন্দ বলযুক্ত ইন্দ্র পরমেশ্বর সখা হইয়াও তঁহা  
আকুলভাবে (ভক্তি) গন গন হৃদয় হৃদয় হিন্নি যে কৃপা  
করিয়া, অতীতস্থে আমাদের সখিত সখিত, পরম নিয়ম স্থাপন  
করিবেন এ বিষয়ে কোন প্রকার সন্দেহ নাই ৩৭

### প্রার্থনা বিবয়

৩৮-৪০

মুতা নো কলৌত নো মমদুবি কবরীরায

নমসো বিবেম তে যচ্ছন চ যোশ্চ মমরাবেজ্জ

পি তা তদগ্গম তব কৃত প্রাতিমু ॥ ৪১ ॥

অং ১.৮।৫ ২॥

ব্যাখ্যা—হে কবরীরায? আপনি তঁহাদের প্রদান করান।  
আমাদের “মুতা” সুখী করুন, “মমদুবি” অর্থাৎ আমাদের অতীত  
সুখ সম্পাদন করুন “কবরীরায নমসো বিবেম তে” আপনি  
শ্রদ্ধাকর বীর কবরীরায, অসখ, সুখী নমস্কার প্রভৃতি দ্বারা  
আমরা আপনার আরাধনা করি, আপনি আমাদের যত্নবৎ  
রক্ষা করুন। “যচ্ছন” হে কবরী! আপনি আমাদের পিতা

১. পালক । আমাদের সমস্ত প্রজাকে সুখী করুন । “যোশচ”  
প্রজাজনের রোগও নাশ করুন । “মলুঃ” মাক্ষিকারক, পিতা  
যেকোন “জায়জ্জ” আপন প্রজাকে সন্তুষ্ট ও নান্যভাবে লালন  
করেন সেইরূপ আপনিও আমাদের লালন-পালন করুন ।

হে বড় ভগবান ! “ওব প্রণীঃষু” আপনার আজ্ঞার প্রণয়  
অর্থাৎ উদ্ভূত ত্রায়গুণক মনঃ সমূহে প্রবৃত্ত হইয়া “তদশ্যাম”  
যাঁদের জ্ঞান আপন চক্ৰবর্তী রাজ্য প্রদান করুন, অর্থাৎ  
আপনার অমৃতমতে তাঁদের যেন চক্ৰবর্তী রাজ্যলাভ করে ॥ ১৫ ॥

## স্তুতি বিষয়

১. ১৫। ১৬। ১৭। ১৮। ১৯। ২০। ২১। ২২। ২৩। ২৪। ২৫। ২৬। ২৭। ২৮। ২৯। ৩০। ৩১। ৩২। ৩৩। ৩৪। ৩৫। ৩৬। ৩৭। ৩৮। ৩৯। ৪০। ৪১। ৪২। ৪৩। ৪৪। ৪৫। ৪৬। ৪৭। ৪৮। ৪৯। ৫০। ৫১। ৫২। ৫৩। ৫৪। ৫৫। ৫৬। ৫৭। ৫৮। ৫৯। ৬০। ৬১। ৬২। ৬৩। ৬৪। ৬৫। ৬৬। ৬৭। ৬৮। ৬৯। ৭০। ৭১। ৭২। ৭৩। ৭৪। ৭৫। ৭৬। ৭৭। ৭৮। ৭৯। ৮০। ৮১। ৮২। ৮৩। ৮৪। ৮৫। ৮৬। ৮৭। ৮৮। ৮৯। ৯০। ৯১। ৯২। ৯৩। ৯৪। ৯৫। ৯৬। ৯৭। ৯৮। ৯৯। ১০০।

দেবো ন যঃ পৃথিবাং বিশ্বধাবা উপেক্ষতি

হিতনিরো ন রাজা । পুরঃসদঃ শাস্তসদো ন

দ্বারা অনবস্থা পতিভূত্রেব নারী ॥ ৪৬ ॥

খ. ১৫। ১৬। ৩১।

ব্যাখ্যা—হে প্রিয় বিদ্বান্, বন্ধুগণ ! “দেবঃ ন” ঈশ্বর সমস্ত  
জগতের ভিতর ও বাহির সূর্যের তায় প্রকাশিত করিতেছেন ।  
“যঃ পৃথিবীম্” তিনি পৃথিবী প্রভৃতি বিশ্বজগৎ রচনা করিয়া

ধারণ করিয়া আছেন এবং ‘বিশ্বনাথঃ উপক্ৰেতি’ বিশ্বধারক  
 শক্তির ও আশ্রয়দাতা তথা ধারণ কৰ্তা। তিনি বিশ্বজগতের  
 পরমমিত্র অর্থাৎ যেকোন ‘প্রিয়মিত্রা, নঃ রাজা’ প্রিয়মিত্রবান,  
 রাজা, আপন প্রজাবর্গের যথাবৎ পালন করিয়া থাকেন সেইরূপ  
 একমাত্র তিনিই, আমাদের পালন কৰ্তা অপর কেহ নহে  
 “পূরঃসদঃ শমঃসদঃ নঃ বারী” যে বাক্তি পূরঃসদঃ, (ঈশ্বরানুযায়ী)  
 তাহারাই শমঃসদঃ অর্থাৎ সদা সুখে স্থির থাকে অথবা যেকোন  
 “নঃ বারী” আপন পুত্র পিতৃগৃহে সানন্দে নিবাস করে, সেইরূপ  
 যাহারা পরমেশ্বরের ভক্ত, তাহারাই সদা সুখী হয়।

কিছু যাহারা অননুচিত্র হইয়া নিরাদার সব-দাপক ঈশ্বরকে  
 সত্য শ্রদ্ধা দ্বারা ভক্তি করে, যেকোন “অনবতা পতি জুষ্টেব নারী”  
 অত্যন্ত উত্তম গুণযুক্ত পতিসেবা পরায়ণা পতিব্রতা নারী (স্ত্রী)  
 দিবা রাত্রি কায়মনোবাক্যে প্রেমভক্তি পরায়ণা হইয়া পতির  
 অনুকূল আচরণ করে, সেইরূপ হে বন্ধুগণ! এসো প্রেমভক্তি  
 সহকারে আমরা ঈশ্বরের আরাধনা করি এবং সকলে মিলিয়া  
 পরমসুখ উপভোগ করি। ৪৬।

## প্রার্থনা বিষয়

অর্ঘ্য—অর্ঘ্য উপাঃ সৌঃ। দেবতা—সুঃ। উদ্দেশ্য—নিম্নলিখিত। স্বর—মধ্যমঃ।

সা মা সত্যোক্তিঃ পরি পাতু বিশ্বতো জ্ঞাবা

চ যত্র ততনহনি চ। বিশ্বমন্ত্রি বিশতে

যদেজতি বিশ্বাহাপো বিশ্বাহোদেজি সূর্যঃ ॥ ৪৭ ॥

স্বাঃ ৭।৮।১২।২।

ব্যাখ্যা—হে সর্বশক্তিদেবকেশ্বর! “সা মা সত্যোক্তিঃ” আপনার যে সত্য আশ্রয় অন্তর্গত আমরা বসিলাম। “বিশ্বতো পরিপাতু, নঃ” উত্তম আমাদের সকলকে সদাসদা পালন করুক, এবং সর্বপ্রকার দুর্কর্ম হইতে সদা দূরে সনাতন্য আপনার আচরণের প্রবৃত্তি হইতে রক্ষা করুক। আমরাও অধর্ম আচরণের ইচ্ছা যেন কদাপি না হয়, “জ্ঞাবা চ” এবং সদাসদা সুখে থাকি। “যত্র” যে দিব্য সৃষ্টিঃ “অহানি” দিবা রাত্রি সংঘটনের জগৎ সূর্যাদি আপনিই “ততনহ” বিস্তৃত করিয়াছেন, সেখানেও সর্বপ্রকার উপদ্রব হইতে আমাদের রক্ষা করুন। “বিশ্বমন্ত্রি” আপনি ব্যতীত বিশ্ব অর্থাৎ সমগ্র জগৎ যে সময় আপনার সামর্থ্য বলে (প্রলয়ে) “নিবিশতে” প্রবেশ করিয়া থাকে (কার্য সমূহে কারণে বিলীন হয় বা কারণাত্মক হয়),



সেই সময়েও আপনি যেন আমাদের রক্ষা করেন। “যদেজ’ত”  
 যে সময় এই জগৎ আপনার সামর্থ্যে পরিচালিত হইয়া  
 উৎপন্ন হয়, সে সময়েও যেন সর্বপ্রকার পীড়া হইতে আমাদের  
 রক্ষা করেন। “বিশ্ব’হাপো, বিশ্ব’হা” যাহারা বিশ্বের হস্তা  
 (ছুখদাঃ) আপনি তাহাদের বিনাশ করুন। কেননা  
 আপনার, উপস্থিতিতে কোন্ রাক্ষস (ছুইজন) কি করিতে  
 পারে? আপনিই সমস্ত বিশ্ব জুড়িয়া উদ্ভিত (প্রকাশমান)।  
 “সূর্যবৎ” কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে প্রকাশিত হোন,  
 আপনার প্রকাশে আমাদের হৃদয়ের সমস্ত অবিচ্যাক্তকার  
 বিনিষ্ট হোক ॥ ৪৭ ॥

## স্তুতি বিষয়

সংস্কৃত — ১২ম অঙ্ক ১৩      ১২ম — ১৩      ১২ম — ১৩      ১২ম — ১৩

দেবো দেবানামসি মিত্রো অদ্বিতো

বসুর্বসুনামসি চারুর্ভবো শর্মান্‌স্তম তব

সপ্রথস্তমে হুগে সখ্যে সা রিমাগা ববং

তব ॥ ৪৮ ॥

অ. ১৬৩২১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! আমরা যে পরমাত্মার স্তুতি করিব তিনি কিরূপ? সেই পরমাত্মা, “দেব. দেবানামসি” দেবগণেরও (পরম বিদ্বান্ ব্যক্তিদেবও) দেব (পরম বিদ্বান্) এবং বিদ্বান্ ব্যক্তিদেবও পরম আনন্দদাতা; “অদ্বিত” তিনি অনন্ত আশ্চর্যরূপ মিত্র, সর্বসুখকারক সকলের সখা, “বসুঃ” পৃথিবী প্রভৃতি বসুরও নিবাস কর্তা তথা “অধ্বরে” জ্ঞানাদি যজ্ঞে “চারুঃ” অত্যন্ত শোভনীয় ও শোভা দানকারী।

হে পরমাত্মন! “স প্রথস্তমে সখ্যে, শর্মান্‌ তব” আপনার অতি বিস্তৃত আনন্দ স্বরূপ মিত্রতার কর্মে আমরা যেন স্থির থাকিতে পারি, যাহাতে কোনও কালে আমরা দুঃখ ভোগ না করি এবং আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন কখনও কাহারও অশ্রীতিভাজন না হই ॥ ৪৮ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

ମା । ନୋ । ବନ୍ଧିବିନୁ । ମା । ପରା । ଦା । ମା । ନଃ । ପ୍ରିୟା ।

ভোক্তানি প্র মে দাঃ । অণ্ডা মা নো সম্ববজ্জ

ନିର୍ଦ୍ଦେଶ୍ୟା ଋଃ ପାତ୍ରା ହେଽସହତ ଗୁଣାଞ୍ଜି ॥ ୫୯ ॥

अ० १११२७८॥

ব্যাখ্যা— হু ইহা পদম এলাইয়ুদেবর “ম নো, বর্গ”  
আমাদের বর্গ করিবেন না অর্থাৎ আমাদিগকে আপনা হইতে  
পৃথক্ করিও না। “না পদম” আপনি আমা  
হইতে কখনো বিচ্ছিন্ন হইবেন না। “ম নো” প্রিয়  
প্রিয় ভোগা সমস্ত সমুদ্র হইতে আমাদিগকে বর্ধক করিবেন  
না এবং বর্ধক করিবেন না, এবং “আলা ম” আমাদিগকে  
গর্ভ বিদারণ করিবেন না।

হে “মহাবল্” সর্বশক্তিমান্, “শত্রু” আমাদের সমর্থাবান্,  
পুত্রদের বিদার্য করিবেন না। “মাঃ পাত্ৰা” আমাদের  
ভোজন করিবার সুবর্ণ প্রভৃতি পাত্রসমূহকে আম. হইতে পৃথক্  
হইতে দিবেন না। “সহজ”বুবাণি” যাহা যাহা আমাদের সহজ  
অনুষক্ত-স্বভাবতঃ অনুকূল-মিত্র, উহা আপনি নষ্ট করিবেন না।

অর্থাৎ কৃপা করিয়া পূর্বোক্ত সমস্ত পদার্থের যথাযথভাবে  
রক্ষা করুন ॥ ৪৯ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

মা নো মহাশ্রুত মা নো অতিকং মা ন  
উক্ষত্ৰুত মা ন উক্ষিতম্ মা নো বধোঃ  
পিতবং মোত গাত্রং মা নঃ প্রবাস্ত্রয়ো  
রুদ্র রারিষঃ ॥ ৫০ ॥

অং ১৮৬৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে রুদ্র, তুমিই বিনাশক ঈশ্বর আপনি আমাদের  
প্রতি কৃপা করুন “মা নো ব” আপনি আমাদের জ্ঞান বৃদ্ধ  
করুন পিতা। আপনি আমাদের সকলকে নষ্ট করিবেন  
না তথা “মা নো অতিকম্” হেঁট বালক এবং “উক্ষত্ৰুত্”  
বৌর্য সেচনক্রম যুবক এবং যে গর্ভে বাঘ সিদ্ধি হইয়াছে  
তাহাদিগকে বিনষ্ট করিবেন না আমাদের পিতা, মাতা  
এবং প্রিয় ভ্রূর (শরীর সমুদায়) প্রতি “মা রারিষঃ”  
বিনষ্ট করিবেন না ॥ ৫০ ॥



## প্রার্থনা বিষয়

মাং নস্তোকে তনয়ে মা ন আযৌ মা নো  
গোষু মা নো অশ্বেষু রীরিষঃ। বারাম্মা নো  
রুদ্র ভামিতো বধার্ভবিস্মৃতঃ সদমিত্রা  
হবান্নহে ॥ ৫১ ॥

খা০ ১।৮ ৬।৮ ॥

ব্যাখ্যা—“মা ন” হোকৈ” কনিষ্ঠ, নবাম ও জ্যেষ্ঠপুত্র  
“আযৌ” আয়ু “গোষু” গবাদি পশু, “অশ্বেষু” অশ্ব প্রভৃতি উত্তম  
যান, আগাদের শুর বীর সেনার মধ্যে যাহারা যজ্ঞকরে, ইহাদের  
মধ্যে কেহ যেন কদাপি “ভামিতো, কুদ্র এবং “মা রীরিষঃ”  
রুদ্র না হয়। আমরা আপনাকে “সদমিত্রা হবান্নহে” সদাসবদা  
আহ্বান করিতেছি।

হে ভগবান্, রুদ্র পরমাত্মন্। আপনার নিকট আমাদের  
এই প্রার্থনা আমাদের পুত্র, ধন, ঐশ্বর্য আদি রক্ষা করুন ॥ ৫১ ॥

25.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$       26.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$       27.  $\frac{1}{2} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{4}$

नः शक्तिन पूजया वद ॥ ८२ ॥ अ० १८ ११।१ ॥

ব্যাখ্যা—হে শকুন সর্বশক্তিমান্, উদ্ভট! আপনি সামগান  
হোৱা কৰেন্তে আমাৰ হৃদয় সৰ্বপ্রকার বিহ্বল মনোভাৱে  
পূৰ্ণকৰ্ম হস্তান্তৰে মহাপণ্ডিত যেকুপ গীতদ্বাৰা সামগান  
প্রকাশ কৰিছা থাকেন, সেইকুপ আপনি ও আমাৰ সকলো  
আদয়ে সাম প্রভৃতি বিহ্বল প্রকাশ কৰুন. “ব্রহ্মপুত্র ইব  
সবোঁদু” আপনি কৃপা কৰিছা সকলো (পদার্থ বিহ্বল)  
‘শাসন’ প্রকাশ কৰেন, ঐকুপ আমাৰ ও যথাবৎ প্রশংসা  
কৰুন. ‘ব্রহ্মপুত্র ইব’ যেকুপ বেদব্রহ্ম বিজ্ঞান দ্বাৰা সমস্ত  
পদার্থেৰে প্রশংসা কৰেন আমাৰ প্রতিও আপনি সেইকুপ  
কৃপা কৰুন আপনি “ব্রহ্মব বাজা” সর্বশক্তিমান্, অনাদি

পদার্থের দালা এবং মহাবলবান্ ও বোগবান্ বলিয়া বাজা ;  
 আপনি যেকোন যেকোন মত উত্তম গুণ ও উত্তম পদার্থ সমূহের  
 বৃষ্টি করিয়া থাকেন সেইরূপ আমাদের প্রতিও কৃপা করুন ।  
 “শিশুম্” আমরা যেন আপনার কৃপায় উত্তম শিশু  
 ( সন্তান আদি ) “অপালা” লাভ করিয়া আপনার উপাসনা  
 করি “আনবদো না শুক্” হে শুক্ ! সর্বসামর্থ্যবান্  
 ঈশ্বর ! চতুর্নিক হইতে আমাদের জন্ত “ভক্ষম্” কল্যাণনয়া বাণী  
 উত্তমরূপে ‘অপন’ উচ্চারণ করুন অর্থাৎ কল্যাণ আদেশ  
 এবং উপদেশ দিনে করুন, আমরা যেন অকল্যাণের কথা  
 ( অকল্যাণনয়ন কথা ) না শুন “বদ্বদো না শুক্” হে  
 সর্বজন সুসদাশ ঈশ্বর ! সমস্ত অঙ্গের জন্ত “পুনাম্” সমায়া  
 পুরুষদের কর্ম চরিত্রের ‘অবদ’ উপদেশ দিন যাহাতে কোনও  
 মন্তব্য যেন অবদ অঙ্গের চরিত্রের ইচ্ছাও না করে এবং  
 সর্বত্র সকলের হৃদয়ে সৎ, বন পালন ও আচরণের প্রবৃত্তি  
 জাগ্রত হয় ॥৫২॥

## প্রার্থনা বিবয়

শ্রীঃ—গুণময়ঃ শিবঃ । ১০৮ কংকণ উৎকৃষ্ট । ছন্দঃ—মিচ্ছঙ্কগতঃ ।

স্বঃ—নিবাসঃ

আবদনং শকুনে ভদ্রমা বদ তুষীমাসীনঃ

সুমতিং চিকিদ্ধি নঃ । যদুৎপত্তবদসি

কর্করিবথা বৃহদ্রদেম বিদথে সুবোহাঃ ॥ ৫৩ ॥

স্বঃ ২।৮।১২।৩ ॥

ব্যাখ্যা—“আবদনং শকুনে” হে শকুনে জগদীশ্বর । আপনি সর্বপ্রকার “ভদ্রম্” কল্যাণের এবং কল্যাণ অর্থাৎ ব্যবহারিক সুখ অপেক্ষা উৎকৃষ্ট যে মোক্ষসুখ তাহারই নিরন্তর উপদেশ করুন “তুষীমাসীনঃ সুমতিম্” হে অন্তর্যামিন্ । আমাদের হৃদয়ে সদা স্থির থাকিয়া মোন ভাবেই “সুমতিম্” সর্বোত্তম জ্ঞান দান করুন । “চিকিদ্ধি নঃ” কৃপা করিয়া নিজের থাকিবার জগৎ আমার হৃদয়কে আপনার নিবাসস্থান করুন । আমরা যেন আপনার পরম বিদ্যা লাভ করিতে পারি । ‘যদুৎপত্তবদ ০’ উত্তম ব্যবহার লাভ করিয়া আমরা যেন (যথা) আপনার গ্ৰায় ‘কর্করিবদসি’ কর্তব্য কর্ম, ও ধর্মাচরণ অত্যন্ত পুরুষার্থের সহিত করিতে পারি ।



অকর্তব্য-দুষ্টকর্ম কদাপি করিবে না । উপদেশে বলা হইয়াছে কেহ যেন কখনও পুরুষার্থ অর্থাৎ যথাযোগ্য উত্তম পরিত্যাগ না করে . যেরূপ “বৃহদেদম বিদথে” বিজ্ঞান প্রভৃতি যজ্ঞ অথবা ধর্মসম্মত যুদ্ধে, “সুবোরাঃ” অত্যন্ত পরাক্রমশালী শূরবীর হইয়া বৃহৎ ( সর্বমহান্ ) আপনি যে পরব্রহ্ম, সেই ব্রহ্মের “বদেম” স্তুতি, আপনার উপদেশ মত কর্ম, আপনার প্রার্থনা, এবং উপাসনা তথা আপনার মহান্ অথগু সাত্বাজ্যের তথা সর্বমানবের যেন সবদা হিত চিন্তা করি ; হিতকথা সবদা বলি ও শ্রবণ করি . আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন পরমানন্দ ভোগ করি ॥ ৫৩ ॥

ওম্ মহারাজাধিরাজায় পরমাত্মনে নমো নমঃ ।

ইতি

শ্রীমৎ পরমহংসপরিব্রাজকাচার্য্যাণাং মহাবিদুষাং

শ্রীযুত বিরজানন্দ সরস্বতী স্বামিনাং শিষ্যেণ

দয়ানন্দ সরস্বতী স্বামিনা বিরচিত

আর্য্যভিষিনয়ে প্রথমঃ প্রকাশঃ

পুস্তিমাগমৎ

সমাপ্তোহ্যং প্রথমঃ প্রকাশঃ ॥

॥ ৬ম ॥

তৎ সৎ পরমায়ানে নমঃ

অথ দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ

ওম্ সহনাববভু সহ নো ভুনক্তু ।

সহ বীৰ্যং করবাবহৈ ।

তেজস্বিনাবধাতমস্তু মা বিদ্বিবাবহৈ ॥

ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ ॥ ১ ॥

তৈত্তিরীয়াবর্ণ্যকে ভ্রুকানন্দবল্লী

অপা० ১০ প্রথমামুবাচঃ ॥ ১ ॥

ব্যাখ্যা—হে সহনশীলেশ্বর! আপনি ও আমরা যেন  
পরস্পর প্রসম্মতভাবে একে অপরকে রক্ষা করি। আপনার  
কৃপায় আমরা যেন সদা সর্বদা আপনারই স্তুতি, প্রার্থনা ও  
উপাসনা করি এবং আপনাকেই পিতা, মাতা, বন্ধু, রাজা, স্বামী,  
সহায়ক সুখদ, সুহৃৎ ও পরমগুরু বলিয়া জানি। আপনাকে  
যুহুঁও মাত্রও যেন ভুলিয়া না থাকি। আপনার সমান বা অধিক  
আর কাহাকেও যেন না জানি বা মানি।

আপনার অনুগ্রহে আমরা যেন সকলে পরস্পর প্রীতিমান  
রক্ষক, সহায়ক ও পরম-পুরুষার্থ পরায়ণ হই। আমরা যেন একে  
অপরের দুখ দেখিতে না পারি। স্বদেশবাসীর সকলকে  
নিরতিশয় বৈরত্যাগী, প্রীতি পরায়ণ করিয়া কপটতা রহিত  
করুন। “সহ নো ভুনক্তু” আপনার সহিত আমরাও যেন

পরস্পর পরমানন্দ উপভোগ করি আমরা সকলে পরস্পরের হিতকামনা করিয়া আনন্দ ভোগ করিব, আপনি আমাদের সকলকে পরমানন্দের অধিকারী করুন, পরমানন্দ হইতে আমাদের মুহূর্তের ভ্রমও বঞ্চিত করিবেন না। “সহ বাধ্য করবাবৈ” আপনার সহায় ন্যায় আমরা যেন পরম পুরুষার্থ দ্বারা পরমবীৰ্য সন্যবিজ্ঞা লাভ করি।

“তেজস্বিনাবধীত মনু” হে অনন্ত বিজ্ঞ অমর ভগবন্! আপনার রূপাদৃষ্টিপাতে আমাদের পঠন-পাঠন পরম বিজ্ঞাময় হোক। আমরা যেন বিশ্বের সবত্র সমুচ্ছল হইয়া অনন্ত প্রীতি সহকারে পরমবীৰ্য ও পরাক্রম বলে নিরঙ্কুশ চক্রবর্তী রাজা উপভোগ করি। আমাদের মধ্যে নাশিমান্ পুরুষ জন্মলাভ করুক। আমাদের প্রতি আপনার কৃপা প্রদর্শন করুন, আমরা যেন অনাচার অসহ্য বেদ বিরুদ্ধ মহামহাত্মের শীল পরিভ্যাগ করিয়া এক সত্য সনাতন ধর্ম আচরণ করি, সবপ্রকার নৈরত্নতার মূল যে অনাচার, মহা-মহাত্মুর, উহা যেন সহর অবলুপ্ত হয়। “মা বিদ্বিষাবৈ” হে জগদীশ্বর! আপনার সামর্থ্যবলে আমাদের হৃদয়ে বিদ্রোহ ভাব অর্থাৎ প্রাহিহীনতা যেন না থাকে। আমরা যেন কায়মনোবাক্যে ও পরম প্রীতি সহকারে আমাদের সবপ্রকার বিজ্ঞা সকলের মুখ ও উপকারের জন্ত নিযুক্ত করিতে পারি। “ওম্ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ” হে ভগবন্, জগতে ত্রিবিধ তাপ বিद्यমান। প্রথমতঃ,-আধ্যাত্মিক, ( শারীরিক ) যাহা জ্বর প্রভৃতি পীড়া হইতে পাইয়া থাকি। দ্বিতীয়তঃ, আধিভৌতিক, যাহা শত্রু,

সর্প, বাঘ, চৌরাদি দ্বারা পাইয়া থাকি তৃতীয়তঃ, আশিদৈবিক, যাহা মন, ইন্দ্রিয় অগ্নি, বায়ু, অতিবৃষ্টি, অতিশীত, অতিউষ্ণ ইত্যেত উৎপন্ন হইয়া থাকে। হে করুণাসাগর! আপনি এই ত্রিকোণ ইত্যেত শীঘ্র আমাদের পরিব্রাজ্য করুন, যাহাতে আমরা অশান্ত আনন্দে সদা আপনার উপাসনার বৃত্ত থাকিতে পারি।

হে বিশ্বকরো! আমাদের অসং (মিথ্যা) এবং অনিত্য পদার্থ তথা অসং কর্ম ইত্যেত পৃথক করিয়া সত্য ও নিত্য পদার্থ এবং শ্রেষ্ঠ ব্যবহারে প্রতিষ্ঠিত করুন।

হে ভগ্নমুগ্ধসময়! আমাদেরিগ্ধে সবপ্রকার দুঃখ ইত্যেত বিমুক্ত করিয়া সুখ লাভ করান। [সব দুঃখভোগ মোচয়িত্বঃ সর্বসুখানি প্রাপয়।]

হে প্রজাপতে! (সুপ্রভয়া পশুভিঃ প্রকটসেন, পরমৈশ্বৰ্য্যে, সাযোজ্য) উত্তম প্রজা, পুংগব, হংস, অশ্ব, গবাদি উত্তম পশু, সর্বোৎকৃষ্ট বিজা ও চক্রবর্তী রাজাদি পরমৈশ্বৰ্য্য যাহা স্থির পরম সুখকারক উহা লাভ করান।

হে পরম বৈজা! আমাদেরিগ্ধে (সর্বরোগাৎ পৃথক্কৃত্য নৈরোগ্যান্দেশি) সর্বথা সবপ্রকার রোগ ইত্যেত মুক্ত করিয়া পরম নৈরোগ্য প্রদান করুন। হে মহারাজাধিরাজ! [মনসা বাচা, কর্মণা অজ্ঞানেন প্রমাদেন বা বহুদুপাপং কৃতং ময়া, তত্তৎসৰ্বং কুপয়া ক্ষমস্ব \* জ্ঞানপূর্বকপাপকরণান্নিবর্তয়তু মাম্] মন, বাণী এবং কর্মদ্বারা এবং অজ্ঞানতা বা প্রমাদ বশতঃ যে

পাপ আমি করিয়াছি অথবা যদি কিছু করি সেই সমস্ত পাপ ক্ষমা,—অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক পাপ করিবার প্রবৃত্তিকে দমন করিবার ক্ষমতা প্রদান করুন ] অর্থাৎ আমি যেন শুদ্ধ হইয়া আপনার আরাধনা করিতে পারি ।

( হে শ্রীযাদীশ ! কুকামকুলো-কুমোহভয়শোকালশ্চেত্যা দেমপ্রমাদবিষয় ত্বনানৈষ্ঠ্যামিমানদৃষ্টেভাবাবিচ্ছাভো নিবারয়, এভেভ্যো বিরুদ্ধেযুগ্মেনু গুণেন স সংস্থাপয় মাম্ । ) হে ঈশ্বর ! কৃপা করিয়া কুকাম কুলোভাদি পুনোক্ত দৃষ্টদোষ সমূহ হইতে মুক্ত করিয়া আমাকে শ্রেষ্ঠ কৰ্মে নিযুক্ত করুন । আমি অত্যন্ত দীন হইয়াই প্রার্থনা করিতেছি, আপনি ব্যতীত অন্য কাহ'রও প্রতি প্রতি প্রদর্শন করিব না এবং আপনার আদেশ ব্যতীত অন্য কাহারও আদেশ মানিব না

হে প্রাণপতে ! প্রাণপ্রিয়, প্রাণপতিঃ প্রাণাধার প্রাণজীবন সুরাজ্য প্রদ । আপনিই, আমাদের প্রাণদাতা, আপনি ব্যতীত আমাদের সাহায্যকারী কেহই নাই, হে মহারাজাধিরাজ ! আপনার অগু সত্যরাজ্যে যেক্রপ শ্রায় বিচক্ষমান, তদ্রূপ শ্রায় রাজ্য আমাদিগকেও প্রদান করুন । আপনি আপনার কৃপাকটাক্ষপাতে শীঘ্রই আমাদিগকে আপনার রাজ্যের কিঙ্কর করুন । হে শ্রায় প্রিয় ! আমাদের সকলকে যথাবৎ শ্রায়-প্রিয় করুন । হে ধর্মাধীশ ! আমাদিগকে ধর্মে সুপ্রতিষ্ঠিত করুন । হে করুণাময় পিতঃ ! মাতা পিতা যেক্রপ আপন সম্মান প্রতিপালন করেন, আমাদিগকেও আপনি সেইরূপ প্রতিপালন করুন ॥ ১ ॥



## স্তুতি বিষয়

সংস্কৃতঃ—দীপিকা। দেবতা—কৃষ্ণ। ছন্দঃ—অক্ষরগণিতঃ। মতঃ—নিবন্ধঃ।

স পর্যাগাচ্ছুক্রমকাক্ষমব্রণমস্মাবিরং শুদ্ধমপাপ বিদ্ধম্।

কবির্মনীষী পরিভূঃ স্ববভূবাথা তথ্যতো হর্থান্

ব্যদধাচ্ছাপ্তীভাঃ সমাভ্যঃ ॥ ২ ॥

যজুর্বেদ অ० ৪০।৮॥

ব্যাখ্যা—“স পর্যাগাৎ” সেই পরমাত্মা আকাশবৎ সর্বত্র পরিপূর্ণ ভাবে ( ব্যাপক ) বিद्यমান। “শুক্লম্” তিনিই অখিল বিশ্বের রচয়িতা। “অকায়ম্” এবং তিনি কখনও শরীর ( অবতার ) ধারণ করেন না। কেননা তিনি অখণ্ড, অনন্ত ও নিবিকার। এই কারণ তিনি শরীর ধারণ করেন না। তদপেক্ষা অধিক এই সংসারে আর কিছুই নাই। এই কারণে ঈশ্বরের শরীর ধারণ কখনও সম্ভব নহে। “অব্রণম্” তিনি এক অখণ্ড সত্তা, অচ্ছেদ্য, অভেদ্য, নিষ্কম্প ও অচল। এই জন্ত তাহাতে অংশা অংশী ভাব নাই, কেননা তাহাতে কোনও প্রকার ছিদ্র থাকিতে পারে না। “অস্মাবিরম্” নাড়ী প্রভৃতির প্রতিবন্ধও ( নিরোধ ) তাহাতে থাকা সম্ভব নহে। অতিসূক্ষ্ম বলিয়া ঈশ্বরের কোনও আবরণ নাই। “শুদ্ধম্”

সেই পরমাশ্রম সনাসনদা নির্মল অবিচ্ছাদি জন্ম মরণ ইব শোক  
 ক্ষুধা তৃষ্ণাদি দোষ অপরাধযুক্ত। শুকের উপাসক শুদ্ধই  
 এবং মলিনের উপাসক মলিনই হইয়া থাকে। “অপাপি  
 বিদ্ধম্” পরমাশ্রম কখনও অশ্রায় করেন না, কেননা তিনি সदैব  
 জ্ঞায়কারী। ‘কবিঃ’ ত্রৈকালজ্ঞ (সর্বদেহ) মহাবিদ্বান্ যাহার  
 বিচার শেষ কেহ নিবারণ করিতে পারে না। ‘মনীষা’ সমস্ত  
 জীবের মন (বিজ্ঞান) অধিকারী সাক্ষী! সকলের মন  
 দমনকারী। “পরমহংস” সব দিকে ও সব স্থানে পরিপূর্ণ  
 রূপে বিদ্যমান, এবং সকলের উপর নিয়ন্তরমান “স্বয়ংহংস”  
 যাহার আদিকারণ মাণা-পিতা উৎপাদক কেহ নাই কিন্তু তিনি  
 সকলের আদি কারণ। “যাৎ যজ্ঞেন যজ্ঞান্ ব্রহ্মবাক্তাশ্চ নীতাঃ  
 সমাশ্রিতাঃ” সেই ঈশ্বর আপন প্রজাবর্গকে যজ্ঞবৎ মণা  
 বিদ্যা, যাহা চার বেদ সমস্ত মানব সমাজের জ্ঞাত পরম হিতার্থে  
 উপদেশ দিয়াছেন, তিনি হংসাদেব দয়াময় পিতা—পরমেশ্বর  
 তিনি অশ্লিষ্য করণা করিয়া অবিচ্ছাদকর নাশক বেদ  
 বিচ্ছাদক স্বয়ং প্রকাশক করিয়াছেন। সেই পরমাশ্রম সকলের  
 আদি কারণ এইরূপ সকলের জ্ঞান থাকা উচিত। এইরূপ  
 ঈশ্বর, যিনি ব্রহ্মপুস্তকের আদি কারণ তাঁহাকেই মান্য  
 করা উচিত।

ঈশ্বর করণা করিয়া বিহার উপদেশ দিয়াছেন। কেননা  
 তিনি আমাদের জ্ঞাত সমস্ত পদার্থই দিয়াছেন, বিচ্ছাদানই বা  
 দিবেন না কেন? সর্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা, ও পদার্থ পরমেশ্বরই  
 দান করিয়াছেন। এই সংসারে বেদ ব্যতীত অন্য কোনও

পুস্তক ঈশ্বরোক্ত নহে। ঈশ্বর যেক্রপ ন্যায়কারী ও পূর্ণ বিদ্বান্ তক্রপ বেদ পুস্তক ও। বেদ ভূল্য বা বেদ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অন্য কোনও পুস্তক নাই। (এ বিষয়ে অধিক আলোচনা ‘সত্যার্থপ্রকাশ’ ও “ঋগ্বেদাদি ভাষ্য ভূমিকা” গ্রন্থে দেখুন।) ॥২॥

### প্রার্থনা বিষয়

যা যঃ চিত্তং মননবশতঃ, ইত্যদং চিত্তবশতঃ — ইত্যদং বিদ্যাঃ, গচ্ছতী স্বরূপং — ইত্যদং

দূতে দৃংহ মা মিত্রশ্চ মা চক্ষুষা সৰ্বাণি ভূতানি

সমাক্ষ্যাম্। মিত্রশ্চাহং চক্ষুষা সৰ্বাণি ভূতানি

সমীক্ষে। মিত্রশ্চ চক্ষুষা সমাক্ষ্যামহে ॥ ৩ ॥

যজুর্বেদ ৩৬।১৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে অনন্তবস মহাবীর ঈশ্বর! “দূতে” হে ছুটে স্বভাবনাশক, বিদৌৰ্ণ কম অর্থাৎ আমাদের মধ্যে বিজ্ঞানাদি শুভগুণ নাশক-প্রবৃত্তি যেন না থাকে। কিন্তু আপনার কৃপায় ছুটে স্বভাব নাশক প্রবৃত্তি দ্বারা প্রেরিত হইয়া আমার আত্মা যেন বিজ্ঞা, সত্য-ধর্মাদি শুভ গুণে সদা স্থির থাকে। “দৃংহ মা” হে ‘পরম ঐশ্বর্যবান্ ভগবন্’। ধর্মার্থকাম মোক্ষাদি তথা বিজ্ঞানাদি প্রদান করিয়া আমাকে নিরতিশয় উন্নত

করুন। “মিত্রস্তা”....হে সবসুখদাশ্বর, সবাসুখ্যামিন্ ! সমস্ত  
 ভূত-প্রাণীমাত্র, অমকে মিত্রের দৃষ্টিতে দেখুক। সকলে  
 আমার মিত্র হোক্, অমর সহিত কেহ যেন কিঞ্চিৎ  
 মাত্রও শত্রুতা না করে “মিত্রস্তাহ”....” হে পরমাত্মন !  
 আপনার কৃপায় অমিও বৈরহান হইয়া সমস্ত চরচর জগৎকে  
 যেন মিত্রের দৃষ্টিতে দেখি এবং প্রাণবৎ মনে করি অর্থাৎ  
 “মিত্রস্তা চক্ষুষা .....” পক্ষপাতহীন বা পক্ষপাত শূন্য  
 হইয়া সমস্ত জীব দেহধারা মাত্রই যেন পরস্পর অত্যন্ত প্রতি  
 সহকারে থাকে, আমরা যেন অত্যায়ে বশবত্তী হইয়া  
 কাহারও প্রতি অত্যাচার আচরণ না করি। পরমেশ্বর এইরূপ  
 পরম ধর্মের উপদেশ সমস্ত মানব মাত্রকে দান করিয়াছেন।  
 ইহা সকলের মান্যযোগ্য ॥৩॥

### স্ততি বিষয়

অগ্নিঃ—অগ্নিঃ পক্ষ, সবভাঃ—পক্ষপাত, চক্ষুঃ—অনুষ্টিপ, পরঃ—গন্ধারঃ।

তদেবাগ্নিতদাদিত্যস্তরাযুস্তচন্দ্রমাঃ । তদেব

শুক্রং তদ্বক্ষ তা আপঃ স প্রজাপতিঃ ॥ ৪ ॥

যজুঃ ৩২।১॥

ব্যাখ্যা—যিনি সমস্ত জগতের কারণ এক পরমেশ্বর  
 তাঁহারই নাম ‘অগ্নি’। (বক্ষ হি অগ্নিঃ শতপথে) সর্বোত্তম

জ্ঞান-স্বরূপ, জ্ঞাতব্য ! প্রাপনীয় স্বরূপ এবং পূজ্যতম ইত্যাদি  
 অর্থ অগ্নি শব্দ অর্থে প্রযুক্ত হয় । “আদিত্যো বৈ ব্রহ্ম, বায়ুর্বৈ  
 ব্রহ্ম, চন্দ্রমা বৈ ব্রহ্ম, শুক্রং হি ব্রহ্ম, ব্রহ্ম বৈ বৃহৎ, আপো বৈ  
 ব্রহ্মেত্যাদি” ( শতপথ তথা ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ) “তদাদিত্যঃ”  
 : যাহার কখনও বিনাশ হয় না । ( স্বপ্রকাশ স্বরূপ ) সেই  
 পরমেশ্বর আদিত্য, ‘তদ্বায়ুঃ’—সমস্ত জগতের ধারণ কর্তা  
 অনন্ত বলবান, প্রাণ অপেক্ষাও প্রিয়, তাই ঈশ্বরের নাম  
 বায়ু । পূর্বোক্ত প্রমাণ দ্বারা “তচ্ চন্দ্রমা” আনন্দ স্বরূপ এবং  
 স্ব সেবকদের আনন্দ দান করেন, ইহার দ্বারা পূর্বোক্ত প্রকারে  
 চন্দ্রমা অর্থাৎ পরমেশ্বর জানিবে । “তদেব শুক্রম্” সেই  
 চেতন স্বরূপ এক বিশ্বজগতের কর্তা “তদ্ব্রহ্ম” তিনি অনন্ত  
 চেতন, সবাপেক্ষা মহান্ । তিনি ধর্মপ্রাণ স্বভক্তগণের অত্যন্ত  
 সুখ ও বিদ্যাদি সদগুণ-বর্ধক । ‘তা আপঃ’ তিনি সর্বজ্ঞ  
 চেতন, সবত্র ব্যাপ্ত বলিয়া তাঁহাকে ‘আপ’ বলিয়া জানিবে ।  
 “স প্রজাপতিঃ” তিনিই সমস্ত জগতের পতি ( স্বামী ) এবং  
 পালন কর্তা, অন্য কেহ নহে । তাঁহাকেই আমরা ইষ্টদেব  
 বলিয়া জানিবে, অন্য কাহাকেও নহে । ৭



## প্রার্থনা বিষয়

সূত্র—১৮১ ১৮২ ১৮৩ ১৮৪ ১৮৫ ১৮৬ ১৮৭ ১৮৮ ১৮৯ ১৯০ ১৯১ ১৯২ ১৯৩ ১৯৪ ১৯৫ ১৯৬ ১৯৭ ১৯৮ ১৯৯ ২০০

স্বচ্ছ বাচ্ছ প্রপত্তে মনো যজুঃ প্রপত্তে স্যাম্

প্রাণং প্রপত্তে চক্ষুঃ শ্রোত্রং প্রপত্তে ।

বাগেজঃ সহোজো মঘি প্রাণাপানৌ ॥ ৫ ॥

যজুঃ ৩৬।১ ॥

ব্যাখ্যা—হে করুণাকর পরমাত্মন! আপনার কৃপায় আমি যেন কামাদির জ্ঞান লাভ করিয়া উহার প্রবৃত্তি হয়। যজুর্বেদ জ্ঞানের অভিপ্রায় যেন অর্থ সহিত সত্যার্থ মনন যুক্ত মনকে লাভ করিতে পারে এইকপ সামবেদার্থ নিশ্চয় নিদিধাসন সত্তিতে প্রাপ্তক যেন সাদব লাভ করি। “বাগেজঃ” বাক-শক্তি, বক্তৃতাশক্তি ও মনোবিক্রম-বল আমাকে প্রদান করুন। আপনি অসুখামী, আপনার কৃপায় আমি যেন এই সমস্ত যথাদে লাভ করিতে পারি, আপনার কৃপায় আমি যেন “সহোজঃ” নৈরোগ্য, দৃঢ়তা দি গুণ সদা সবদা লাভ করিতে পারি। “মঘি প্রাণাপানৌ” হে সর্বজন বল শরীর জীবনাধার! প্রাণ (যদ্বারা উক্ত গমন হয়) এবং অপান (যদ্বারা অধো নিঃসরণ হয় এই দুইটি বায়ু

আমার শরীরের সমস্ত উদ্ভিদ, সমস্তখাতু শুদ্ধিকারী নৈরোগ্য,  
বল, পুষ্ট ও সবলগতি-কারী হইয়া মর্মস্থল সমূহ রক্ষা-করে।  
উহার অনুকূল প্রাণাদি লাভ করিয়া হে ঈশ্বর! আপনার  
কৃপায় আমি যেন সদা সুখদায়ক আপনার আচ্ছা পালন  
এবং উপাসনায় তৎপর থাকি ৫।

### স্তুতি বিষয়

স্বার্থঃ—অসংখ্য বস্তু । দ্রব্যঃ—প্ৰাণাদি । কৰ্ম—নিচ, ২। ব্রহ্মপ্ৰাণঃ—বৈশাখ ১৬।

স নো বন্ধুর্জনিতা স বিধাতা ধামানি বেদ  
ভুবনানি বিশ্বা। যত্র দেবা অমৃতমানশানা  
স্তুতোষে ধামনুদ্যৈরযন্ত ॥ ৬ ॥

যজুঃ ৩২।১৮ ॥

ব্যাখ্যা—সেই পরমেশ্বর আমাদের “বন্ধুঃ” দুঃখনাশক ও  
সহায়ক “জনিতা” সমস্ত জগতের উৎপত্তি এবং আমাদের  
সকলের পালনকর্তা পিতা, তিনিই আমাদের সকলের সকল  
কর্মের সিদ্ধি-দাতা বিধাতা; তিনি মনস্কামনা পূর্ণকারী।  
সেই এক পরমেশ্বরই জগতের বিধাতা রচয়িতা ও ধারণ কর্তা,  
তিনি ভিন্ন অপর কেহ নহে। “ধামানি” বেদেত্যাदि ‘বিশ্বা’

সমস্ত ধাম অর্থাৎ বহুবিধ লোক লোকাস্থর রচনা করিয়  
 ত্রিনি তাঁহার অনন্ত সবজ্ঞতা বলে উহাদের যথার্থ জ্ঞাতা ।  
 কে সেই পরমেশ্বর, য'হাকে লাভ করিয়া 'দেব' অর্থাৎ বিদ্বান্  
 ব্যক্তিগণ ( বিদ্বাসো হি দেবা , শব্দপথ ব্রা০ ) অমৃত, মরণাদি  
 দুঃখরহিত মোক্ষপদকে অর্থাৎ সবপ্রকার দুঃখ হইতে নিষ্কৃতি  
 পাইয়া সবব্যাপী পূর্ণানন্দ স্বরূপ পরমাত্মায় অবস্থান  
 করেন ? \* তৃতীয়েনাদি এক-স্থল : ( ভগ০, পৃথিবী  
 প্রভৃতি ) দুই,—স্বপ্না ( আদি কারণ ) সবদে'ব রহিত  
 অনন্তানন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম সেই ধামে "আমোরযস্থা" ধর্মাত্মা  
 বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ স্বচ্ছন্দ ( স্বেচ্ছায় ) বিচরণ করেন , সবপ্রকার  
 বাধা বিহীন হইতে নিষ্কৃতি পাইয়া বিজ্ঞানবান্ এবং শুদ্ধ হইয়া  
 দেশ-কাল, বস্তু, পরিচ্ছদ রহিত সবগত "ধামন" আধার স্বরূপ  
 পরমাত্মায় অবস্থান করিয়া য'কেন সেইজন্ম তাঁহারা দুঃখ  
 মাগরে নিপতিত হন না ॥৬॥

\* গ্রহাকল্প পর্যন্ত থাকেন ।

### প্রার্থনা বিষয়

ଅର୍ଥ—ମୂଳ ୧୫୩୩: ମୂଳ ୧—୧୫୩୩, ୧୫୩୩—୧୫୩୩ ୧୫୩୩, ୧୫୩୩ ୧୫୩୩

যতো। যতঃ। সু। মী। হ। সে। ততো। নো। অভ। যং। কুরু।

শং নঃ কুরু প্রজাতোহিভবং নঃ পশুভাঃ ॥ ৭ ॥

ସଞ୍ଜୁ • ୦୬।୧୨।୧୧

ব্যাখ্যা—হে মহেশ্বর, দয়ালো ! যে সকল দেশ বা স্থানে  
আপনি 'সমৌহসে' সম্যক ক্রিয়াশীল হইয়া থাকেন, সেই  
সকল দেশ, বা স্থানে আমাদের অভয় দান করুন। অর্থাৎ  
যেখানে আমরা ভয় পাই, সেই সকল স্থানে যেন আমরা  
অভয় লাভ করিতে পারি। অর্থাৎ আমরা যেন ভয় রহিত  
হইতে পারি, প্রজ্ঞা আমাদের সুখী করুক। আমাদের  
প্রজ্ঞা যেন চিরকাল সুখী হয়, কখনও যেন ভয়ঙ্কর না হয়।  
পশুকুলের নিকট হইতে আমরা যেন অভয় পাই। আপনার  
কৃপায় আমরা যেন কখনও কাহারও নিকট হইতে ভয় না  
পাই। আমরা যেন নির্ভীক হইয়া সদাসর্বদা পরমানন্দ ভোগ  
করিতে পারি এবং আপনার রাজ্যে থাকিয়া আপনাকে ভক্তি  
প্রদান করি ॥৭॥

## স্তুতি বিষয়

ক বঃ উদ্বল ন কায়ণ দেবন অংগনঃ তমঃ—নহি ২ হিষ্টপ। ১৮ঃ বেবতঃ।

বেদাহমেতং পুরুষং মহান্তমাদিত্যবর্ণং তমসঃ

পরস্তাং তমেব বিদিত্বাতি মৃত্যুমেতি নাশ্যঃ

পশ্য বিজ্ঞতেহঘনায ॥ ৮ ॥

যজুঃ ৩১।১৮ ॥

ব্যাখ্যা—সহস্রশীর্ষাদি বিশেষণোক্ত পুরুষঃ সর্বত্র পরিপূর্ণ। (পূর্ণাঙ্গংপূরি শযনাদা পুরুষ ইতি নিকৃতোক্তেঃ) সেই পুরুষকে আমি জানি অর্থাৎ সেই পুরুষকে সকলের অবশ্যই জানা উচিত তাঁহাকে কখনও ভুলিবেন না। তিনি ভিন্ন অন্য কাহাকেও ঈশ্বর বলিয়া জ্ঞানিবেন না, তিনি কিরূপ? তিনি ‘মহাস্তম্’ মহান্ অপেক্ষাও মহান্, তাঁহার তুল্য বা তাঁহার অপেক্ষা মহান্ কেহ নাই। “আদিত্য বর্ণম্” আদিত্য প্রভৃতির রচয়িতা, তিনিই এক এবং প্রকাশক পরমেশ্বর; এবং তিনি সদা প্রকাশ স্বরূপ। ‘তমসঃ পরস্তাং’ অর্থাৎ ‘তম’ তাহা অন্ধকার—অবিজ্ঞা প্রভৃতি

• পুরুষঃ পুরিষদঃ পুরিষয়ঃ পূরযতেৰ্বা। পূরযতান্তরিত্যন্তরপুরুষ মতিপ্রোভা। নিকৃত ২।১।



দোষ, তিনি সেই সকলের পরপারে এবং আপন ভক্ত ধর্মান্বী  
 সত্যপ্রেমীজনেরও অবিচারি দোষ সমূহের সত্ত্ব অপনোদনকারী  
 মোচনকারী, তিনিই পরমেশ্বর। বিদ্বান্ ব্যক্তিগণের এইরূপ  
 দৃঢ় বিশ্বাস যে পরব্রহ্মের জ্ঞান ব্যতীত, তাঁহার কৃপা ছাড়া  
 কোনও জীব কদাপি মুখী হইতে পারে না। “তমেব বিদিত্বৈ-  
 ত্যাদি” সেই পরমাগ্নিকে জানিয়াই জীব মৃত্যুকে অতিক্রম  
 করিতে সক্ষম, অন্যথা নহে। কেননা “নাশ্চ পশ্চাৎ বিচ্যতে  
 হনায়” পরমেশ্বরের ভক্তি এবং তাঁহার জ্ঞান ব্যতীত মুক্তির  
 অন্য পথ নাই। পরমাগ্নার এইরূপ কঠোর আদেশ। সকল  
 মানব যেন এইরূপ জানিয়া এবং সর্বপ্রকার গৌড়ামৌ ও  
 অবিচার জঞ্জাল অবশ্য পরিত্যাগ করে ॥৮॥

## প্রার্থনা বিষয়

মহিঃ—অমৃতমিহ, দেহত—সেই ইন্দ্রিয় নিচ্ছকরী। স্বরঃ—ধৈর্যতঃ।

তেজোহসি তেজোমবি ধেহি বীৰ্যমসি

বীৰ্যং মঘি ধেহি। বলমসি বলং মবি ধেহো

জোহশোজো মবি ধেহি। মন্যাসি মন্যং

মঘি ধেহি সহোহসি সহো মঘি ধেহি ॥ ৯ ॥

যজুঃ ১৯।৯ ॥

ব্যাখ্যা—হে স্বপ্রকাশ! অনন্ত তেজস্বয়! আপনি অবিচ্ছিন্নকার রহিত, এবং সত্যবিজ্ঞান ও তেজঃ স্বরূপ। কৃপা করিয়া আমাকে সেই তেজ ধারণ করান, যাহাতে আমার মধ্যে কখনও নিস্তেজ্যভাব, দীনতা ও ভীকৃত্য প্রবেশ না করে হে অনন্ত বীৰ্য পরমাত্মন! আপনি বীৰ্যস্বরূপ আপনি আমার মধ্যেও সর্বোত্তম বল স্থির রাখুন। হে অনন্ত পরাক্রমশালী ভগবন্! আপনি “ওজঃ” (পরাক্রম স্বরূপ) আমার মধ্যেও সदैব পরাক্রম ধারণ করান। “হে দুষ্টানামুপরি ক্রোধ কৃৎ”। আমার মধ্যেও দুষ্টজনের প্রতি

ক্ৰোধ ধারণ করান হে অনন্ত সহনস্বরূপ। আপনি আমার  
মধ্যেও সহ—সহ্য করিবার সামর্থ্য প্রদান করুন অর্থাৎ শরীর  
ইন্দ্রিয় মন ও আত্মা হইতে তৈজসাদিগুণ যেন দূর না হয়।  
আমি যেন সদা স্থির থাকিয়া আপনাকে ভক্তি-শ্রদ্ধা নিবেদন  
করিতে পারি এবং আপনার অনুগ্রহে সংসারে সদা সুখে  
থাকিতে পারি ॥৯॥

## স্ততি বিষয়

ঋষিঃ—স্বা তু বশ দেবতা পরমাত্মা। চন্দ্রঃ নিচ ২ ত্রিহৃপ্। স্বরঃ—ধৈবতঃ।

পূরীত্য ভূতানি পূরীত্য লোকান্ পূরীত্য সৰ্বাঃ

প্রদিশো দিশশ্চ। উপস্থায় প্রথমজাম্বতস্তাত্ম

নাআনমভি সং বিবেশ ॥ ১০ ॥ যজুঃ ৩২।১১ ॥

ব্যাখ্যা—সর্বজোবে ( অর্থাৎ আকাশ এবং প্রকৃতি হইতে  
আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্যন্ত সমস্ত জগতে ) সেই পরমেশ্বর  
ব্যাপ্ত হইয়া পরিপূর্ণ রূপে বিद्यমান্। সমস্ত লোকলোকান্তর  
সমস্ত পূর্বাদি দিশা এবং ঐশান্যাদি উপদিশা, উপর ও নীচে  
অর্থাৎ তিনি ব্যতীত এক বণামাত্রও অনাচ্ছাদিত অপরিব্যাপ্ত  
নহে ( রিক্ত নহে )। তিনি সর্বত্র ওতঃপ্রোতরূপে বিद्यমান।

‘প্রথমজাম্’ মুখ্যপ্রাণী, স্বায় আত্মায় ; অত্যন্ত সত্য্যচরণ বিহু, শ্রদ্ধা, ভক্তি দ্বারা ‘কৃত্য’ যথার্থ সনাস্বরূপ পরমাত্মাকে ‘উপস্থায়’ যথাবৎ উপস্থিত জানিয়া ( নিকট প্রাপ্ত ) “অভিসং-বিশেষ” অভিযুক্ত হইয়া, উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া অর্থাৎ পরমানন্দ স্বরূপ পরমাত্মায় প্রবেশ করিয়া জীব, সববিধ দুঃখ হইতে পরিব্রাজ পায় এবং সেই পরমাত্মাতেই অবস্থান করিয়া থাকে । † ॥ ১০ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

স্মৃতিঃ ব সঙ্গ বৃদ্ধঃ ভগবান্ । চন্দ্রঃ—নিদং ইতি, প্ দ্বয়ঃ—দৈব বঃ ।

ভগ্ প্রণেত্ভগ্ সত্যরাধো ভগেগাং ধিবগুদবা

দদন্নঃ । ভগ প্র নো জনয গোভিরশ্বেভগ্

প্র নৃভিন্ৰবন্তঃ শ্রাম ॥ ১১ ॥ যজুঃ ৩৪ ৩৬ ।

ব্যাখ্যা—হে ভগবন্ ! পরমৈশ্বর্যবান্ ভগ-ঐশ্বর্যদাতা, সংসার বা পরমার্থে আপনি বিদ্যমান এবং “ভগ প্রণেতঃ” সমস্ত ঐশ্বর্য আপনার দ্বায় অধীনে রহিয়াছে, অপর কাহারও অধীনে নাই । আপনি যাহাকে পাত্র বিবেচনা

করেন তাহাকেই ঐশ্বর্য দান করেন আপনি আমাদের  
 দুঃখ দাড়া মোচন করিয়া আমাদেরকে ঐশ্বর্যবান করিয়া  
 তুলুন। কেননা আপনিই তো ঐশ্বরের প্রেরক, হে  
 “সনারামঃ” ভগবন্! আপনিই সর্বৈশ্বর্য সিদ্ধিদাতা  
 আপনি আমাদের নিঃশ্রয় প্রদান করুন আপনি  
 বাণীক সত্য ঐশ্বর্যদাতা আর কেহ নাই। হে সত্যভগ!  
 আপনি আমাদের সকলকে পূর্ণ ঐশ্বর্য সম্বোধন বুদ্ধি দান  
 করুন। আমরা যেন আপনার গুণ এবং আপনার  
 আজ্ঞার অনুষ্ঠান এবং জ্ঞান যথাবৎ লাভ করিতে পারি  
 আমাদের সকলকে সনাতন, সত্যকর্ম এবং সত্যগুণ “উদয়”  
 ( উদগম্য-প্রাপ্য ) লাভ করান। আমরা যেন সূক্ষ্মচৈতন্য  
 পদার্থকে যথাযথভাবে জানিতে পারি। “সংগ প্র নো জন্ময়”  
 হে সর্বৈশ্বর্য উৎপাদক! আমাদের কল্যাণ সুচারুরূপে ঐশ্বর্য  
 সৃষ্টি করুন। আমাদের কল্যাণ গাভী, অর্থ এবং মনুষ্য ও  
 ইহাদের সন্তান অর্থাৎ উত্তম ঐশ্বর্য সদা সবদা প্রদান  
 করুন। হে সনাতনভগবান! আপনার কৃপায় আমরা যেন  
 চিরকাল উত্তম পুরুষ-স্ত্রী এবং সন্তান ও ভৃত্য লাভ করিতে  
 পারি।

আপনার নিকট আমাদের বিশেষ প্রার্থনা, আমাদের  
 মধ্যে কোনও মনুষ্য যেন দুঃখ, মূর্থ না থাকে এবং না জন্মায়,  
 সবদা যেন আমাদের সংকীর্ণতা প্রচারিত হয়, কখন ও যেন  
 আমাদের নিন্দা না হয়।





আবার তিনি সকলের আত্মায় অন্তর্যামীরূপে ব্যাপক থাকিয়া  
সর্বত্র পরিপূর্ণরূপে বিরাজমান আছেন। তিনি আত্মার ও  
আত্মা। কেননা পরমেশ্বর সমস্ত জগতের ভিতরে বাহিরে তথা  
মধ্যে আছেন অর্থাৎ তিনি ব্যতীত ত্রিমাত্র স্থান ও রিক্ত  
নাই। তিনি অখণ্ডৈকরস, সর্বত্র ব্যাপকরূপে বিস্তৃত।  
তাঁহাকে জানিলেই সুখ এবং মুক্তি লাভ করা যায়, অন্যথা  
নহে ॥ ১২ ॥

প্রার্থনা বিবরণ

আধঃ—স্বাঃ । দেবতা যজ্ঞানুষ্ঠাতৃ হুঃ—স্বাঃ 'বহু'তঃ । অধঃ—স্বাঃ ।

बदायूँ विक्रमः शुभ २०५८ शुभ १ चैत्र १० वृजः ।

আযুর্ঘজেন কল্পতাং প্রাণো যজেন কল্পতাং  
 চক্ষুর্ঘজেন কল্পতাং শ্রোত্রং যজেন কল্পতাং  
 বাগ্ যজেন কল্পতাং মনো যজেন কল্পতামাত্মা  
 যজেন কল্পতাং ব্রহ্মা যজেন কল্পতাং জ্যোতি  
 র্ঘজেন কল্পতাং স্বর্ঘজেন কল্পতাং পৃষ্ঠং যজেন

কল্পতাং যজ্ঞো যজ্ঞেন কল্পতাম্ । স্তোমিশ্চ

যজুশ্চ ঋক্ চ সাম চ বৃহচ্চ রথন্তরক । স্বর্দেবা

অগ্ন্যামৃতা অভূম প্রজাপতেঃ প্রজা অভূম

বেট স্বাহা ॥ ১৩ ॥

যজুঃ ১৮, ১৯ ।

ব্যাখ্যা—( যজ্ঞো বৈ বিষ্ণুঃ, যজ্ঞো বৈ ব্রহ্মোহ্য'ষ্ট্য'বৈব  
শতপথব্রাহ্মণ, শক্তে ) যজ্ঞ যজ্ঞনীয়, যিনি সর্বমানবের পুজনীয়  
ইষ্টদেব পরমেশ্বর, তাঁহার জন্য অক্লান্ত সহকারে সকল  
মনুষ্য 'চ' যথাবৎ সমস্ত সমর্পণ করিবে ' এই মন্ত্রে ঐহ'ই  
প্রার্থনা ও উপদেশ দেওয়া হইয়াছে যে, হে সর্বদা মন ঈশ্বর !  
আপনি আদেশ দিয়াছেন যে, সকল মানবই সমস্ত পদার্থ  
আপনাকে সমর্পণ করুক এই কারণ আমরা সকলে "আয়ুঃ"  
আয়ু, প্রাণ চক্ষু, কর্ণ, বাণী, মন আত্মা, জীবাত্মা, ব্রহ্ম, বেদবিদ্যা  
এবং বিদ্বান্, জ্যোতিঃ ( সূর্যাদি লোক, জগাদি পদার্থ ) স্বর্গ  
( সুখসাধন ) পৃষ্ঠ ( পৃথিব্যাди সমস্ত লোক আদার ) তথা  
পুরুষার্থ, যজ্ঞ ( যে সমস্ত সংকর্ম আমরা করিয়া থাকি ), স্তোম,  
স্তুতি, যজুর্বেদ, ঋগ্বেদ, অথর্ববেদ, বৃহদ্রথন্তর, মহারথন্তর,  
সাম ইত্যাদি সমস্ত পদার্থ আপনাকে সমর্পণ করিতেছি ।  
আমরা যে কেবল আপনারই শরণাগত । আপনি যাহা

উত্তম বলিয়া জানেন তাহাই করুন। আমরা আপনার সন্তান, আপনার কুপায় যেন 'স্বরগন্ম' উত্তম সুখ লাভ করিতে পারি। যতদিন জীবিত থাকিব ততদিন যেন সদা চক্রবর্তী রাজ্যাদি ভোগ করিয়া সুখে থাকি, মরণান্তেও যেন সুখী হই। হে মহাদেবামৃত ! আমরা যেন দেব (পরম বিদ্বান্) হই। আপনাকে লাভ করা যে অমৃত ও মোক্ষলাভ, তাহাই যেন লাভ করিতে পারি। “বেট্-স্বাহা” আপনার আদেশ পালন ও আপনাকে লাভ করায় যেন উদ্যোগী হই। আপনি হৃদয়ে প্রেরণা দান করুন অর্থাৎ আমাদের হৃদয়ে যে জ্ঞান আছে, সেইরূপ যেন ভাষায় ব্যক্ত করিতে পারি। ইহার বিপরীত আচরণ যেন না করি।

হে কৃপানিধে ! আমাদের যোগ-ক্ষেমের (অপ্রাপ্ত বস্তু লাভ-যোগ, এবং প্রাপ্ত বস্তুর সংরক্ষণ-ক্ষেম) ভার আপনিই বহন করুন। আপনার সহায়তায় আমাদের সর্ব বিজয় ও সুখ লাভ হোক ॥ ১৩ ॥

## স্ততি বিষয়

শ্রীমদ্বিষ্ণু নামা নবমঃ স্কন্ধঃ—চতুর্বিংশতীঃ ১৪ ৥

যস্মান্ জাতঃ পদো অগ্নো অস্তি য আবিবেশ

ভুবন নি বিশ্বা। প্রজাপতিঃ প্রজা সংররণ-

দ্রাণি জ্যোতীংবি সত্যে স যোডনী ॥ ১৪ ॥

যজুঃ ৮, ৩৬ ॥

ধ্যাগ্যা—যাহা অপেক্ষা মহান্, তুল্য বা শ্রেষ্ঠ হয় নাই, কখনও হইবেও না, তাঁহাকেই পরমাগ্না বলিয়া জানিবে। যিনি “স্ব ভুবনানি” সমস্ত ভূগন (লোক) সমস্ত পদার্থের নিবাসস্থল অসংখ্য লোক লোকান্তরে ‘আবিবেশ’ (প্রবিষ্ট) হইয়া পরিপূর্ণভাবে বিচরন রহিয়াছেন, তিনিই ঈশ্বর, প্রজাগণের পতি (স্বামী)। সমস্ত প্রজার পরিবাপ্ত হইয়া সমস্ত প্রজাজনের ভিতরে বিচরন। “দ্রাণীত্যাदि” তিন জ্যোতি অগ্নি, বায়ু এবং সূর্য এই সমস্তকে তিনি গড়িয়াছেন, এই তিনটিকেই মুখ্য সমস্ত জগৎ ব্যবহার এবং পদার্থবিচার উদ্ভবের কারণ বলিয়া জানিবে। “স যোডনী” তিনি যোল কলা উৎপন্ন করিয়াছেন তাঁহাকে তাই যোলকলাযুক্ত ঈশ্বর বলা হয়। এই সেই যোল কলা—ঈক্ষণ (বিচার) ১,



প্রাণ ২, শ্রদ্ধা ৩, আকাশ ৪, বায়ু ৫, অগ্নি ৬, জল ৭, পৃথিবী ৮, ইন্দ্রিয় ৯, মন ১০, অন্ন ১১, বীর্ষা ( পরাক্রম ) ১২, তপ ( ধ্যানস্থান ) ১৩, মনু ( বেদবিদ্যা ) ১৪, ( চেষ্টা ) ১৫, এবং লোকসমূহের নাম ১৬, এই সমস্ত কলার মধ্যে সমস্ত জগৎ বিদ্যমান; শুধু ইহাই নহে পরমেশ্বরে অনন্ত কলা বিদ্যমান। তাঁহার উপাসনা ত্যাগ করিয়া যে ব্যক্তি অতীর উপাসনা করে সে কখনও সুখলাভ করে না, কিন্তু সদা দুঃখেই নিমজ্জিত থাকে।

## স্তুতি বিষয়

৥ অঃ দৈবস্য মন্তো নমস্তুভ্যঃ দেবতা - অগ্নিঃ ব্রহ্ম - বিদ্বানস্বরূপো । অঃ - যজুঃ ।

স নঃ পিত॑র সূন॑বেহগ্নে সূপাযনো তব । সচক্ষা

নঃ স্বস্ত্যে ॥ ১৫ ॥

যজুঃ ৩২৪ ॥

ব্যাখ্যা—( ব্রহ্মহুগ্নিঃ, ইহাদি শরুপথাদিপ্রামাণ্যাদ্ ব্রহ্মএবমত্রঅগ্নিঃ গ্রাহ্যঃ ) হে বিদ্বানস্বরূপেশ্বরগ্নে ! আপনি আমাদের জন্ত ( সূপাযনঃ ) সুখলভ্য শ্রেষ্ঠ উপায়ের প্রাপক, অতু্যন্তম স্থান দাতা, কৃপা করিয়া আমাদের হৃদয়ে সদা বিরাজমান থাকুন আপনিই আমাদের রক্ষক । হে স্বাস্ত্যদ



স্থাপক। হে আত্মন। আপনি লীল-ব্যাপনশীল প্রকৃষ্ট  
জ্ঞানস্বরূপ এবং জ্ঞানদাতা। হে সর্ববিদ। আপনি ‘তুথ’  
এবং “বিশ্ব বেদাঃ” তুথো বৈ এক (ইহা শতপথশ্রুতি)  
আপনি সমস্ত জগতে বিদ্যমান থাকিয়া ও লাভ বিবিধপদার্থ  
করাইয়া থাকেন।

### প্রার্থনা বিষয়

১ম, —মণ্ডুক্যঃ ১. ১৪৩, অ'২। ২য়, —মণ্ডুক্যঃ ১. ১৪৪, অ'২। ৩য়, —মণ্ডুক্যঃ ১. ১৪৫, অ'২।

উশিগসি কবিরজারিসি বস্তারিঃ।

অবস্যারসি দ্রবস্থানুগ্ধক্যবসি মার্জালীযঃ।

সম্রাডসি কুশানুঃ। পবিনদ্রো হসি পবগনো

নভোহসি প্রতক। মৃণোহসি হব্যাসুদন।

স্বাতধামাসি স্বর্জ্যোতিঃ ॥ ১৭ ॥ যজুঃ ৫ ৩২ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বশ্রিয়। আপনি “উশিকু” কমনীয় স্বরূপ  
অর্থাৎ বিশ্বজগৎ আপনার কামনা করে, কেননা আপনি কবি,  
পূর্ণ বিদ্বানু তথা আপনি ‘অব্যারিঃ’ অর্থাৎ আপন ভক্তজনের

যাহা অঘ (পাপ) তাহাব অরি (শত্রু), উহাদের সকল  
 পাপনাশকারী, “বহুত্ৰিঃ” আপন ভক্ত ও সৰ্বজগতের পালন  
 ও ধারণ কৰ্ত্তা। অবস্থারসি চুবস্থান্” তাপনি সদা  
 আপন ধন্যাত্মা লোকজনে অন্নাদি পদার্থ প্রদানেচ্ছু, এবং  
 বিদ্বজ্জন সেবনায়ম “শুভ্ৰাহ্মসি মার্জালীযঃ” শুক্লস্বরূপ  
 এবং সমস্ত জগতের আত্মনিই শোধন কৰ্ত্তা, তথা আপনি  
 পাপ মার্জনকারী বানীঃ আন কেহ নহে “সম্ভ্রাত্ৰসি  
 কুশান্তিঃ” মহারাজ ধরাজ ন্যা “কুশ” দানজনের আপনিই  
 শাস্তিদানকারী-শান্তিদাতা “পরিব্রাহ্মসি পবমানঃ” হে  
 স্মৃতিকাৰিন্ পবিত্র সত্তা স্বরূপ, আপনিই সত্যের আচ্ছাদক,  
 জগৎসভার সনা, সমাপনি, সনা প্রা. ও সনারক্ষক “নভঃত্ৰাসি”  
 হে নিবিকার, আপনি আকাশমণ্ডল, লোকলোভিত, অসৃষ্ট বসিয়া  
 আপনার নাম ‘মন’ এবং ‘প্রভাক্তা’ অর্থঃ সকলের জ্ঞানী, সনা  
 ও অসনা সত্ত্বের আচরণকারী সনের সাক্ষিবৎ ও রক্ষাকারী।  
 যেক্ষি যেক্ষপ পাপ অথবা পুণ্য কর্ম করে সে তাহাব কৰ্ম্মান্তক  
 ফল উপভোগ করে, তাই তাহাব পুণ্য বা অন্যের পাপ অপব  
 কেহ পাইবে পাবেনা। আপনি “বৃষ্টোহসি হব্যাসুদনঃ”  
 মিষ্ট, সুগন্ধ, রোগনাশক, পুষ্টিকারক জব্য সমূহ দ্বারা  
 বায়ুও বৃষ্টির শুদ্ধি সম্পাদন কৰ্ত্তা। অতএব আপনিই সমস্ত  
 জব্যের বিভাগ কৰ্ত্তা। সেইজন্ত আপনার নাম “হব্যাসুদন”  
 “শ্লতধাগাসি স্বর্জ্যোতিঃ” হে ভগবন্! আপনার ধর্ম  
 স্থান সবগঃ সত্য এবং যথার্থ স্বরূপ। যথার্থ (সত্য)

ব্যবহারেই আপনি নিবাস করেন। 'স্বঃ' আপনি সুখ-  
স্বরূপ সুখকাবক, "ভোতিঃ" স্বপ্রকাশ, তথা সুখের  
প্রকাশক ॥ ১৭ ॥

## স্তুতি বিষয়

ম.মি.—১, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫, ১৬, ১৭, ১৮, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬, ২৭, ২৮, ২৯, ৩০, ৩১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৭, ৩৮, ৩৯, ৪০, ৪১, ৪২, ৪৩, ৪৪, ৪৫, ৪৬, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫০, ৫১, ৫২, ৫৩, ৫৪, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬১, ৬২, ৬৩, ৬৪, ৬৫, ৬৬, ৬৭, ৬৮, ৬৯, ৭০, ৭১, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৫, ৭৬, ৭৭, ৭৮, ৭৯, ৮০, ৮১, ৮২, ৮৩, ৮৪, ৮৫, ৮৬, ৮৭, ৮৮, ৮৯, ৯০, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৭, ৯৮, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, ১০৪, ১০৫, ১০৬, ১০৭, ১০৮, ১০৯, ১১০, ১১১, ১১২, ১১৩, ১১৪, ১১৫, ১১৬, ১১৭, ১১৮, ১১৯, ১২০, ১২১, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৫, ১২৬, ১২৭, ১২৮, ১২৯, ১৩০, ১৩১, ১৩২, ১৩৩, ১৩৪, ১৩৫, ১৩৬, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৬, ১৪৭, ১৪৮, ১৪৯, ১৫০, ১৫১, ১৫২, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৫, ১৫৬, ১৫৭, ১৫৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ১৬২, ১৬৩, ১৬৪, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৭, ১৬৮, ১৬৯, ১৭০, ১৭১, ১৭২, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, ১৭৬, ১৭৭, ১৭৮, ১৭৯, ১৮০, ১৮১, ১৮২, ১৮৩, ১৮৪, ১৮৫, ১৮৬, ১৮৭, ১৮৮, ১৮৯, ১৯০, ১৯১, ১৯২, ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০২, ২০৩, ২০৪, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, ২১২, ২১৩, ২১৪, ২১৫, ২১৬, ২১৭, ২১৮, ২১৯, ২২০, ২২১, ২২২, ২২৩, ২২৪, ২২৫, ২২৬, ২২৭, ২২৮, ২২৯, ২৩০, ২৩১, ২৩২, ২৩৩, ২৩৪, ২৩৫, ২৩৬, ২৩৭, ২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৪১, ২৪২, ২৪৩, ২৪৪, ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮, ২৪৯, ২৫০, ২৫১, ২৫২, ২৫৩, ২৫৪, ২৫৫, ২৫৬, ২৫৭, ২৫৮, ২৫৯, ২৬০, ২৬১, ২৬২, ২৬৩, ২৬৪, ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৬৯, ২৭০, ২৭১, ২৭২, ২৭৩, ২৭৪, ২৭৫, ২৭৬, ২৭৭, ২৭৮, ২৭৯, ২৮০, ২৮১, ২৮২, ২৮৩, ২৮৪, ২৮৫, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ২৮৯, ২৯০, ২৯১, ২৯২, ২৯৩, ২৯৪, ২৯৫, ২৯৬, ২৯৭, ২৯৮, ২৯৯, ৩০০, ৩০১, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩০৫, ৩০৬, ৩০৭, ৩০৮, ৩০৯, ৩১০, ৩১১, ৩১২, ৩১৩, ৩১৪, ৩১৫, ৩১৬, ৩১৭, ৩১৮, ৩১৯, ৩২০, ৩২১, ৩২২, ৩২৩, ৩২৪, ৩২৫, ৩২৬, ৩২৭, ৩২৮, ৩২৯, ৩৩০, ৩৩১, ৩৩২, ৩৩৩, ৩৩৪, ৩৩৫, ৩৩৬, ৩৩৭, ৩৩৮, ৩৩৯, ৩৪০, ৩৪১, ৩৪২, ৩৪৩, ৩৪৪, ৩৪৫, ৩৪৬, ৩৪৭, ৩৪৮, ৩৪৯, ৩৫০, ৩৫১, ৩৫২, ৩৫৩, ৩৫৪, ৩৫৫, ৩৫৬, ৩৫৭, ৩৫৮, ৩৫৯, ৩৬০, ৩৬১, ৩৬২, ৩৬৩, ৩৬৪, ৩৬৫, ৩৬৬, ৩৬৭, ৩৬৮, ৩৬৯, ৩৭০, ৩৭১, ৩৭২, ৩৭৩, ৩৭৪, ৩৭৫, ৩৭৬, ৩৭৭, ৩৭৮, ৩৭৯, ৩৮০, ৩৮১, ৩৮২, ৩৮৩, ৩৮৪, ৩৮৫, ৩৮৬, ৩৮৭, ৩৮৮, ৩৮৯, ৩৯০, ৩৯১, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০০, ৪০১, ৪০২, ৪০৩, ৪০৪, ৪০৫, ৪০৬, ৪০৭, ৪০৮, ৪০৯, ৪১০, ৪১১, ৪১২, ৪১৩, ৪১৪, ৪১৫, ৪১৬, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯, ৪২০, ৪২১, ৪২২, ৪২৩, ৪২৪, ৪২৫, ৪২৬, ৪২৭, ৪২৮, ৪২৯, ৪৩০, ৪৩১, ৪৩২, ৪৩৩, ৪৩৪, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৩৭, ৪৩৮, ৪৩৯, ৪৪০, ৪৪১, ৪৪২, ৪৪৩, ৪৪৪, ৪৪৫, ৪৪৬, ৪৪৭, ৪৪৮, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫১, ৪৫২, ৪৫৩, ৪৫৪, ৪৫৫, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ৪৬০, ৪৬১, ৪৬২, ৪৬৩, ৪৬৪, ৪৬৫, ৪৬৬, ৪৬৭, ৪৬৮, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭১, ৪৭২, ৪৭৩, ৪৭৪, ৪৭৫, ৪৭৬, ৪৭৭, ৪৭৮, ৪৭৯, ৪৮০, ৪৮১, ৪৮২, ৪৮৩, ৪৮৪, ৪৮৫, ৪৮৬, ৪৮৭, ৪৮৮, ৪৮৯, ৪৯০, ৪৯১, ৪৯২, ৪৯৩, ৪৯৪, ৪৯৫, ৪৯৬, ৪৯৭, ৪৯৮, ৪৯৯, ৫০০, ৫০১, ৫০২, ৫০৩, ৫০৪, ৫০৫, ৫০৬, ৫০৭, ৫০৮, ৫০৯, ৫১০, ৫১১, ৫১২, ৫১৩, ৫১৪, ৫১৫, ৫১৬, ৫১৭, ৫১৮, ৫১৯, ৫২০, ৫২১, ৫২২, ৫২৩, ৫২৪, ৫২৫, ৫২৬, ৫২৭, ৫২৮, ৫২৯, ৫৩০, ৫৩১, ৫৩২, ৫৩৩, ৫৩৪, ৫৩৫, ৫৩৬, ৫৩৭, ৫৩৮, ৫৩৯, ৫৪০, ৫৪১, ৫৪২, ৫৪৩, ৫৪৪, ৫৪৫, ৫৪৬, ৫৪৭, ৫৪৮, ৫৪৯, ৫৫০, ৫৫১, ৫৫২, ৫৫৩, ৫৫৪, ৫৫৫, ৫৫৬, ৫৫৭, ৫৫৮, ৫৫৯, ৫৬০, ৫৬১, ৫৬২, ৫৬৩, ৫৬৪, ৫৬৫, ৫৬৬, ৫৬৭, ৫৬৮, ৫৬৯, ৫৭০, ৫৭১, ৫৭২, ৫৭৩, ৫৭৪, ৫৭৫, ৫৭৬, ৫৭৭, ৫৭৮, ৫৭৯, ৫৮০, ৫৮১, ৫৮২, ৫৮৩, ৫৮৪, ৫৮৫, ৫৮৬, ৫৮৭, ৫৮৮, ৫৮৯, ৫৯০, ৫৯১, ৫৯২, ৫৯৩, ৫৯৪, ৫৯৫, ৫৯৬, ৫৯৭, ৫৯৮, ৫৯৯, ৬০০, ৬০১, ৬০২, ৬০৩, ৬০৪, ৬০৫, ৬০৬, ৬০৭, ৬০৮, ৬০৯, ৬১০, ৬১১, ৬১২, ৬১৩, ৬১৪, ৬১৫, ৬১৬, ৬১৭, ৬১৮, ৬১৯, ৬২০, ৬২১, ৬২২, ৬২৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৬, ৬২৭, ৬২৮, ৬২৯, ৬৩০, ৬৩১, ৬৩২, ৬৩৩, ৬৩৪, ৬৩৫, ৬৩৬, ৬৩৭, ৬৩৮, ৬৩৯, ৬৪০, ৬৪১, ৬৪২, ৬৪৩, ৬৪৪, ৬৪৫, ৬৪৬, ৬৪৭, ৬৪৮, ৬৪৯, ৬৫০, ৬৫১, ৬৫২, ৬৫৩, ৬৫৪, ৬৫৫, ৬৫৬, ৬৫৭, ৬৫৮, ৬৫৯, ৬৬০, ৬৬১, ৬৬২, ৬৬৩, ৬৬৪, ৬৬৫, ৬৬৬, ৬৬৭, ৬৬৮, ৬৬৯, ৬৭০, ৬৭১, ৬৭২, ৬৭৩, ৬৭৪, ৬৭৫, ৬৭৬, ৬৭৭, ৬৭৮, ৬৭৯, ৬৮০, ৬৮১, ৬৮২, ৬৮৩, ৬৮৪, ৬৮৫, ৬৮৬, ৬৮৭, ৬৮৮, ৬৮৯, ৬৯০, ৬৯১, ৬৯২, ৬৯৩, ৬৯৪, ৬৯৫, ৬৯৬, ৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯, ৭০০, ৭০১, ৭০২, ৭০৩, ৭০৪, ৭০৫, ৭০৬, ৭০৭, ৭০৮, ৭০৯, ৭১০, ৭১১, ৭১২, ৭১৩, ৭১৪, ৭১৫, ৭১৬, ৭১৭, ৭১৮, ৭১৯, ৭২০, ৭২১, ৭২২, ৭২৩, ৭২৪, ৭২৫, ৭২৬, ৭২৭, ৭২৮, ৭২৯, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩২, ৭৩৩, ৭৩৪, ৭৩৫, ৭৩৬, ৭৩৭, ৭৩৮, ৭৩৯, ৭৪০, ৭৪১, ৭৪২, ৭৪৩, ৭৪৪, ৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, ৭৪৮, ৭৪৯, ৭৫০, ৭৫১, ৭৫২, ৭৫৩, ৭৫৪, ৭৫৫, ৭৫৬, ৭৫৭, ৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬১, ৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৬, ৭৬৭, ৭৬৮, ৭৬৯, ৭৭০, ৭৭১, ৭৭২, ৭৭৩, ৭৭৪, ৭৭৫, ৭৭৬, ৭৭৭, ৭৭৮, ৭৭৯, ৭৮০, ৭৮১, ৭৮২, ৭৮৩, ৭৮৪, ৭৮৫, ৭৮৬, ৭৮৭, ৭৮৮, ৭৮৯, ৭৯০, ৭৯১, ৭৯২, ৭৯৩, ৭৯৪, ৭৯৫, ৭৯৬, ৭৯৭, ৭৯৮, ৭৯৯, ৮০০, ৮০১, ৮০২, ৮০৩, ৮০৪, ৮০৫, ৮০৬, ৮০৭, ৮০৮, ৮০৯, ৮১০, ৮১১, ৮১২, ৮১৩, ৮১৪, ৮১৫, ৮১৬, ৮১৭, ৮১৮, ৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮২২, ৮২৩, ৮২৪, ৮২৫, ৮২৬, ৮২৭, ৮২৮, ৮২৯, ৮৩০, ৮৩১, ৮৩২, ৮৩৩, ৮৩৪, ৮৩৫, ৮৩৬, ৮৩৭, ৮৩৮, ৮৩৯, ৮৪০, ৮৪১, ৮৪২, ৮৪৩, ৮৪৪, ৮৪৫, ৮৪৬, ৮৪৭, ৮৪৮, ৮৪৯, ৮৫০, ৮৫১, ৮৫২, ৮৫৩, ৮৫৪, ৮৫৫, ৮৫৬, ৮৫৭, ৮৫৮, ৮৫৯, ৮৬০, ৮৬১, ৮৬২, ৮৬৩, ৮৬৪, ৮৬৫, ৮৬৬, ৮৬৭, ৮৬৮, ৮৬৯, ৮৭০, ৮৭১, ৮৭২, ৮৭৩, ৮৭৪, ৮৭৫, ৮৭৬, ৮৭৭, ৮৭৮, ৮৭৯, ৮৮০, ৮৮১, ৮৮২, ৮৮৩, ৮৮৪, ৮৮৫, ৮৮৬, ৮৮৭, ৮৮৮, ৮৮৯, ৮৯০, ৮৯১, ৮৯২, ৮৯৩, ৮৯৪, ৮৯৫, ৮৯৬, ৮৯৭, ৮৯৮, ৮৯৯, ৯০০, ৯০১, ৯০২, ৯০৩, ৯০৪, ৯০৫, ৯০৬, ৯০৭, ৯০৮, ৯০৯, ৯১০, ৯১১, ৯১২, ৯১৩, ৯১৪, ৯১৫, ৯১৬, ৯১৭, ৯১৮, ৯১৯, ৯২০, ৯২১, ৯২২, ৯২৩, ৯২৪, ৯২৫, ৯২৬, ৯২৭, ৯২৮, ৯২৯, ৯৩০, ৯৩১, ৯৩২, ৯৩৩, ৯৩৪, ৯৩৫, ৯৩৬, ৯৩৭, ৯৩৮, ৯৩৯, ৯৪০, ৯৪১, ৯৪২, ৯৪৩, ৯৪৪, ৯৪৫, ৯৪৬, ৯৪৭, ৯৪৮, ৯৪৯, ৯৫০, ৯৫১, ৯৫২, ৯৫৩, ৯৫৪, ৯৫৫, ৯৫৬, ৯৫৭, ৯৫৮, ৯৫৯, ৯৬০, ৯৬১, ৯৬২, ৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫, ৯৬৬, ৯৬৭, ৯৬৮, ৯৬৯, ৯৭০, ৯৭১, ৯৭২, ৯৭৩, ৯৭৪, ৯৭৫, ৯৭৬, ৯৭৭, ৯৭৮, ৯৭৯, ৯৮০, ৯৮১, ৯৮২, ৯৮৩, ৯৮৪, ৯৮৫, ৯৮৬, ৯৮৭, ৯৮৮, ৯৮৯, ৯৯০, ৯৯১, ৯৯২, ৯৯৩, ৯৯৪, ৯৯৫, ৯৯৬, ৯৯৭, ৯৯৮, ৯৯৯, ১০০০

সমুদ্রোহসি বিশ্বব্যচা অজোহন্তেকপাদহিরসি  
বুধো। বাগৈশ্চন্দ্রমসি সদোহ্যতশ্চ দ্বারো  
মা মা সন্তাপ্তমধ্বনামধ্বপতে প্র মা তির  
স্তুতি মেহস্মিন্ পথি দেবঘানে ভুবাৎ ॥ ১৮ ॥

যজুঃ ৫১৩৩ ॥

ব্যাখ্যা—“সমুদ্রঃঅসি বিশ্বব্যচঃ” হে দ্রবণীয়স্বরূপ।  
সমস্ত ভূতমাত্র আপনার মধ্যে ভূবিদ্যা আছে। কেননা  
কাঁচা কারণেই মিলিয়া থাকে, আপনি যে সকলের  
কারণ এবং আপনার দ্বারা ই সমস্ত জগৎ সহজভাবে  
বিস্তৃত হইয়াছে, তাই তো আপনি “বিশ্বব্যচাঃ”।



“অজ্ঞঃ একপাং” আপনার কখনও জন্ম হয় না। আর এই বিরাট বিশ্ব ব্রহ্মও আপনার কিকিছাত্ত এক দেশে অবস্থিত। আপনি যে অনন্ত “অহিরসি বৃদ্ধাঃ” কখনও আপনার অভাব হয়না; সমস্ত জগতের মূলকারণরূপে এবং চতুর্দিকে আপনিই সত্য পূর্ণ হইয়া বিরাজমান। “বাগেহৈস্বন্দমসি সত্যমসি” সর্বলোকেশ্বর উপদেশক অনন্ত বিদ্যাস্বরূপ বলিয়া আপনি বাক্য। পরমৈশ্বর্যস্বরূপ, এবং সমগ্র বিশ্বম্ ব্যক্তিদেব মধো অনন্ত শোভামান বলিয়া আপনি ঐশ্বর্য বিশ্ব ভগ্ন, আপনারাই অবস্থিত, তাই আপনি সত্য (সত্যস্বরূপ)। “পুত্ৰস্য দ্বারো মা মা সত্যপুত্র” সত্যবিজ্ঞা এবং ধর্ম এই উভয়ই যে মোক্ষস্বরূপ আপনি উহার প্রাপ্তির দ্বার অমৃতের হিতার্থে উঠাকে কখনও সমুপ্ত রাখিবেন না, সুখস্বরূপ করিবা। মুক্ত রাখিবেন : যাহাতে আমরা আপনাকে সহজেই লাভ করিতে পারি, “অক্ষনামিত্যাদি” হৈ অক্ষপতে! পরমার্থ ও ব্যবহার পথে আমাকে কখনও ক্রেশ দিবেন না, কিন্তু আপনার কৃপায় এই সমস্ত পথ যেন স্বস্তিকর-আনন্দদায়ক হয় কোনও প্রকার দুঃখ যেন না থাকে ॥ ১৮ ॥

## স্ততি বিষয়

কথ্যঃ—ভবদেবঃ । দেবতা—বিবেকেশ্বরঃ । হস্তঃ—দেবকৃতঃ । নিচুৎসাহমূলিক  
মনুষ্যকৃতঃ—মানুষ্যকৃতঃ । অকৃতঃ—নিচুৎসাহমূলিকঃ । পিতৃকৃতঃ—  
নিচুৎসাহমূলিকঃ । পাপ পাপ মিত্রঃ । স্বঃ—স্বয়ং ।

দেবকৃতৈশ্বনসোহবযজনমসি মনুষ্যকৃতৈশ্বনসো

হবযজনমসি পিতৃকৃতৈশ্বনসোহবযজনমস্তা

শ্রুতৈশ্বনসোহবযজনমশ্চেনসহ এনসোহবযজন

মসি । যচ্চাহমেনো বিদ্বাশ্চকার যচ্চাবিদ্বাশ্চ

সর্বৈশ্বনসোহবযজনমসি ॥ ১৯ ॥ যজুঃ ৮ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বপাপ প্রাণাশক ! “দেবকৃত” আপনি ইন্দ্রিয়, বিদ্বান্ এবং দিবাগুণযুক্তজনের হৃৎ নাশ করিতে সমর্থ, আপনি ব্যতীত অন্য কেহ সমর্থ নহে । মানব ( মধ্যস্থ জন ) পিতৃ ( পরমবিজ্ঞাযুক্তজন ) এবং “মানুষকৃত” জীব কুলের পাপ তথা ‘এনস’ পাপ অপেক্ষাও মহান্ পাপ হইতে আপনি অবজ্ঞ অর্থাৎ সর্ববিধ, পাপ হইতে পৃথক্, সেকারণ আমাদের সকলের পাপ দূরকারী, আপনিই আমাদের দয়াময় পিতা । হে মহানস্ত বিদ্বা ! আমি জ্ঞানে ও অজ্ঞানে যে সব পাপ করিয়াছি সেই সমস্ত পাপের হাত হইতে

আপনিই নিকৃতি দানে সক্ষম, এই সমসারে আপনিই আমাদের একমাত্র শরণ স্থল, তাই প্রার্থনা, আমাদের সবপ্রকার অবিদ্যা-দি পাপ মোচন করিয়া অবিলম্বে আমাদের মুক্ত করুন ॥ ১৯ ॥

### স্মৃতি বিষয়

কবিতা:—হিরণ্যগর্ভঃ ১০০১—প্রজাপতিঃ ১০০২—কশ্যপঃ ১০০৩—অশ্বিনী ১০০৪—মৈত্রেয়ঃ ১০০৫

হিরণ্যগর্ভঃ সমবততাগ্রে ভূতন্ত জাতঃ পতিরেক  
 ভাসাৎ । স দাধার পৃথিবাং জামু তেমাং  
 কশ্যে দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ২০ ॥

যজুঃ ১০।৪ ॥

ব্যাখ্যা—যখন সৃষ্টি হয় নাট, তখন এক অদ্বিতীয় হিরণ্যগর্ভ (যাহা সূর্য্যাদি দেবতাস্বী পদার্থ সমূহের গর্ভ, (গর্ভনাম উৎপত্তিস্থান, উৎপাদক) তিনিই প্রথমে বিদ্যমান ছিলেন। তিনিই সমস্ত জগতের সনাতন প্রাচুর্য্ভূত প্রসিদ্ধ স্বামী। সেই পরমাত্মা পৃথিবী হইতে প্রকৃতি পর্য্যন্ত জগৎকে সৃষ্টি করিয়া ধারণ করিয়াছেন, “কশ্যে” (কঃ প্রজাপতিঃ প্রজাপতিবৈ কশ্যে দেবায়, শতপথে) প্রজাপতি যিনি

পরমাশ্রয়, আশ্রয় পদার্থ দ্বারা তাঁহার যথার্থ পূজা করি।  
 কিন্তু বার্তিক আমরা যেন অপর কাহারও বেশ উপাসনা  
 মান না করি। যে বার্তিক পরমাশ্রয়কে ছাড়িয়া বা তাঁহার  
 পরিবারকে অন্য কাহারও পূজা করে, তাহার এক কাহার দেশের  
 চরম দুঃখ হয় ইহা সৰ্বজন সিদ্ধি। তাই মাতৃব সান্নিধ্য  
 হও যদি তুমি সুখের কামনা কর তাহা হইলে এক নিরাকার  
 পরমাশ্রয় যথার্থ ভক্তি কর, নহিলে তুমি কখনও সুখী  
 হইবে না ॥ ২০ ॥

## প্রার্থনা বিম্ব

কৃষ্ণা ২০ ৬৮৭, ২০৮—২১০: ২১১ ৬৮৭ ২০৮—২১০, ২১১

ইন্দ্রো বিশ্বস্ত রাজতি শংনো অশ্ব দ্বিপাদে

শং চতুষ্পাদে ॥ ২১ ॥

যজুঃ ৩৬৮

ব্যাখ্যা—হে ইন্দ্র! আপনি পরমেশ্বরমুক্ত সমস্ত রাজার  
 রাজা, সর্বপ্রকাশক হে রক্ষক! আপনি কৃপা করিয়া  
 আমাদের “দ্বিপাদ” পুত্রদির পক্ষে এবং “চতুষ্পাদে” হস্ত,  
 অশ্ব, এবং গবাদি পশুর পক্ষে পরম সুখদায়ক হোন আমরা  
 যেন সदा আনন্দেই থাকি ॥ ২১ ॥





## প্রার্থনা বিষয়

শুভিঃ—দধি পানপান। দেবতঃ—লক্ষ্মীদেবতঃ। হৃদয়ঃ—অমৃতকরঃ। যতঃ—পঞ্চমঃ।

অহানি শং ভবন্তু নঃ শং রাত্রাঃ প্রতি ধায়তাম্।

শন্ন ইন্দ্রায়া ভবতাম্ভোতিঃ শন্ন ইন্দ্রাবরুণা

রাত্ৰব্য। শন্ন ইন্দ্রাপূষণা বাজসাতৌ শমিত্রা

সোমো সুবিতাষ শংবোঃ ॥ ২৩ ॥ যজুঃ ৩৬।১১।

ব্যাখ্যা—হে ঋণাদিকালপতে। আমরা যেন চিরদিন আপনার নিয়ম অনুসারে সুখলভ করিতে পারি, আমাদের সর্বত্র যেন আনন্দের অতিবাহিত হয়, হে ভগবন্! আপনি দিন ও রাত্ৰিকে সুখকারক করিয়া প্রতিষ্ঠিত করুন, যাহাতে আমরা সদা সুখী হইতে পারি।

যে সৰ্বস্বামিন্! “ইন্দ্রায়া” আপনার অমৃতগ্রহে সূর্য ও অগ্নি উভয়ই যেন নানাবিধ রক্ষার সহিত সুখকারক হয়। “ইন্দ্রাবরুণা রাত্ৰব্য” হে প্রাণাধার! আপনার প্রেরণায় হোম দ্বারা শুদ্ধ বায়ু ও চন্দ্রমা গুণকারী হইয়া আমাদের সুখের জন্য সদা বিद्यমান থাকুক। “ইন্দ্রাপূষণা, বাজসাতৌ”

হে প্রাণপতি ! আপনার সংরক্ষণ-পুষ্ট পূর্ণ আমি ও বলবান  
 প্রাণলাভ করিয়া আমরা যেন অত্যন্ত পুরুষার্থের সংগ্রামে  
 সুস্থির থাকি, আমরা যেন শত্রুর মুখোমুখি হইয়া কখনও  
 হ্রাস না হই। “ইন্দ্রা সোমা স্তুবিহায় শাংযোঃ” (প্রাণাপানো  
 বা ইন্দ্রাশ্বা ইত্যাদি, অরুপণে), হে মস্তকাত ! আপনার  
 ব্যবস্থায় বক্ষ ও প্রজা পরস্পর বিজ্ঞানি সঙ্গতগযুক্ত হইয়া  
 ঐশ্বর্য উৎপাদন করুক, তথা আপনার কুপায় দীতিযুক্ত  
 হোক, তাঁহারা অত্যন্ত সুখলাভ করুক আপনি আমাদের  
 জায় সম্মানদের সুখী দেখিয়া অত্যন্ত প্রসন্ন হইবেন, এবং  
 আমরাও প্রসন্নতা সহকারে আপনাতঃ এবং আপনার সভ্য  
 আজ্ঞায় নিরত থাকিব। ২৩

## স্মৃতি বিষয়

স্মৃতি—স্মৃতি বৃত্তি । স্মরণ—স্মরণ । ইত্য—নিত্য ২ অর্থ, পূর্ণ । অর্থ—স্মরণঃ

প্র তদোচ্চৈশ্বর্যতং নু বিদ্বান্ গন্ধর্বো ধাম বিভূতং

গুহ্যম্ । ত্রাণি পদানি নিহিতা গুহ্যস্ত বস্তানি

বেদ স পিতৃঃ পিতামহ ॥ ২৪ ॥

যজুঃ ৩২।৯ ॥

ব্যাখ্যা—হে বেদাদি শাস্ত্র ও বিদ্বজ্জন প্র উপাদান  
যোগা । যাগা অমৃত । মরণাদি দোষ রহিত । মুক্তভাজন  
ধাম ( নিবাস স্থান ) সকলগত সকলের ধারণ ও পোষণ  
কতা, সকলের বুদ্ধির সাক্ষা ব্রহ্ম, আপনার সেই উপদেশ  
যাহা বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ জানেন, তথা ধারণ করেন তাহারাই  
গন্ধর্ব নামে অভিহিত । ( গন্ধর্বো গং—ব্রহ্ম, ব্রহ্মরত্নোক্তি  
ম গন্ধর্বঃ ) সর্বগত ব্রহ্মাকে যে হৃদয়ে ধারণ করে, তাহাকে  
গন্ধর্ব বলা হয় । পরমাত্মার তিনটি পদ—জগতের উৎপত্তি,  
স্থিতি এবং প্রলয় করিবার সামর্থ্য । যে দেবরকে আপন হৃদয়ে  
জানে সে পিতারও পিতা অর্থাৎ মহা বিদ্বান্ । ২৪ ।

## প্রার্থনা বিময়

কসিঃ দধাক্তুং পদং দেবতা—ঈশ্বর। ইন্দ্রঃ—ঐ ঈশ্বর। সর্বঃ—সর্বঃ

শান্তিঃ শান্তিবন্তরিক্স শান্তিঃ পৃথিবী শান্তিরাপঃ

শান্তিরোবধঃ শান্তিঃ। বনস্পতিঃ শান্তিঃ

দেবাঃ শান্তিরক্ষা শান্তিঃ সর্বং শান্তিঃ শান্তিরেব

শান্তিঃ সা মা শান্তিরেধি ॥ ২৫ ॥ যজুঃ ৩৬।১৭ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বভূত উপশমকারী! সর্বলোকোপরি যে আকাশ উহা যেন আমাদের জন্য শান্ত ( নিরুপদ্রব ) সুখকারী হয়। হে সর্বশক্তিমান পরমাত্মন! আপনার কৃপায় আন্তরিক্স মধ্যস্থলোক এক উহাতে স্থিত বায়ু প্রভৃতি পদার্থ, পৃথিবী, পৃথিবীস্থপদার্থ, জল, জলস্থ-পদার্থ, ঐশ্বর্য, তত্ত্বস্বপ্ন, বনস্পতি, তত্ত্ব পদার্থ, বিশ্বদেব ( জগতের সমূহ বিদ্বজ্জন ) তথা বিশ্বজ্যোতক বেদমন্ত্র, ইন্দ্রিয় সূর্যাদি, উহার কিরণ, তত্ত্বস্বপ্ন, ব্রহ্ম, পরমাত্মা, তথা বেদশাস্ত্র, স্থূল ও সূক্ষ্ম, চরাচর জগৎ, এই সমস্ত পদার্থ আমাদের জন্য শান্ত ( নিরুপদ্রব ) সदा অনুকূল ও সুখদায়ক হোক, আমরাও যেন শান্তি লাভ করি। আপনার কৃপায় আমিও যেন শান্ত হই,

দুই ক্রোধাদি উপদ্রব রহিত হইত সমস্ত সংসারের জীব ও যেন  
দুই ক্রোধাদি উপদ্রব রহিত হয় ॥ ২৫ ॥

## স্তুতি বিষয়

ঋষি—১ মনু ব্রহ্মপাণি ১০৮১। দেবতা—কৃষ্ণ উদ্ভিদ শিব ব্রহ্ম

মন্ত্র—মহানঃ

নমঃ শান্ত্রবাম চ ময়োভবায় চ নমঃ শঙ্করায চ  
মযঙ্করায চ নমঃ শিবায় চ শিবতরায চ ॥ ২৬ ॥

যজুঃ ১৬৪১॥

ব্যাখ্যা—হে কল্যাণ স্বরূপ, কল্যাণকর! আপনি “শান্ত্রব”  
(মোক্ষ সুখত্বলা এবং মোক্ষ সুখকর), আপনাকে নমস্কার।  
আপনি “ময়োভব” সাংসারিক সুখকর, আমি আপনাকে  
নমস্কার করি। আপনি “শঙ্কর”, আপনার দ্বারাষ্ট জীবের  
কল্যাণ হয়, অন্য কাহারও দ্বারা হয় না। আপনি “মযঙ্কর,”  
অর্থাৎ মন, ইন্দ্রিয় প্রাণ, ও আত্মায় আপনিস্তে সুখ দান  
করেন। আপনি শিব। (মঙ্গলময়) তথা আপনি শিবতর।  
(অত্যন্ত কল্যাণস্বরূপ এবং কল্যাণকারক) সেইজন্য আমরা  
আপনাকে বারংবার নমস্কার করি (নমো নমঃ ইতি যজ্ঞঃ  
—শতপথে) প্রজ্ঞা ভক্তি সহকারে যে জন ঈশ্বরকে নমস্কারাদি  
করে সে মঙ্গলময় হয় ॥ ২৬ ॥





## স্তুতি বিষয়

১ম অঃ ১২ম । ২য় অঃ ১৩ম । ৩য় অঃ ১৪ম । ৪য় অঃ ১৫ম ।

ব্রহ্ম যজ্ঞানং প্রথমং পুরস্তাদ্বিসীমতঃ সুরুচো

বেনা আবঃ । স ব্রহ্মা উমা অশ্ব বিষ্ঠাঃ

সুতশ্চ বোনিমসতশ্চ দিবঃ ॥ ২৮ ॥ ২য় অঃ ১৫ ৩ ॥

ব্যাখ্যা — হে মহায় পরমেশ্বর ! আপনি মহান্ অপেক্ষাও মহান্ । আপনার অপেক্ষা মহান্ বা আপনার তুল্য কেহ নাহি । ‘যজ্ঞানাম্’ আপনি সমস্ত জগৎ ব্যাপক ( প্রাকৃতিক ) এবং সমস্ত জগতের প্রথম ( আদি কারণ ) । অর্থাৎ ( সামঃ ) সামাযুক্ত লোক লোকান্তর ( মহাদা সহিত ) “সুরুচঃ” আপনার দ্বারাষ্ট প্রকাশিত হইয়াছে এবং “পুরস্তাৎ” এই সমস্ত পূর্বেই বচনা করিয়া ধারণ করিয়া আছেন । “বাবঃ” এই সমস্ত লোক লোকান্তরকে বিভিন্ন নিয়মে পৃথক্ পৃথক্ভাবে যথাযোগ্যভাবে পরিচালনা করিতেছেন । “বেনঃ” আপনি আনন্দস্বরূপ বলিয়া সংসারে এমন এক জনও নাই যে আপনার কামনা না করে । কিন্তু সকলেই আপনার মিলন কামনা করে । আপনি অনন্তবিদ্যায়ুক্ত, আপনিই সর্বতোভাবে রক্ষক । সেই আপনিই “বুধ্যাঃ” অন্তরিক্তাভ্যন্তরীণ দিশাসমূহের পদার্থকে

“বিবঃ” বিবৃত ( বিভক্ত ) করিয়া থাকেন । সেই অন্তরিক্ষাদি উপমা সমস্ত ব্যবহারে উপযুক্ত উহার। এই সমস্ত বিবিধ জগতের নিবাস স্থান “সং” ব্রহ্মান হুল জগৎ, “অসং” অবিদ্যা, চক্ষু প্রভৃতি ইন্দ্রিয় ভাঙ্গাচর, এই সমস্ত বিবিধ জগতের যোনি—আদি করণ ভাপনই, একথা বেদ ও বিদ্বান ব্যক্তিগণ বলিয়া থাকেন । সেই জন্য আপনাই জগতের পিতামাতা, আমাদের ভজন্য উপাস্য দেব ॥ ২৮ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

অ. ব. ১০০০ ১, ১০০ ১, ১০০ ১ — ১০০ ১০০ ১ ১০০ ১০০ ১

সুমিত্রি<sup>১</sup> ন আপ<sup>২</sup> শুভং<sup>৩</sup> সন্ত<sup>৪</sup> দুমিত্রি<sup>৫</sup> যান্ত্রৈ<sup>৬</sup>

সন্ত<sup>৭</sup> যো<sup>৮</sup> হস্মান্<sup>৯</sup> দ্রেষ্টি<sup>১০</sup> যং<sup>১১</sup> চ<sup>১২</sup> বযং<sup>১৩</sup> দিঅ্যঃ<sup>১৪</sup> ॥ ২৯ ॥

যজুঃ ৩৬২৩ ॥

ব্যাখ্যা—যে সবমিষ সম্পাদক ! আপনার কৃপার প্রাণ ও জল তথা বিদ্যা ও শুধি “সুমিত্রিয়াঃ” আমাদের জন্য সদা সুখদায়ক হোক । উহার। যেন কখনও আমাদের প্রতিকূল না হয় । যে আমাদের সহিত দ্বেষ অপ্রীতিভাব শোষণ করে, তথা যে দুই ব্যক্তি আমাদের প্রতি দ্বেষভাব

পাষণ করে, হে ত্রায়কারিন্ । তাহাদের জন্য “তুমি ত্রিষাঃ”  
পূর্বোক্ত প্রাণাদি প্রতিকূল ও দুঃখ দায়ক হোক্ । অর্থাৎ  
যে ব্যক্তি অধর্মাচরণ করে তাহার পক্ষে আপনার সৃষ্ট জগতের  
পদার্থ সমূহ দুঃখদায়ক হোক্, তাহার অন্তরে যেন  
কখনও অধর্মাচরণ করিবীর প্রবৃত্তি জাগ্রত না হয় এবং  
আমাদের দুঃখ দিলে না পারে, আমরা যেন সনাই সুখে  
থাকি ॥ ২৯ ॥

## প্রার্থনা বিবয়

অর্থঃ—ভুবন পুত্র ত্রয়কম্ । ১০১ — বখকম্ । ১০২ — নন্দন দ্বি ১০৩  
অর্থঃ—বৈকুণ্ঠঃ ।

য ইমা বিশ্বা ভুবনানি ভূত্বদুর্নিহোতা নামাদং

পিতা নঃ । স অশিসা দাবণমিচ্ছমানঃ প্রথম-

চ্ছদবরঃ । ২ আবিবেশা । ৩০ ॥ মজুঃ ১৭১৭ ॥

ব্যাখ্যা—“হোতা” উপনিষদে সমস্ত দেবতা এবং প্রলয়কালে  
সকলকে যিনি গ্রহণ করেন, তিনিই একমাত্র পরমেশ্বর । “শ্বষিঃ”  
সর্বজ্ঞ ঈশ্বর এই সমস্ত লোক লোকান্তর ভুবনকে আপন  
সামর্থ্য বলে কারণে হোম করিয়া ( প্রলয় করিয়া ) “নামাদং”  
নিহিত বিরাজমান আছেন তিনিই আমাদের পিতা । কেবল

তাহাই নহে। তিনি যখন 'দ্রবিন' দ্রব্যময় জগৎকে স্বেচ্ছায়  
উৎপন্ন করিতে চান, যখন তিনি তাঁহার 'আশিষা' সামর্থ্য দ্বারা  
যথাযোগ্য বিবিধ জগৎকে সহজ প্রভাব বলে রচনা করেন  
তিনি এই চরাচর "প্রথমকৃত" বিস্তার্ত জগৎ রচনা করিয়া  
অনন্তরূপে অংলিত করিয়াছেন এবং অমৃত্যুসীমার সাক্ষীরূপে  
উহাতে প্রবিষ্ট হইয়া আছেন। অর্থাৎ অমৃত্যু বাহিরে পরিপূর্ণরূপে  
বিদ্যমান রহিয়াছেন তিনিই আমাদের নিশ্চিত পিতা।  
তাঁহাকে ছাড়িয়া যে জন অপর মূর্খ আদির সেবা করে সে  
কৃত্রিম মহা-অপরাধী হইয়া সदैব দুঃখভাগী হয়। যে জন  
পরম দয়াময় পিতার আজ্ঞাধীনে থাকে, সে সदैব সর্বানন্দ  
ভোগ করে ॥ ৩০ ॥



## প্রাৰ্থনা বিষয়

কৃষ্ণা—দেবীমাতাঃ । কবচা—গামাপাপবী চন্দা—দ্যাবাধিতী । স্বৰ্গা—পিতৃমাতাঃ ।

ইষে পিতৃশ্বোৰ্জে পিতৃশ্ব ব্রহ্মণে পিতৃশ্ব ক্ষত্ৰায়

পিতৃশ্ব জ্যোতিৰ্গিব্যভাং পিতৃশ্ব ধৰ্মাসি

সুধৰ্মামেন্যস্মৈ নৃণাং ধারয় ব্রহ্মধারয় ক্ষত্ৰং

ধারয় বিশং ধরায ॥৩১॥

যজুঃ ৫৮ ১৪ ।

ব্যাখ্যা—হে সবসৌখ্যপ্রদেয়র ! আমাদের সকলকে ‘ইষে’  
উত্তম অস্ত্রের দ্বারা পুষ্ট করুন, অন্ন অপরিপাক বা অজীর্ণ  
রোগ হইতে আমাদেরকে রক্ষা করুন, আমরা যেন কখনও  
অন্নহীন হইয়া দুঃখ ভোগ না করি হে মহাবল ! ‘উৰ্জে’  
অত্যন্ত পরাক্রমশালী হইবার জন্য আমাদের সকলকে পুষ্ট  
করুন । হে বেদোৎপাদক ! “ব্রহ্মণে” সত্য বেদবিজ্ঞার  
জ্ঞান বুদ্ধি আদি বল দ্বারা আমাদেরকে সदैব পুষ্ট ও বলবান্  
করুন হে মহারাজাধিরাজ পরব্রহ্মন্ ! কৃপা করিয়া,  
“ক্ষত্ৰায়” অথগু চক্রবর্তী রাজ্যের জন্য শৌৰ্য, নীতি,  
বিনয় পরাক্রম ও বল প্রভৃতি উত্তম গুণ দ্বারা আমাদেরকে  
যথাযথরূপে পুষ্ট করুন । আমাদের দেশে অন্য দেশবাসী যেন

ব্রাহ্মা কখনও না হয় হে স্বর্গপুথিবী ! “তাবা পৃথিবী ভায়”  
স্বর্গ । পরমোৎকৃষ্ট মোক্ষস্থল ) পৃথিবী ( সংসার সুখ, বা  
জাগতিক সুখ হইবে ইত্যদি পদার্থ লাভের জন্য আমাদের  
সকলকে লক্ষ্য করুন এই সূর্য ধনশাল । আপনি ধর্মকারী  
তথা শ্রেয়, দক্ষিণ, দুঃখ করিয়া আমাদের সকলকে ধর্মাত্মা  
করুন “আত্মান” আপনি আমাদের নিষেধ করুন ।  
কৃপা করিয়া ‘অর্থ’ অর্থহীন আমাদের সমস্তের কলাণের  
জন্য “মুক্তি” বিদ্যা, পুষ্টি, ইচ্ছা, অর্থ, সুখ, ঈশ্বর আদিরূপ,  
উৎকৃষ্ট রাজ্য, উত্তম গুরু ও প্রভৃতি পদার্থ ধারণ  
করুন । আমরা তুমি কোনও পদার্থের অভাব বোধ করিয়া  
ছুখো না হইবে হে মঙ্গলময় দেবতা ! ( পূর্ণ বিদ্যাাদি  
সম্প্রদায়যুক্ত ) ‘অর্থ’ বুঝ, ‘বিদ্যা’ ( যে দ্বারা জ্ঞান ) বিদ্যা,  
ব্যক্তিগত চিন্তাচার্থ উদ্দেশ্য, দুঃখ, ধন, প্রভৃতি বলযুক্ত বৈশা,  
তথা শৃদ্ধিদ ও সেবা প্রভৃতি যুক্ত ব্যক্তি, “এক” আমাদের  
ব্রাহ্মোৎকৃষ্টমানুষ কুলে ইহাদের আপনাই ধারণ করুন, যাঁহাতে  
আমাদের অর্থও প্রশংসা সর্বত্র ছিন্ন থাকে ॥ ৩১ ॥

## স্তুতি বিষয়

১ম পংক্তি—১ম পংক্তি

২য় পংক্তি—২য় পংক্তি

৩য় পংক্তি—৩য় পংক্তি

৪য় পংক্তি—৪য় পংক্তি

কিংস্বিদাসাদধিষ্ঠানমারভুগং কতমং দ্বিৎ

কথাসাং যতো ভূমিং জনয়স্বিকর্মা

বিষ্ণামোর্গোন্মহিনা বিশ্বক্কাঃ ॥ ৩২ ॥

যজুঃ ১৭।১৮ ॥

ব্যাখ্যা—( প্রশ্নোত্তর বিন্যাস ইত্যেত ) এই জগতের অধিষ্ঠান কি ? ইহার কারণ ও উৎপাদকই বা কে ? ইহা কিভাবে স্থিত ? জগৎ অথবা ঈশ্বরের নিমিত্ত কারণ ও সাধনই বা কি ?

( উত্তর ) “যজুঃ” যাহার দ্বারা এই বিশ্ব ( জগৎ কর্ম ) রচিত সেই বিশ্বকন্না পরমেশ্বর আপন অনন্ত সামর্থ্য বলে এই জগৎ রচনা করিয়াছেন তিনিই চরাচর জগতের অধিষ্ঠান কর্তা, নিমিত্ত এবং সাধন ইত্যাদি তিনি স্বায় অনন্ত সামর্থ্য বলে এইসব চরাচর জগৎকে যথায়থভাবে গড়িয়াছেন এবং ভূমি ইত্যেত আরম্ভ করিয়া স্বর্গ পর্যন্ত সমস্ত রচনা করিয়া আপন মহিমায় “ঔর্গোং আচ্ছাদিত করিয়া রাখিয়াছেন ।

পরমেশ্বরই পরমেশ্বরের অধিষ্ঠান অপর কেহ নহে ।

সকলের উৎপাদন, রক্ষণ, ধারণ আদি তিনিই করিয়া থাকেন এবং তিনি আনন্দময়। সেই ভগবান, সবশক্তিমান, ঈশ্বরই “বিশ্বচক্ষাঃ” বিশ্ব-সংসারের স্রষ্টা, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিয়া যে অন্তের আশ্রয় গ্রহণ করে সে কেন ছুঃখ সাগরে ডুবিবে না ? ॥ ৩২ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

১০৮—অঃ ১০৮ ১ঃ ১০৮ — ১০৮ ১ঃ ১০৮ — ১০৮ ১ঃ ১০৮

তনুপা অগ্নেসি তবং মে পাহাযুর্দা অগ্নে  
 স্তাযুর্মে দেহি বর্চোদা অগ্নেসি বর্চো মে  
 দেহি। অগ্নে যন্মে তব্ভা উনং তব্ভা

আপূর্ণ ॥ ৩৩ ॥

যজুঃ ৩১৭।

ব্যাখ্যা—হে সর্বরক্ষকেশ্বরগ্নে! আপনি আমার দেহের রক্ষক। অতএব আপনি আমার শরীরকে পালন করুন। হে মহাবৈদ্য! আপনি আয়ুর্দায়ক, আমাকে সুখরূপ উত্তম আয়ু প্রদান করুন। হে অনন্ত বিদ্যাবেজবান! আপনি “বচঃ” বিদ্যাাদি তেজ অর্থাৎ যথার্থ বিজ্ঞান প্রদাতা

আমাকে সর্বোৎকৃষ্ট বিত্তাদি ভেজ প্রদান করুন। পূর্বোক্ত দেহাদি রক্ষার নিমিত্ত আমাদিগকে সদা আনন্দে রাখুন এবং যদি কিছু দেহাদিতে “উন্নয়ন” ন্যূনতা থাকে, সেইসব ন্যূনতাকে আপনার কৃপাদৃষ্টি বলে মুখ ও ঐশ্বর্য্য সহিত সর্বপ্রকারে পূর্ণ করুন। কোনো প্রকার আনন্দ বা শ্রেষ্ঠ পদার্থের ন্যূনতা যেন আমাদের জীবনে না থাকে। আমরা আপনার সন্তান, আমরা পূর্ণানন্দে থাকিলেই তো পিতার শোভা। সন্তানেরা ক্ষুদ্র বা মহান্ বস্তু অথবা মুখ, পিতা-মাতা ব্যতীত কাহার কাছে যাক্সা করিবে? আপনি আমাদের সর্বশক্তিমান পিতা, আপনি সর্বপ্রকার ঐশ্বর্য্য তথা মুখ লাভকারীদের মধ্যে পরিপূর্ণরূপে বিত্তমান রহিয়াছেন। ৩৩।



## প্রার্থনা বিষয়

কাণ্ড—১৭৮ পৃষ্ঠা ১৫৮  
২০৮—বিষয়ক

অর্থ—ধৈবতঃ।

বিশ্বতশ্চক্ষুর্ত বিশ্বেতোমুখো বিশ্বতোবাহুর্ত

বিশ্বতস্পাঃ। সং বাহুভাঃ ধমতি সং পতত্রৈঃ

ত্ৰাবাহুমা জনমদেব একঃ। ৩৪।

যজুঃ ১৭।১৯ ॥

ব্যাখ্যা—“দেব” সমস্ত জগৎকে বহুতর চক্ষু । দৃষ্টে ।, যাহার  
সাক্ষি কোনও বস্তু অদৃষ্ট নাই, ৩০ বাহুভাঃ সমস্ত মন, বাজ,  
পাদ, শ্রোত্রাদি বিজ্ঞান বাহুর দৃষ্টে অর্থাৎ সমস্তক,  
সমস্তক, সমস্তক বা সমস্তক সমস্তক বা সমস্তকক উপ বিজ্ঞান এই  
জ্ঞান থাকিলেই তাকে সকল ৩০ ক’র, ৩০ ক’র, ৩০ ক’র  
সকলে ধমাত্য হইবে অর্থাৎ কখনও হইবে ন। ৩০ বাহুভাঃ  
পরমাত্মা এক এবং অদ্বৈত পুণ্য ৩০ দ্বী পশ্যন্ত  
কিন্তুই জগৎকে কৰ্ত্তা, বাহুভাঃ যেকপ পাত ও পুণ্য  
করিয়াছে বাহুভাঃ বাহুভাঃ দহন্ত ৩০ পিতা, পক্ষপাত-  
শূন্য অনন্ত বল ৩০ পরাক্রম যুক্ত দুই বাহু দ্বারা জীবকে সমাক-  
“পতত্রৈঃ” প্রাপ্ত্য মুখ দুখের কল, “ধমতি” ( ধমন=কম্পন )  
যথাযোগ্য জন্ম মরণাদি নিব্ধেছেন। সেই নিরাকার “অজ”

অনন্ত সবশক্তিমান স্রষ্টাকারী দয়াময় ঈশ্বর বাগ্নীত অগ্নি কাশীকেও  
স্বীকার করা উচিত নহে । সেই যাচনীয় পূজনায়ে প্রভুই আমাদের  
ইষ্টদেব স্বামী । তাঁহার দ্বারাষ্ট আমাদের মুখ লাভ হইবে, অন্তরে  
দ্বারা নহে ॥ ৩৪ ॥

স্মৃতি বিষয়

$\frac{d}{dt} \left( \frac{1}{r^2} \right) = -\frac{2}{r^3} \frac{dr}{dt}$

ভুভু<sup>১</sup>বঃ সঃ সূ<sup>১</sup>প্রজাঃ প্রজা<sup>১</sup>ভিঃ স্যাং<sup>১</sup>সুবারো<sup>১</sup>  
 বা<sup>১</sup>টৈঃ সু<sup>১</sup>পোষঃ পো<sup>১</sup>টৈঃ । নম<sup>১</sup> প্রজাং মে<sup>১</sup>  
 পাহি<sup>১</sup> শং<sup>১</sup>শু পশূ<sup>১</sup>ন্ মে<sup>১</sup> পাহা<sup>১</sup>ধৰ্ষ পিতৃ<sup>১</sup>ং মে<sup>১</sup>  
 পাহি ॥ ৩৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে সৰ্বমঙ্গলকাকেশ্বৰ ! আপনি “ভূঃ” সদা  
বৰ্ত্তমান, “ভূবঃ” বায়ু প্রভৃতি পদার্থের রচয়িতা, “স্বঃ”  
মুখ স্বরূপ, আপনি আমাদিগকে মুখ প্রদান করুন,  
হে সৰ্বব্যাধ্যক্ষ ! আপনি কৃপা করুন, আমি যেন পুত্র পৌত্রাদি  
এবং উত্তম গুণবান প্রজা লাভ করিয়া শ্রেষ্ঠ প্রজাবান হই।  
সর্বোৎকৃষ্ট বীর যোদ্ধা দ্বারা “সুবীরঃ” যুদ্ধে সদা বিজয়ী হই।  
হে মহাপুষ্টিপ্রদ ! আপনার অনুগ্রহে আমি যেন উৎকৃষ্ট

বিজ্ঞানি কথা সমস্তই প্রভৃতি ওষধি সুবর্ণাদি এবং নৈরোগ্য  
প্রভৃতি সবপুষ্টিযুক্ত হউ। হে 'নয়' নর-হি-কারক ! আপনি  
আমার পূজাবর্গের রক্ষা করুন হে "শশ্বত" জ্বলি যোগ্য ঈশ্বর !  
হৃদি অথ প্রভৃতি পশু সমূহকে আপনি পালন করুন হে "অথর্ষ",  
বাপক ঈশ্বর। "শশ্বত" সর্পিণ্ড অস্ত্রের রক্ষা করুন হে  
দেবী নন্দী ! আপনি আমাদিগকে সবপ্রকার পদার্থ সমূহ দ্বারা  
পূর্ণপূর্ণ করুন, সদাশিব আনন্দে রাখুন ॥ ২৫ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

১২ ১৩ ১৪ ১৫ ১৬ ১৭ ১৮ ১৯ ২০ ২১ ২২ ২৩ ২৪ ২৫ ২৬ ২৭ ২৮ ২৯ ৩০ ৩১ ৩২ ৩৩ ৩৪ ৩৫ ৩৬ ৩৭ ৩৮ ৩৯ ৪০ ৪১ ৪২ ৪৩ ৪৪ ৪৫ ৪৬ ৪৭ ৪৮ ৪৯ ৫০ ৫১ ৫২ ৫৩ ৫৪ ৫৫ ৫৬ ৫৭ ৫৮ ৫৯ ৬০ ৬১ ৬২ ৬৩ ৬৪ ৬৫ ৬৬ ৬৭ ৬৮ ৬৯ ৭০ ৭১ ৭২ ৭৩ ৭৪ ৭৫ ৭৬ ৭৭ ৭৮ ৭৯ ৮০ ৮১ ৮২ ৮৩ ৮৪ ৮৫ ৮৬ ৮৭ ৮৮ ৮৯ ৯০ ৯১ ৯২ ৯৩ ৯৪ ৯৫ ৯৬ ৯৭ ৯৮ ৯৯ ১০০

কিংসিন্ধুনং ক হ উ স বৃক্ষ হ গ্রাস যতো ত্বাং

পৃথিবী নিপুত্রকঃ মনাবিণে মনসা পৃথতেত

তত্তদধাতিষ্ঠদুভবনানি ধারয়ন ॥ ৩৬ ॥

যজুঃ ১৭।২০ ॥

ব্যাখ্যা—(প্রশ্ন) বিজ্ঞা কি? বন ও বৃক্ষ কাহাকে  
বলে? (উত্তর) যেকোন বৃক্ষ, ছুতার, নানা প্রকার রচনা  
দ্বারা বহুবিধ পদার্থ রচনা করিয়া থাকে, সেইরূপ বিশ্বকর্ম  
ঈশ্বরই স্বর্গ (সুখ বিশেষ) এবং ভূমিমধ্য (সুখলোক)

তথা নরক দুঃখ বিশেষ । ও সমস্ত লোক লোকান্তর রচনা করিয়া থাকেন, তাহাকেই বন ও বৃক্ষাদি বলা হয় । হে “মনীষিণঃ” বিদ্বান্-  
ব্যক্তিগণ ! যিনি সমস্ত সৃষ্টিতে ধারণ করিয়া সমস্ত জগতে  
এবং সর্বোপরি বিরাজমান রহিয়াছেন, তোমরা তাঁহার সম্বন্ধে  
প্রশ্ন তথা তাঁহার অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিবেচনা কর । “মনসী”  
তাঁহার বিশেষ জ্ঞানলাভ করিলেই জগতের কলাগ সাধন হইবে,  
অনুগ্রহ নহে ॥ ৩৬ ॥

## ଅର୍ଥ ବିବର

$$y_1 = 1.7, y_2 = 1.7, y_3 = 1.7, y_4 = 1.7, y_5 = 1.7, y_6 = 1.7, y_7 = 1.7, y_8 = 1.7, y_9 = 1.7, y_{10} = 1.7$$

৩৬ ক্র. ৭. ১. ০. ৩২      ১২৩৪৫৬৭৮৯১০      ১২৩৪৫

শব্দঃ শব্দঃ শব্দঃ শব্দঃ শব্দঃ শব্দঃ শব্দঃ

শতং প্র ব্রব ম শরদঃ শতমকীলাঃ শ্যাম শরদঃ

শতং ভূষাৎ শ্রবণং শ্রুতিং ॥ ৩৭ ॥ যজুঃ ৩৬২৪ ।

ব্যাখ্যা—সেই ব্রহ্ম “চক্ষুঃ” সৰ্বদৃষ্ চেতন স্বৰূপ ।  
 “দেব” অৰ্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তিদের বা মন প্রভৃতি ইন্দ্রিয়  
 সমূহের হিতকরক ও মোক্ষাদি সুখদাতা । “পূরস্তাৎ”

নিম্নিষ্ট সকলের আদি ও প্রথম কারণ “সুত্রম্” সর্বকর্ম-  
কর্তা অথবা শুদ্ধবাক্য “উচ্চরং” নিম্নিষ্ট প্রলয়ের উদ্দেশ্যে  
থাকেন। আমরা যেন ইহা হইতে কৃপা দিতে ( ১০০ ) বৎসর  
পমান দেখি, জীবিত থাকি, জীবন করি, কথা বলি এবং  
কখনও যেন পরাধান হইয়া না থাকি। অর্থাৎ ব্রহ্মজ্ঞান  
বুঝি ও পরাক্রম সহিত চান্দ্র্য কথা শরীর যেন সুস্থ থাকে  
আপনি একপ কৃপা করুন আমরা যেন কোনও অঙ্গ বলহীন  
( ক্ষীণ ) ও রোগ প্রসূ না হই শুধু ইহা হইতে শত ( ১০০ )  
বৎসর অপেক্ষা অধিক কাল আপনি কৃপা করুন আমরা  
যেন শত ( ১০০ ) বৎসরেরও অধিক সময় দেখি, জীবিত থাকি,  
জীবন করি ও স্বাধীন থাকি ৩৭ ॥



## প্রার্থনা বিষয়

১মঃ—ভূতনপুত্র বিশ্বকর্ম, দেবতা—বিশ্বকর্ম, ইন্দ্রা—অগ্নীত্রিষ্টপ।

স্বরা—ধৈবতাঃ

যা তে ধামানি পরমাণি যাবমা যা মন্যমা

বিশ্বকর্মরুতমা। শিক্কা সখিতো হবিষি

স্বধাবঃ স্বদং যজস্ব তন্নং বুধানঃ ॥ ৩৮ ॥

যজুঃ ১৭।২১ ॥

ব্যাখ্যা—হে সববিধায়ক বিশ্বকর্মশ্বর। আপনার রচিত যে সমস্ত উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট, ত্রিবিধ দান (লোক) আছে, সেই সমস্ত লোক লোকান্তরের জ্ঞান আপনার সহায়তায় আমরা যেন লাভ করি, এবং যথার্থ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া সমস্ত লোকে যেন সুখী হই; তথা ইহালোকের “হবিষি” দান ও গ্রহণ ব্যবহারে আমরা যেন পারদর্শিনী লাভ করিতে পারি। হে “স্বধাবঃ” স্বসামর্থ্যাদি ধারণকারী! আমাদের শরীর প্রভূত পদার্থের আপনি বৃদ্ধিকারী। “যজস্ব” আমাদের জ্ঞান বিদ্যান্ ব্যক্তিদের আদর—আপ্যায়ন এবং সমস্ত সজ্জনদের সুখ প্রভৃতির ব্যবস্থা, বিদ্যাগুণ সমূহের দান আপনি নিজেই করুন।

আপনি আপনার উন্নতি বলেই আমাদের সুখ প্রদান  
করুন অর্থাৎ কি, আমরা তো আপনার প্রসন্নতা  
বিধানের চেষ্টা করি মাথায় সমর্থ নই। সর্বদা তো  
আপনার অনুকূল থাকিতে বা চলিতে পারি না। কিন্তু  
আপনি তো অধমোক্তারক, সে কারণ আপনি নিজ কুপায়  
আমাদের সুখী করুন ॥ ৩৮ ॥

### স্ততি বিবরণ

১ম পংক্তি—১০ ১ ১০

২য় পংক্তি—১০ ১ ১০

৩য় পংক্তি—১০ ১ ১০

৪র্থ পংক্তি—১০ ১ ১০

বস্মৈ হিহং চক্ৰো হ্রদয়ঃ মনসো বাতি

ভূবঃ বৃহস্পতির্ম তদাধাতু। শং নো ভবতু

ভুবনস্য ঘস্পতিঃ ॥ ৩৯ ॥

যজুঃ ৩৩২ ॥

ব্যাখ্যা—এ সর্বজনকৃপাক্ষর! আমার চক্ৰ ( নেত্র ) হৃদয়  
( প্রাণায়াম ) মন, বুদ্ধি, বিজ্ঞান, বিত্ত, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ইন্দ্রিয়গত  
দেহ, উহাদের হিহং হ্রদয়তা রাগ, চাক্ষুশ বা যদি কোন  
ভীতি দোষ থাকে উহা নিবারণ ( নিবৃত্ত ) করিয়া আপনিই  
ধর্মাদিতে নিযুক্ত করুন আপনিই বৃহস্পতি ( সর্ববৃহৎ )  
সে কারণ আপনি আপনার মহানতার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া এই

এহং কাৰ্য্য আপনি অবশ্যই কৰিবেন। আমবা যেন আপনাৰ আদেশ পালন কৰিবার জন্ত সদাসবদা তৎপৰ থাকি আপনি আমাৰ সমস্ত উদ্দেশ্যে চাকিয়া ফেলুন। আপনাৰ নিকট আমবা বাদ্যব্দৰ প্রার্থনা কৰিতেছি, আপনি আমাদেৰ প্রতি সদাসবদা কলাগকৰ কৃপাদৃষ্টি রাখুন। হে পরমাত্মন! আপনি বাতীত আর কে আমাদেৰ কলাগ সাধন কৰিবেন? আপনিই আমাদেৰ ভরসা আপনিই আমাদেৰ প্রার্থনা পূৰ্ণ কৰুন। ২৯।

### প্রার্থনা বিষয়

বিশ্বকর্মা—বিশ্বকর্মে বিশ্বকর্মা। বিম্বনা—বিম্বনা। আদ্বিহাষা—আদ্বিহাষা। ধাতা—ধাতা। বিধাতা—বিধাতা।

সকল—সকল।

বিশ্বকর্মা বিম্বনা আদ্বিহাষা ধাতা বিধাতা

পরমোত্তম সন্দুক। তেবাগিষ্টানি সমিবা

মদন্তি যত্রা সপ্ত প্ৰবান্ পুর একমাত্রিঃ ॥ ৪০ ॥

যজুঃ ১৭।২৬ ॥

ব্যাখ্যা—সর্বত্র সর্বত্রক ঈশ্বর, বিশ্বকর্মা (বিবিধ জগৎ উৎপাদক) এবং “বিম্বনাঃ” বিবিধ (অনন্ত) বিজ্ঞানবান্, তথা “আদ্বিহাষা” সর্বব্যাপক ও অকাশবৎ নিবিকার, অক্ষোভ্য

এবং সর্বাধিকরণ। তিনিই জগৎ‌র “ধাতা” ধারণকর্তা, “বিধাতা” বিবিধ বিচিত্র জগৎ‌র উৎপাদক এবং “পরম ঈশ্বর” সর্বোৎকৃষ্ট, “সন্দ্বক” যথাৎ সকলের পাপ ও পুণ্যের দ্রষ্টা। যে জন সেই ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি, বিশ্বাস এবং তাঁহারই উপাসনা (পূজা) করে, যেজন তিনি দানীঃ অথবা কাহারও প্রতি লেশমাত্র বিশ্বাস রাখেন, সেই ব্যক্তিই সবপ্রকার অভাষ্ট লাভ করিয়া থাকে, অন্য কেহ লাভ করে না সেই ঈশ্বর আপন ভক্তগণকে স্নেহই রাখেন, এবং সেই ভক্তগণ সম্যক্ সচ্ছন্দ “সন্দ্বক” পরমানন্দেই নিবাস করে, তাহার কদাপি দুঃখ ভোগ করে না সেই পবিত্রা এক এবং অদ্বিতীয়। সামর্থ্যে সপ্ত অথবা পঞ্চপ্রাণ সূত্রাত্মা ও ধনভায়, এই সমস্ত প্রসঙ্গবিষয়ক কারুণ্যে থাকে, তিনিই জগৎ‌ উৎপত্তি স্থিতি ও প্রলয় বিষয়ে নিবিকার আনন্দস্বরূপ থাকেন। তাঁহারাই উপাসনা করিলে আমরা সদাসুখে থাকিবে পারিব ॥ ৪০ ॥

## স্তুতি বিষয়

অতিঃ দীর্ঘতমঃ । দেবত—যজুঃ । উক্তাঃ ২৫, ২৬, ২৭ । অঙ্গঃ—দৈবঃ ২৮

চতুঃ অক্তির্নাভিকৃত্য সপ্রথাঃ স নো

বিশ্বায়ুঃ সপ্রথাঃ সর্বাযুঃ সপ্রথাঃ । অপ

দেবো অপ হসরোহন্যত্র ত্য সশ্চিম ॥ ৪১ ॥

যজুঃ ৩৮, ২০ ॥

ব্যাখ্যা—হে মহাবৈষ্ণব ! সর্বদ্রোণনাশকেশ্বর ! আপনার  
কৃপায় আমরা যেন চতুষ্কোণ যুক্ত না'ভ ( মমস্থান ) ঋতুকালীন  
পরিপূর্ণ নৈরোগ্য ও বিজ্ঞানের অ'লয় “সপ্রথা” বিস্তীর্ণ সুখময়  
পূর্ণ আয়ু লাভ করিতে পারি। আপনি যেকোন সর্বসামর্থ্যময়  
এবং মহান্ আমাদের সকলকে কৃপা সু মহান্ সুখ দ্বারা  
বিস্তৃত পূর্ণ আয়ু প্রদান করুন। হে ঈশ্বর ! আপনার  
কৃপায় আমরা যেন “অপদেব” দেবরহিত কথা “আপহবরঃ”  
চাকল্য ( কম্পন ) রহিত ইহে আপনার আডগা এবং আপনি  
ব্যতীত অন্য কাহাকে যেন লেশ না'ত্র ও মা'ত্র না করি, ইহাই  
আমাদের ব্রত। ইহা ব্যতীত অন্য ব্রত যেন আমরা পালন  
না করি। কিন্তু আপনাকে যেন “সশ্চিম” সর্বস্ব দান করিতে  
পারি ॥ ৪১ ॥



## প্রার্থনা বিষয়

সংস্কৃতঃ—স্বনপুত্র! যতঃ  
 নবং—বৈবস্বতঃ। ইন্দ্রঃ—নিম্না নারী, ১৩৪, ১  
 বরঃ—বৈবস্বতঃ।

যো নঃ পিতা জনিতা যো বিশ্বাত  
 ধামানি বেদ ভুবনানি বিশ্বা যো দেবানি  
 নামগা এক এব তং সম্প্রশং ভুবনঃ  
 যজুর্গা ১. ১২ ॥ যজুঃ ১৭২৭ ॥

ব্যাখ্যা—ও মনব! যিনি আমাদের পিতা (নিম্না  
 পালনকর্তা) জনিতা, জনক, সৃষ্টিকর্তা “বিশ্বাতা” সকল  
 মোক্ষসুখাদি কর্মের বিদায়ক, (‘সন্ধিদান’) ‘দেব্যা’ সমস্ত  
 ভুবন, লোক লোকান্তর ধাম অর্থাৎ স্থিতির স্তম্ভ সমুদয়  
 যথাবৎ প্রদান, সমস্ত “ভুবন” (উৎপন্ন) উৎপত্তি মাত্র ভূত  
 সমূহ (প্রাণীসমূহ) বিনামান আছেন, যিনি দিব্য  
 সূর্যাদিলোক বলা ইন্দ্রিয় প্রভৃতি এবং বিদ্যান ব্যক্তির  
 নাম বাদশ্য প্রভৃতির কর্তা, তিনিই অদ্বিতীয় অপর কেহ  
 নহে। যিনি ‘ভুবন’ আমাদের অমৃত কেহ পিতা প্রভৃতি  
 আছেন এ বিষয়ে কোনও প্রকার সংশয় থাকা উচিত নহে,  
 সেই পরমাত্মা সম্বন্ধে সম্যক্ প্রশ্নোত্তর দ্বারা বিদ্যান ব্যক্তিগণ  
 বেদাদি শাস্ত্র ও প্রাণীমাত্র তাঁহাকেই পাইতেছেন। কেনন।

ইহাই পৰম পুরুষার্থ বে পৰমাত্মা, তাঁহার অদেশ এবং তাঁহার রচিত জাগতিক পদার্থ সমূহেরও যথার্থ নিশ্চয় জ্ঞান লাভ করা উচিত উক্ত দ্বারাই ধর্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুर्वিধ পুরুষার্থ জন্ম ফলের সিদ্ধিলাভ হইয়া থাকে, অসুখা নহে সেই কারণ কার্যমন্দকে এবং আত্মার দ্বারা প্রযত্ন সহকারে ঈশ্বরের সাহায্য পুত্র হইয়া সকল মানব ধর্মাদি পদার্থের যথার্থ সিদ্ধিলাভ অবশ্যই করিবে ॥ ৪২ ॥

## স্তুতি বিষয়

ক'বঃ—শব্দ কলঃ      দ্বিতী—২০২।      উক্তঃ—১০১৩, ৩৮, ৫।      স্বঃ—দৈবঃ

যজ্ঞাগ্রতো দূরযুদৈতি দৈবং তদু স্তুত্বা

তথৈবৈতি। দূরঙ্গমং জ্যোতির্দ্যং জ্যোতির্বেকং

তন্মো মনঃ শিবসংকল্পমস্ত ॥ ৪৩ ॥      যজুঃ ৩৭। ১।

ব্যাখ্যা—হে ধর্মিকপুত্র পৰমাত্মন! আপনার কৃপায় আমার মন সদা শিবসংকল্পময় ধর্ম, ও কলাগ সংকল্পকারী হোক, উহা যেন কখনও অধর্মকারী না হয় মন বিরূপ ? সে মন জগত অবস্থায় দূর দূরান্তরে গমনাগমন করে।

দূর দূরান্তরে গমনাগমন করাই উহার স্বভাব। সেই মন অগ্নি সূর্য্য শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় তথা এই সমস্ত প্রকাশময় জ্যোতির ও জ্যোতি-প্রকাশক। অর্থাৎ মন ব্যতীত কোনও পদার্থের প্রকাশ কদাপি হয় না। আপনার কৃপায় সেই একমাত্র অস্থি-চঞ্চল বেগবান মন, স্থির শুদ্ধ ধর্মশীল এবং বিচারবান হইতে সক্ষম। “দৈবম্” দেব, আপনি মুখ্যসাধক হুত, ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানের জ্ঞাতা। সে সমস্ত আপনারই বশে; উহাকে আপনি যথাযথ রূপে আমাদের বশে রাখুন। আমরা যেন কখনও কুর্কর্মে জড়াইয়া না পড়ি, আমরা যেন সদা সবদা বিজ্ঞা, ধর্ম ও আপনার সেবাক্ষেত্রে রত থাকিতে পারি ॥ ৪৩ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

৪৮—১ম পংক্তির 'বধকম' দ্বিতীয় 'বধকম' ৫৮—১ম পংক্তির 'বধকম'।

৫৯—১ম পংক্তির

ন তং বিদাথ য ইমা জজানান্যদ্যাক-  
মন্তরং বভুব। নীহারেণ প্রারত জন্মা

চামুতপ উক্থশাসচরন্তি ॥ ৪৪ ॥ যজুঃ ১৭।৩১ ॥

—

ব্যাখ্যা—হে জীব! যে পরমাশ্রা এই সমস্ত ভুবনের  
সৃষ্টিকর্তা-বিশ্বকর্মা, তাঁহাকে তোমরা জাননা বলিয়া  
“নীহারেণ” ঘোর অবিদ্যা দ্বারা আবৃত হইয়া মিথ্যাবাদ  
নাস্তিকতা বিষয়ে বৃথাই আলোচনা করিতেছ ইহাতে  
তোমাদের চঞ্চল বুদ্ধি পাইবে, তোমরা কখনও সুখী হইতে  
পারিবে না। তোমরা “অমুতপঃ” কেবল সার্থ সাধনও প্রাণ  
পোষণ কমেই লিপ্ত রহিয়াছে “উক্থশাসচরন্তি”  
কেবল বিষয় উপভোগের জন্যই অবৈদিক কর্মে প্রবৃত্ত  
হইতেছে যিনি এইসব বিশ্বভূদন রচনা করিয়াছেন সেই  
সর্বশক্তিমান স্রষ্টাকারী পরব্রহ্মের বিপরীত আচরণ  
করিতেছ তাই তোমরা তাঁহাকে জানিতে পারিতেছনা।

(প্রশ্ন) সেই ব্রহ্ম আমরা অর্থাৎ জীব, ইহারা  
উভয়ে এক অথবা ভিন্ন?

( উত্তর ) “যদাশ্মাকমহুরং বভূব” ব্রহ্ম ও জীব এক, একথা বেদ এবং যুক্তি দ্বারা কখনও সিন্ধু হইতে পারেনা কেননা জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে পূর্ব হইতেই ভেদ বিদ্যমান জীব অবিদ্যাদি দোষযুক্ত, আর ব্রহ্ম অবিদ্যাদি দোষমুক্ত। ইহা দ্বারা ইহাই প্রমাণিত হয় যে, জীব ও ব্রহ্ম এক ছিলনা এক হইবেনা এবং এক নহে পরন্তু ব্যাপ্য বাপক, আধার আধেয়, সেবা সেবকাদি সম্বন্ধে জীবের সহিত ব্রহ্মের আছেই এই কারণে জীব ও ব্রহ্মের একত্ব স্বীকার করা কোনও মানুষের পক্ষে উচিত নহে। ২৪ .



## স্ততি বিষয়

ঋষিঃ বসিষ্ঠঃ দেবতা—ভগবান, ছন্দঃ নিচুৎ ত্রিষ্টুপ, স্বৰঃ—বৈবৰ্ণৱ্যঃ ।

ভগ্‌ এব ভগবান্‌ অহু দেবাস্তেন্‌ বযং

ভগবন্তঃ শ্যাম। তং হ্য ভগ্‌ সৰ্ব

ইজ্জোহবীতি স নো ভগ্‌ পূৰ্ণ এতা

ভবেহ ॥ ৪৫ ॥

যজুঃ ৩৪।৫৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে সৰ্বাধিপতে ! হে মহারাজেশ্বর ! আপনি 'ভগ' পরমৈশ্বর্যরূপ বলিয়া আপনি ভগবান্‌। হে ( দেবাঃ ) বিদ্বজ্জন্‌। 'তেন' ( ভগবতা প্রসন্নেশ্বর সহায়েন ) সেই প্রসন্নশ্বররূপ ভগবানের সাহায্যে আমরা যেন পরমৈশ্বর্যযুক্ত হইতে পারি। হে "ভগ" পরমেশ্বর ! সমস্ত সংসার "তস্থা" আপনাকেই গ্রহণ করিবার জন্য অত্যন্ত আগ্রহীল, কেননা কে এহেন ভাগ্যহীন মানুষ হইবে, যে আপনাকে লাভ করিবার অভিলাষা করিবেনা ? আপনি তো প্রথম হইতেই আমাদের হইয়া আছেন। তথাপি আপনি এবং ঐশ্বর্য যেন কদাপি আমাদের নিকট হইতে বিযুক্ত না হয়। আপনি নিজ কৃপা বলে ইহ জন্মেই পরমৈশ্বৰ্যের

যাথযথ ভোগ করান। জীব পরজন্মে তো কল্মফল  
পাইয়াই থাকে আমরা যেন আপনার আরাধনায়  
নিত্য তৎপর থাকি ॥ ৪৫ ॥

### প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ প্রজাপতিঃ। দেবতা—গণপতিঃ। চন্দ্রঃ—শকরী। সুরঃ—দৈবতঃ।

গণানাং ত্বা গণপতিং হবামহে প্রিষাণাং  
ত্বা প্রিষপতিং হবামহে নিধীনাং ত্বা  
নিধিপতিং হবামহে বসো মম। আহমজানি  
গর্ভধমা ভ্রমজাসি গর্ভধম্ ॥ ৪৬ ॥ যজুঃ ২৩ ১৯ ॥

ব্যাখ্যা—হে সমূহাধিপতে! আপনি আমার যথা  
সব্বশেষ পতি বলিয়া আপনাকে গণপতি নামে গ্রহণ  
করিতেছি। আপনিই আমার প্রিয় কর্মকারী ইষ্টদেব এবং  
সব্বজনের পালন কতা। নাট তো আপনাকে প্রিয়পতি  
বলিয়া জানি। আমি আপনাকে আমার সর্বপ্রকার নিধির  
পতি বলিয়া জানি। হে ‘বসো’ যে সামর্থ্য বলে আপনি  
সমস্ত জগতকে রচনা করিয়াছেন, সেই সামর্থ্য বলে

আপনি আমাদের ধারণ ও পোষণ করেন, ইহা আমি জানি। আপনার সামর্থ্য সকলের কারণ ইহাই সমগ্র জগতের ধারণ ও পোষণকারী শক্তি। এই সমস্ত জীবাদি তো জন্মায় এবং মরে, পরন্তু আপনি সदैব অজন্মা ও অমৃত স্বরূপ। আপনার কৃপায় অধর্ম, অবিদ্যা, দুঃখভাব প্রভৃতিকে যেন “অজানি” দূরে সরাইতে পারি। আমরা সকলে আপনাকে লাভ করিবার “হবামতে” অতিশয় স্পর্ধা (প্রাণের ইচ্ছা) করিতেছি। তাই প্রার্থনা, এবার আপনি আমাকে শীঘ্র স্বীকার করুন। যদি আপনি আমাকে স্বীকার করিতে অল্প মাত্রও বিলম্ব করেন তাহা হইলে আমার কোথাও ঠাঁই হইবেনা ॥৪৬॥

### প্রার্থনা বিষয়

পশিঃ—অঃ ॥ দেবতা—অগ্নিঃ ৷ অঃ—অঃ ৷ ইন্দ্রঃ—অঃ ৷

স্বরঃ—মৈবতঃ ॥

অগ্নে ব্রতপতে ব্রতং চরিস্যামি তচ্ছকেয়ং  
তন্মোরাধ্যতাম্ ॥ ইদমহমনৃত্যং সত্যমুপৈমি ॥৪৭॥

যজুঃ ১৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে সাক্ষিদানন্দ স্ব প্রকাশস্বরূপ ঈশ্বরাগ্নে! আমি ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ্য, বানপ্রস্থ, ও সংন্যাস প্রভৃতি সত্যব্রত

সমূহের আচরণ করিব। কৃপা করিয়া আপনি আমার এই  
 ব্রতকে সম্যক্ প্রকারে সাফল্যমণ্ডিত করুন আমি যেন  
 ‘অনুৎ’ অনিন্দ্য দেহাদি পদার্থ সমূহ হইতে পৃথক্ থাকিয়া সত্য  
 পদার্থ যাহার কখনও ব্যাভিচার-বিনাশ হয় না, সেটী শুভ  
 বিদ্যাদি লক্ষণযুক্ত ধর্মলাভ করিতে পারি। আপনি আমার  
 এইরূপ অভিলাষকে পূর্ণ করুন, যাহাতে আমি সভ্য বিদ্বান্  
 সদাচার আপন’র ভক্ত ও ধমাত্মা হইতে পারি ॥ ৪৭

### স্তুতি বিষয়

৪ নং পদ্য প্রকাশ, পদ্য ৫ — ১৫ নং স্থান — ১৩, ২, ৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ৮, ৯, ১০, ১১, ১২, ১৩, ১৪, ১৫

য আশ্রদা বলদা যন্ত বিশ্ব উপাসতে প্রশিবং  
 যন্ত দেবাঃ। যন্ত চ্ছায়ামৃতং যন্ত মৃত্যুঃ কৈশ্চ  
 দেবায় হবিষা বিধেম ॥ ৪৮ ॥

যজুঃ ২৫।১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে মানব! যে পরমাত্মা আমাদের সকলকে  
 “আশ্রদাঃ” আশ্রয়শক্তি দান করেন, তথা আশ্রয়জ্ঞানাদির দাতা,  
 জীবের প্রাণদাতা, “বলদাঃ” ত্রিবিধ বল, প্রথমতঃ —মানস-বিজ্ঞান  
 বল; দ্বিতীয়তঃ—ইন্দ্রিয় বল, অর্থাৎ শ্রোত্রাদির স্বস্থতা তেজাবুদ্ধি,  
 তৃতীয়তঃ—শরীর মহাপুষ্টি, দৃঢ়াঙ্গতা এবং বর্ষাদি বুদ্ধি, এই

ত্রিবিধ বলদাতা যাহার “প্রশিবন্” অনুশাসনকে (শিক্ষা  
 মর্মান্দকে) বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ যথাযথভাবে মান্য করেন সমস্ত  
 প্রাণী এবং অপ্ৰাণী, জড়-চেতন, বিদ্বান্ ও মূর্খ, প্রভৃতি কেহই  
 সেই পরমাত্মার নিয়মকে দলঙ্ঘন করিতে পারে না। অর্থাৎ  
 শ্রোত্র দ্বারা শ্রবণ, চক্ষু দ্বারা দর্শন, ইহাদের বিপরীত কর্ম কেহ  
 করিতে পারেনা যাহারা ছায়া আশ্রয়ই অমূল্য, বিজ্ঞানী  
 ব্যক্তিদের মোক্ষ দান বলা হয়, যাহার ছায়াশীমতা বা  
 আশ্রয়শীমতা (অকুপা তৃপ্তজনের পক্ষে বারংবার জন্ম মৃত্যুরূপ  
 মহাদুঃখ দায়ক। হে সজ্জন, বন্ধুগণ! তিনিই এক পরম  
 সুখদায়ক পিতা এস, আমরা সকলে মিলিয়া তাঁহার প্রতি  
 প্রেম বিশ্বাস (ভক্তি) সহকারে শ্রদ্ধা করি। আমরা কখনও  
 যেন তাঁহাকে ত্যাগ করিয়া অপর কাহাকেও উপাস্তা বলিয়া  
 মান্য না করি তিনিই যে আমাদের সুখ দান করেন, ইহাতে  
 কোনও সন্দেহ নাই ॥৪৮॥



## স্তুতি বিষয়

ঋবিঃ শংখাদাম্পত্যঃ দধিমা বৃক্ষপৰ্ণিঃ চন্দ্রঃ—৩ বর্গ জ্ঞান ৩ অং—১০৮ দ.

উপহৃতাইহ গাব উপহৃত্য অজাবঘঃ ।

অথো অনন্ত কৌলল উপহৃতো গৃহেমু নঃ ।

ক্রেমায বঃ শান্তিত্য প্রপত্তে শিবং শগ্মং

শংঘোঃ শংঘোঃ ॥ ৪৯ ॥

যজুঃ ৩৪৩

ব্যাখ্যা—হে পশুবিপত্তে ! মহাত্মন ! আপনারই কৃপায় উত্তম গাভী, মহিষ, অশ্ব, হস্তি, অজা, মেঘ তথা ( উপলক্ষ্য দ্বারা ) অল্প সুখদায়ক পশু এবং অল্প, সবরোগনাশক ওষধির রস “নঃ” আমাদের গৃহে নিভা স্থির রাখুন, বাহ্যে কোনও পদার্থের অভাবে আমাদের ক্রেশ না হয় । হে বিদ্বজ্জনগণ ! “বঃ” ( বুধ্যাকম্ ) । আপনাদের সঙ্গ এবং ঈশ্বরের কৃপা বলে আমরা যেন ক্রেম, কুশলতা ও শান্তি তথা সর্বোপদ্রব বিনাশার্থ “শিবম্” মোক্ষ সুখ “শগ্মম্” তথা ইহলৌকিক সুখ যথাবৎ লাভ করিতে পারি মোক্ষ সুখ এবং প্রজ্ঞা সুখ এই উভয়বিধ সুখ কামনা, আপনি যথাযথভাবে অতি শীঘ্র পূর্ণ করুন । আপনার নিজ ভক্তের কামনা পূর্ণ করাই যে আপনার স্বভাব ॥ ৪৯ ॥

## প্রার্থনা বিষয়

কৃষ্ণঃ—গান্ধার্যঃ । অবসঃ—ঈশ্বরঃ । ইন্দ্রঃ—ঈশ্বরঃ । যজুঃ—ঈশ্বরঃ ।

তমোশানং জগতন্তুসুবস্পতিং ধিযজ্ঞিষ্মসবসে  
হুমহে বযম্ । পুষা নো যথা বেদসামসদ্ বধে  
রক্ষিতা পায়ুরদকঃ স্তুতবে ॥ ৫০ ॥ যজুঃ ২১.১৮ ॥

ব্যাখ্যা—হে সুখ কামা ও সুমুগ্ধ ব্যক্তিগণ ! সেই পরম-  
পিতাকেই “হুমহে” লাভ করিবার জন্য আমরা অত্যন্ত  
স্পর্ধা করিতেছি, আমরা কবে তাঁহাকে লাভ করিব ?  
কেমনা, তিনি “ঈশান” সমস্ত জগতের স্বামী, এবং ‘ঈশান’  
( উৎপাদন ) করিবার ইচ্ছা কর্তা । আমরা দুই প্রকারের জগৎ  
দেখিতে পাঠি চর—অচর । তিনিই এই উভয়বিধ জগতের  
পালন কর্তা । সেই “ধিযজ্ঞিষ্ম” বিজ্ঞানময়, বিজ্ঞানপ্রদ  
এবং তৃপ্তিকারক ঈশ্বর বাস্তব অথচ কেহ নাই, তাঁহাকে  
“অবসে” আপন রক্ষার নিমিত্ত আমরা স্পর্ধা ( ইচ্ছা )  
পূর্বক আহ্বান করিতেছি । সেই ঈশ্বর যেরূপ “পুষা”  
আমাদের পোষণপ্রদ, সেইরূপ “বেদসাম” ধন ও বিজ্ঞান  
বুদ্ধির “রক্ষিতা” রক্ষক । তিনিই “স্তুতবে” নিরুপদ্রবতার  
জন্য আমাদের “পায়ুঃ” পালক এবং “অদকঃ” হিংসা

রহিত স্বামী। সে কাবণ, ঈশ্বর, তিনি নিরাকার সবদ,  
আনন্দপ্রদ, হে মানব! তাঁহাকে কদাপি ভুলিও না,  
তিনি ব্যতীত কোথাও স্তূপের ঠাঁই নাই ॥ ১০ ॥

### স্তুতি বিষয়

কৃষ্ণ - ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০ ১০০

মহোদমিন্দ্র ইন্দ্রিয়ং দধাদমান্ রায়ো গুণবানঃ

সচন্তাম্। অস্মাকং সমুদ্বাশিবঃ সত্যো নঃ

সমুদ্বাশিবঃ ॥ ৫১ ॥ যজুঃ ১১১০ ॥

ব্যাখ্যা—হে ঈশ্বর পরমেশ্বরবন্ ঈশ্বর। “মহোদমিন্দ্রঃ”  
আপনি পরম গুণবান্, “ময়ি” আমার মধ্যে বিজ্ঞানাদি শুদ্ধ  
ইন্দ্রিয়, “রায়ঃ” এবং উত্তম ধন, “সচন্তাম্” সত্য  
প্রদান করুন। হে সবকামনা পূর্ণকারী ঈশ্বর। আপনার  
কৃপায় আমাদের আশা সত্য হওয়া চাই। (পুনরুক্ত অত্যন্ত  
প্রেম ও হারা দোহনর্থ) হে ভগবন্! আপনি আমাদের  
কামনা অতি শীঘ্র সন্তোষ প্রদান করুন, বাহ্যিক আমাদের  
কামনা পূর্ণ হয় এবং আমরা যেন সদা পরমানন্দে  
থাকি ॥ ৫৩ ॥

১। উপহৃত পৃথিবী মাতোপ মাং পৃথিবী মাতা

স্বয়তামগ্নিরাগ্নীত্র্যাহা ॥২।১০

প্রার্থনা বিষয়

১. — অথ কামা । ২. — সৰ্বনা-পদমহু । ৩. — ন ২ ৫৫, ৫৬ । ৪. — বৈব-২১ ।

সদস্পাতিমদুতং প্রিষমিন্দুত কামাম্ । সনিং

মেধামযাসিষংস্বাহা ॥ ৫২ ॥

যজুঃ ৩২ ১৩ ॥

ব্যাখ্যা—হে সভাপতি ! বিক্রময় জায়কারিন্  
সভাসদ ! সভাপ্রিয় সভা এবং আমাদের রাজা জায়কারী  
হোক । আমাদের সকলের ইহাই কামনা আমরা  
কখনও যেন মানুষকে সন্তুষ্ট বলিয়া স্বাকার না  
করি। কিন্তু আমরা যেন আপনাকেই সভাপতি,  
সভাধ্যক্ষ ও রাজা বলিয়া স্বাকার করি। আপনি অদ্বুত  
আশ্চর্য বিচিত্র শক্তিময় ব্রহ্মা প্রিয় স্বরূপ আপনিই  
ইন্দ্র—জীবের কমনীয় ( কামনা দেওয়া )। জীবের “সনিম্”  
সম্যক্ ভজনীয় এবং মেধা। আপনিই “মযা” অর্থাৎ  
বিত্তা সনা ধর্মাদি ধারণাবৎ বৃদ্ধি প্রাপ্তির কামনা করিয়া  
হে ভগবন্ ! আমি প্রার্থনা করিতেছি, আপনি দয়া করিয়া  
ইহা দান করুন, “স্বাহ” ইহাটি স্বকীয় বাক্ “স্বাহ”  
বলিতেছে যে, এক ঈশ্বর দান করেন অতএব জীবের পক্ষে  
সেব্য নহে। বেদ শাস্ত্রে ইহাটি ঈশ্বরের আজ্ঞা অতএব সকল  
মানুষের ইহাই মাণ্ড ॥ ৫২ ॥

## স্তুতি বিষয়

ঋষিঃ—মেধাকান্দ । দেবতা—পরমাত্মা । হ্রদয়ঃ—নিচুদনুষ্টপ্ । স্বরঃ—গাংকারঃ ।

যাং মেধাং দেবগণাঃ পিতরশ্চোপাসতে ।

তযা মামগ্ৰ মেধযাগে মেধাবিনং কুরু

স্বাহা ॥ ৫৩ ॥

যজু ৩২।১৪ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বজ্ঞায়ে পরমাত্মন! দেবগণ (বিদ্বান ব্যক্তিগণ) যে বিজ্ঞানবতী ও যথার্থ ধারণাবতী বুদ্ধির উপাসনা (ধারণ) করেন। তথা যথার্থ পদার্থবিজ্ঞানবিদ পিতরগণ যে বুদ্ধির উপাশ্রিত থাকেন। কৃপা করিয়া সেই বুদ্ধির দ্বারা আমাকে মেধাবী করুন। “স্বাহা” ইহাকে আপনি অনুগ্রহ করিয়া প্রীতিপূর্বক স্বীকার করুন যাহাতে আমার জড়তা বিনাশপ্রাপ্ত হয় ॥ ৫৩ ॥



## প্রার্থনা বিষয়

ঋষিঃ—মেধাকানঃ । দেবতা—পরমেশ্বরবিদ্যাসৌ । হ্রস্বঃ—নিচ্ছদ্বহতা । স্বরঃ—মধ্যমঃ ।

মেধাং মে বরুণো দদাতু মেধামগ্নিঃ

প্রজাপতি মেধামিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ মেধাং ধাতা

দদাতু মে স্বাহা ॥ ৫৪ ॥

যজুঃ ৩২।১৫ ॥

ব্যাখ্যা—হে সর্বোৎকৃষ্টেশ্বর । আপনি “বরুণঃ” বর (বরণীয়) আনন্দ স্বরূপ । কৃপা করিয়া আমাকে মেধা সর্ববিদ্যাসম্পন্ন বুদ্ধি প্রদান করুন । “অগ্নিঃ” বিজ্ঞানময় বিজ্ঞানপ্রদ “প্রজাপতিঃ” আপনি সমস্ত সংসারের অধিষ্ঠাতা পালক, “ইন্দ্রঃ” পরমৈশ্বর্যবান্, “বায়ুঃ” বিজ্ঞানবান্, অনন্তবল “ধাতা” সমস্ত জগতের ধারণ ও পোষণকর্তা আমাকে অত্যন্তম মেধা (বুদ্ধি) প্রদান করুন । \* ॥ ৫৪ ॥

\* অনেকবার যাচনা করা ঈশ্বরের সহিত অত্যন্ত প্রীতি জ্ঞোতনার্থ সন্তোঃ দানার্থের জন্য । বুদ্ধি অপেক্ষা উত্তম পদার্থ কিছুই নাই । উহা লাভ করিলে সুখী হওয়া যায় । সেই কারণ পরমাত্মার নিকট বারংবার বুদ্ধির জন্যই যাচনা করাই শ্রেষ্ঠ যাচনা ।

( মহর্ষি )

## স্তুতি বিষয়

কথিঃ—শ্রীকামঃ। দেবতা—বিদ্যাজ্ঞানো। চন্দ্রঃ—অনুষ্টুপ। স্বরা—গান্ধারঃ

ইদং মে ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চোভে শ্রীষ

মধুতাম্। যযি দেবা দধতু শ্রিয়মুত্তমাং

তস্মৈ তে স্বাহা ॥ ৫৫ ॥

যজুঃ ৩২।১৬ ॥

ব্যাখ্যা—হে মহাবিদ্যা মহারাজ সর্বেশ্বর। আমাদের ব্রহ্ম (বিদ্বান্ ব্যক্তি) ও ক্ষত্র (রাজা) রাজ্য, মহাচতুর ন্যায়কারী শূরবীর রাজ্য প্রভৃতি (ক্ষত্রিয়) ইহারা উভয়ে আপনার অত্যন্ত কুপায় যথাবৎ অনুকূল হোক। আমরা যেন “শ্রিয়ম্” সর্বোত্তম বিদ্যাাদি লক্ষণযুক্ত মহারাজ্যশ্রী লাভ করিতে পারি। হে “দেবাঃ” বিদ্বান্ ব্যক্তিগণ। দিব্য ঈশ্বর-গুণ, পরমকুণা প্রভৃতি উত্তম বিদ্যাাদি সমন্বিত শ্রী আমার মধ্যে অচলভাবে প্রতিষ্ঠিত করান। আমি যেন উহাকে অত্যন্ত

শ্রীতি সহকারে স্বীকার করি এবং সেই শ্রী, বিজ্ঞাদি  
সদগুণ, সমস্ত জগতের হিতার্থে তথা রাজ্যাদি ব্যবস্থার  
জন্তু নিযুক্ত করিতে পারি ॥ ৫৫ ॥

শ্রীমৎ পরমহংস পরিত্রাজ্জকাচাযাণাং শ্রীযুত  
বিরজ্ঞানন্দ সরস্বতী স্বামিনাং মহাবিদুষাং শিষ্যেণ  
দেবানন্দ সরস্বতী স্বামিনা বিরচিত  
আর্য্যভিবিনয়ে দ্বিতীয়ঃ প্রকাশঃ  
সম্পূর্ণঃ ।  
॥ সমাপ্তশ্চাযং গ্রন্থঃ ॥